বিজ্ঞাপন।

কিয়দ্দিবস অতীত হইল আমি নির্ম্মলনলিনীকে প্রকাশ করিব মানস করিয়া তাহার আকৃতি প্রকৃতি মনোমধ্যে গঠন করিয়া রাখিয়াছিলাম কিন্তু কি প্রকার অলঙ্কারাদিতে ভূষিত করিলে পাঠকবৃন্দের সুশ্রাব্য ও সুললিত হইবে এই ভাবনায় নিরন্তর নিমগ্ন ছিলাম এমন সময়ে আমার সৌভাগ্য বশতঃ বিদ্যোৎসাহী নবদ্বীপ নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় মদীয় ভবনে সভা-পণ্ডিতের পদে অভিষিক্ত হয়েন এবং আমি তাঁহার নিকট মনোভাব প্রকাশ করিলে তিনি উৎসাহ বিতরণে আমার আশালতাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া বিশেষ যত্ন ও পরি-শ্রমের সহিত আমার নলিনীকে অলঙ্কারাদিতে ভূষিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বাওয়ালী গ্রামস্থ ইং বাং বিদ্যা-লয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ বসু মহাশয় ও এবিষয়ে সহায়তা ও যত্ন প্রকাশ করেন। গুণাল-ঙ্কৃত পণ্ডিত ও বসু মহাশয় নির্ম্মলনলিনীকে অলঙ্কারাদিতে বিভূষিত করিয়া অনুকম্পা প্রকাশপূর্ব্বক আমাকে প্রত্য-র্পণ করায় আমার আশা ফলবতী হইল। নির্ম্মলনলিনী রচনা বিষয়ে প্রাগুক্ত শ্রদ্ধাস্পদ মহোদয় দ্বয় যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাহাতে আমি তাঁহাদিগের নিকট চিরজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। এক্ষণে নলিনী পাঠকবৃন্দের হস্তে নীত হইয়া আদ্যোপান্ত দৃষ্ট হইলে আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

বাওয়ালী
জেলা ২৪ পরগণা
সন ১২৮১ সাল।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ মণ্ডল।

চির প্রসিদ্ধ ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশ আর্য্য হিন্দু জাতির আদিস্থান ছিল। যে স্থানে, হিন্দুরা আর্য্য সনাতন ধর্ম্মের সার সাধন করিয়া স্বকীয় শরীরের কলুষরাশি বিমোচন করিতেন। ব্রহ্মনন্দন মনু উল্লিখিত সেই ব্রহ্মাবর্ত্তের পূর্ব্ব দক্ষিণ দিগভাগে, ব্রহ্মর্ষি নামে প্রদেশ ছিল। যে ব্রহ্মর্ষি প্রদেশে, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, মথুরা প্রভৃতি তীর্থ স্থান অধিষ্ঠিত হইয়া, নরনিকরের নিস্তারের সোপান হইয়া অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে। যে মথুরায় ভগবান্ বৈকুণ্ঠপতি বসুন্ধরার ভারাপনোদন ও ভক্তজন-মানসকমল বিকসিত করিবার জন্য বসুদেবনন্দনরূপে রত্নগর্ভা দেবকীর গর্ভে সম্ভূত হইয়াছিলেন। যে স্থানে, ভগবান্ দুর্দ্দান্ত কংস ধ্বংস করিয়া, তপোব্রত ঋষিদিগের হৃদয়স্থিত ভয়শঙ্কু উত্থিত করিয়াছিলেন। যে বৃন্দাবন জনগণের কলুষবিমোচনের কারণ হইয়াছে। যেখানে গোলোকবিহারী গোলোক পরিহার পূর্ব্বক নন্দ-নন্দনরূপে আবির্ভূত হইয়া, অশেষ অলৌকিক কার্য্য দ্বারা, বৃন্দাবন-বাসীদিগের চিত্তভৃঙ্গকে আনন্দরূপ কুসুমমধু পান করাইয়া প্রমত্ত করত, বহুবিধ রঙ্গরসে কালযাপন করিয়াছিলেন। যথায় বংশীধারী, সুমধুর বংশীধ্বনিতে, অবলা ব্রজবালাগণের প্রেমসিন্ধু আলোড়িত করত, পুনর্ব্বার সেই প্রেমার্ণবে কাণ্ডারী হইয়া পার করিতেন যেখানে গোপাল, গোপালকে লইয়া গোষ্ঠে গোষ্ঠে, নবদূর্ব্বাদল ভক্ষণ করাইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিতেন; যে স্থানে ভূভারহারী গোবর্দ্ধন-গিরি ধারণ করিয়া, বৃন্দাবনস্থিত জীবনিচয়ের অমূল্য জীবনধন সপ্তাহকাল

পরিরক্ষণ করত, সকলের আদরের ধন হইয়াছিলেন। আহা! সেই পদ্মপলাশলোচনের পদপঙ্কজের যে কত গুণ, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? যে পাদপদ্মে জাহ্নবী জন্ম গ্রহণ করিয়া জগৎপাবনী হইয়াছেন। যে পদকমল কালীয়ের মস্তকে চিহ্নিত থাকায়, তাহার চিরশত্রু বিনতানন্দনের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। যে ব্রহ্মর্ষি প্রদেশের মধ্য দিয়া সূর্য্যতনয়া কালিন্দী, জলময়ী হইয়া প্রবলরূপে প্রবাহিত হইতেছে, যাহার কাল নীর নবীন নীরদকেও নিরন্তর উপহাস করিয়া থাকে। যিনি সতত সদয় হইয়া, তরঙ্গরূপ বাহু প্রসারণ দ্বারা, পথশ্রান্ত পান্থদিগের ক্লান্তি শান্তি করিবার কারণ, সর্ব্বদা আহ্বান করিয়া থাকেন। যাহার তীরে হিন্তাল, তাল, তমাল, বকুল প্রভৃতি তরু সকলে শোভিত হইয়া ছায়া প্রদানে তপনতাপিত জনগণের সন্তাপ দূর করিতেছে; এবং পাদপ সকল ফলভরে অবনত হওয়াতে বোধ হইতেছে, যেন তাহারা নতশিরে, পান্থদিগের মর্য্যাদা প্রতিপালন করিতেছে। বকুল, ব্যাকুল হইয়া, পথিকের সর্ব্বাঙ্গে পুষ্প বর্ষণ ছলে, শত শত কুসুমহস্তে, যেন তাহাদের দেহের দুরিত মার্জ্জন করিতেছে। যথায় নির্জ্জনে একান্তমনে, অনশনে, স্থানে স্থানে সাধুবৃন্দ, গোবিন্দের পদারবিন্দ, সদানন্দে, হৃদ্ পদ্মে করপদ্ম সংস্থাপন করিয়া নিরন্তর ধ্যান করিতেছেন; যে পুণ্য ক্ষেত্রে, নরগণ অসার সংসার পরিত্যাগ করণানন্তর, সারাৎসারকে প্রাপ্ত হইবার জন্য, সত্যব্রতসাধু সমূহের সহিত অবস্থিতি করিতেছে। যে জগদ্বিখ্যাত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে, পাণ্ডববিজয় কেবল পাণ্ডবনাথের প্রবল বুদ্ধি কৌশলকেই হেতুভূত করিয়া রাখিয়াছে, এবং যাঁহার একমাত্র সহায়তাতেই পাণ্ডবগণ, যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ, বীরাগ্রগণ্য কুরুসেনাপতিগণকে নিধন করিয়া জগন্মণ্ডলে জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। যে রণভূমি রণশোণিতে সুশোভিত হইয়া, নবোঢ়া বালার ন্যায় পট্টবাস ধারণ করিয়াছিল। যে রণে ধার্ম্মিকপ্রবর জিতেন্দ্রিয় ভীষ্ম, শর শয্যায় শয়ন করিয়া শরীর পতন করেন; ঈদৃশ শোভাশালী পবিত্র ধাম ব্রহ্মর্ষি

প্রদেশে কেশরীবীর্য্য নামে এক শ্রীশক্তি সম্পন্ন পরাক্রমশালী নর-
পতি ছিলেন।

রাজা, ধৈর্য্যগুণে বিভূষিত হইয়া, নিগুর্ণের অনুগ্রহের পাত্র
ছিলেন। তিনি স্বীয় ভুজবীর্য্যে বৈরিবধূদিগের হৃদয় হইতে রত্নহার
অপনীত করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে নয়নজলের হার রচনা করিয়াছিলেন।
তিনি স্মরহরের ন্যায় জিতমন্মথ হইয়া, নিজ স্ত্রী ব্যতীত অন্য স্ত্রীতে
কটাক্ষপাতও করিতেন না; বলিতে কি, তাঁহাকে দানে কর্ণ ও ধর্ম্মে
ধর্ম্মরাজতুল্য, কোপে কৃতান্ত ও বুদ্ধিতে বৃহস্পতি সদৃশ, এবং বলে
অনিল ও প্রতাপে অনল সমান বলিলেও অত্যুক্তি বোধ হয় না। যে
রাজার যশশ্চন্দ্রমা ত্রিজগতে আলোক প্রদান করিয়া, সকলের আনন্দ-
কুমুদ বিকসিত করিত; যাঁহার কীর্ত্তিকিঙ্করী বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া
নারায়ণের অঙ্কলক্ষ্মীকে আনয়ন করত প্রদান করিয়াছে; কমলা,
স্বভাবতঃ চঞ্চলা হইলেও, নরপতির নির্ম্মলগুণে নিতান্ত বশীভূত হইয়া,
রাজভবনে স্থিরভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। যে কিঙ্করী ভয়ে
ভব ভীত হইয়া, সপত্নী সতীকে স্বীয় অঙ্কে লুক্কায়িত করত, হরগৌরী-
রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। পাছে, কীর্ত্তিকিঙ্করী প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে
লইয়া প্রস্থান করে, এই ভয়ে পদ্মযোনি চতুরানন ধারণ করিয়া,
সচকিতে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেন। সমদর্শী সুধাকরের ন্যায় রাজা,
দাক্ষিণ্য প্রভৃতি নৃপগুণে সকলকে সমভাবে সমাদর করিতেন।

চন্দ্রপ্রভা নাম্নী রাজার এক মহিষী ছিলেন। তিনি অতি রূপবতী ও
গুণবতী, বয়ঃক্রম অনূ্যন পঞ্চবিংশতি, বিশুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় শরীরের
বর্ণ, চমরী বিনিন্দিত কৃষ্ণবর্ণ চাঁচর কেশ, অতিশয় ঘন, নবঘন সদৃশ,
নিতম্ব পর্য্যন্ত পতিত, আয়ত লোচনদ্বয়, তিলফুল তুল্য নাসিকা,
কম্বুর ন্যায় গ্রীবাদেশ; ভ্রূযুগের তুলনা খুঁজিয়া মিলেনা, স্মরের
শরাসনও লজ্জা পায়; স্বর মধুর, স্বভাব অতি নম্র; ওষ্ঠাধর বিম্ব-
ফলের ন্যায়, প্রতিনিয়তই রাজার মানসবিহঙ্গকে সুধারসপানে
লোলুপ করিত। কুচগিরি অতিশয় কঠোর নয়, উন্নত অথচ পীন ও

কোমল, উপরি চুচুকরূপ কাল ষট্পদ থাকায় বিকসিত স্বর্ণকমল বলা যাইতে পারে; প্রফুল্ল না হইলে উৎফুল্ল হইয়া অলি কেন মধুপানে মত্ত হইবে; ভুজদ্বয় শিরীষ কুসুমাপেক্ষাও সুকুমার, মৃণালের সঙ্গে সমান হইতে পারিত, যদি তাহাতে কণ্টক না থাকিত। অঙ্গুলি সকল বোধ হয়, চম্পককলিকায় নির্ম্মিত; তিনি এরূপ ক্ষাণ কোদরী, যে কটিদেশ বায়ুহিল্লোলে ভগ্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, তবে যে ভগ্ন হয় না সে কেবল রাজার শুভাদৃষ্ট বলিতে হইবে। উরুযুগল করিকর ও রামকদলীর সঙ্গে সাদৃশ্য হইত, যদ্যপি উভয়ে উষ্ণতা ও শীতলতা দোষে দূষিত না থাকিত। রাজ্ঞী চন্দ্রাননী বটেন, কিন্তু কলঙ্করহিত; গমন গজেন্দ্র-গমন সত্য, কিন্তু তাহা হইতেও মৃদু। আহা! পদপঙ্কজেরই বা কি শোভা! নৃপজায়া যখন কোন স্থানে গমন করিতেন, তখন বোধ হইত, যেন পদারবিন্দ, স্থলারবিন্দের শোভা সংহৃত করত পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিতেছে। যেমন জলধরের সৌদামিনী, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ও গিরি-রাজের মেনকা, সেইরূপ কেশরীবীর্য্যের চন্দ্রপ্রভা। তিনি সীতা ও সাবিত্রীর ন্যায় সাতিশয় পতিপরায়ণা হইয়া, পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পরা-কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এবং সতত স্বনাথের পদসরোজ শুশ্রূষা করিয়া কতই যে সুখানুভব করিতেন, তাহা বচনাতীত। প্রজারা মনে মনে বিবেচনা করিত, গোলোকপতি গোলোক পরিত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ন্যায়পরায়ণ রাজার প্রধান মন্ত্রীর নাম প্রজ্ঞানিধি। তিনি রাজ্যভারতরণীর কর্ণধার, ধৈর্য্যের ধাম, সত্যের গুরু ও সিন্ধুর ন্যায় গম্ভীরপ্রকৃতি ছিলেন। নৃপতি তাঁহার বাক্যের একান্ত বশম্বদ হইয়া, তদীয় পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য্য করিতেন না।

রাজবাটী অতি মনোহর, অতি বিস্তীর্ণ, সুদীর্ঘ প্রাকারে পরিবেষ্টিত। প্রাকারের উপরিভাগ এরূপ অর্দ্ধমণ্ডলাকার ভাবে বিনির্ম্মিত, যে দূর হইতে দেখিবামাত্র, বোধ হয় যেন উহা এক বৃহৎ হরিদ্বর্ণ উপলখণ্ড হইতে খোদিত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক উহা প্রস্তর-

নির্ম্মিত নহে, কেবলমাত্র মৃত্তিকায় গঠিত ও নবীন চুর্ণায় আচ্ছাদিত; তবে যে উহা প্রস্তরনির্ম্মিত বলিয়া দর্শকের ভ্রান্তি জন্মাইয়া থাকে, সে কেবল নির্ম্মাতার অসাধারণ বুদ্ধিকৌশল ও পারদর্শিতার পরিচয়। ঐ প্রাকারের শিরোভাগে স্থানে স্থানে শ্বেত, পীত, নীল ও লোহিত প্রভৃতি নানা বর্ণের মন্দিরাকৃতি খোদিত উপলখণ্ড সংস্থাপিত আছে; দূর হইতে দর্শনমাত্র উহাদিগকে হিমাদ্রিশৃঙ্গ বলিয়া প্রতীতি জন্মে। ঐ সকল প্রস্তরখণ্ডের শিরোপরি বিশুদ্ধ হেমনির্ম্মিত কলস সকল গ্রথিত রহিয়াছে। দিবাসমাগমে দিবাকরকরসংযোগে, কলসবৃন্দ এরূপ তেজোরাজি উদ্গীরণ করে, যে তদ্দর্শনে বিদ্যুন্মালার প্রখর জ্যোতিঃ, দীপশিখার নিকট খদ্যোতালোকের ন্যায় বোধ হয়। নিশাগমে কলসজ্যোতিঃ অনেক অংশে তিরোহিত হয় বটে, কিন্তু রাহুগ্রস্ত পূর্ণ শশধরের ন্যায়, ম্লান মরীচি দ্বারা দর্শকের আনন্দদায়ী হইয়া থাকে, কলস সমূহের শিরোদেশে লোহিতবর্ণ পতাকা সকল, মারুতহিল্লোলে মরীচিমালায় মুহুর্মুহুঃ বিকম্পিত হইয়া, চট্ চট্ শব্দ করিয়া উড্ডীন হইতেছে, দেখিলে বোধ হয় যেন, রাজাজ্ঞার বশম্বদ হইয়া, ধ্বজবৃন্দ সমাগত নানাদেশীয় প্রজাকুলকে করসঞ্চালন দ্বারা রাজবাটী দেখাইয়া দিতেছে ও শব্দদ্বারা আহ্বান করিতেছে। প্রাকারের দিকত্রয় সুরম্য ও অতি গভীর পরিখায় পরিবেষ্টিত। দক্ষিণ দিকে কালিন্দী অবিরল কল কল শব্দে তরঙ্গজাল বিস্তার পূর্ব্বক প্রবাহিত হইতেছে; দিগদ্বয়ের পরিখা যমুনার সহিত যোজিত হওয়াতে বোধ হয় যেন দুর্জ্জয় শত্রুহস্ত হইতে রক্ষার জন্য কালিন্দী ভুজ প্রসারণ দ্বারা রাজভবন আপন হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে।

রাজবাটী প্রবেশদ্বারের নাম সিংহদ্বার। ইহা অতি উৎকৃষ্ট শ্বেতবর্ণ প্রস্তরে প্রস্তুত, এবং ভাস্করের কারুকরিত্ব এতদূর প্রকাশিত, যে তদ্দর্শনে ইদানীন্তন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অট্টালিকার কারুকরিত্ব লজ্জা পায়। পাঠক মহাশয়! রাজশ্রেষ্ঠ রাজা কেশরীবীর্য্যের ঈদৃশ ঐশ্বর্য্যশালী, নয়নতৃপ্তিকর ও চিত্তবিনোদন ভবন দর্শনে যদি মানস

হইয়া থাকে, তবে আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনার পথদর্শক হইব। সিংহদ্বার অতিক্রম করিলেই প্রথম প্রকোষ্ঠ। ইহার অভ্যন্তরে হরিদ্বর্ণ নবীন দুর্ব্বাদলসমাকীর্ণ বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র। ঐ ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত একটী প্রশস্ত পথ আছে। ঐ পথের বিপরীতভাগে ভল্লাকার দ্বিহস্তপরিমিত রজতদণ্ডের বেষ্টন। ঐ বেষ্টনের ধারে ধারে কদম্ব, পারিজাত, ও বকুল প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ পল্লবিত ও কুসুমিত হইয়া গন্ধবহসংযোগে গন্ধ বিস্তারকরত রাজ[illegible] আমোদিত করিতেছে। মধুমক্ষিকা সকল গুণ্ গুণ্ স্বরে গান করত মহা[illegible]দে এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বসিয়া পরম সুখে মধুপান করিতেছে। কোকিল শাখাসীন হইয়া মোহন স্বরে গান করিতেছে; অলিকুল মধুপানে মত্ত হইয়া অনবরত গুণ্ গুণ্ শব্দ করায় বোধ হইতেছে যেন, মহারাজের মঙ্গলসূচক গান করিতেছে।

তৎপরে দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ। ইহার মধ্যে ভীষণাকার বলবান্ পুরুষেরা, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া বিশেষ সতর্কতা সহকারে দ্বাররক্ষা করিতেছে। কাহার হস্তে শাণিত অসি, কাহার হস্তে তরবারি, কেহবা ধনুর্ব্বাণধারী, কেহবা নারাচধারী। সরল পাঠক! অগ্রসর হও ভয় পাইও না। এই অস্ত্রধারী ভীষণাকার পুরুষেরা রাজেন্দ্রের দ্বাররক্ষী। ইহাদিগকে দর্শন করিয়া ভয় পাইওনা। ন্যায়পরায়ণ পরমদয়ালু রাজা কেশরীবীর্য্য, জনসাধারণের চিত্তবিনোদনার্থই, জগতের যাবতীয় মনোহর ও অদ্ভুত বস্তু সকল বহু প্রয়াসে একত্রীকৃত করিয়াছেন। অগ্রসর হও, আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ও অভিনব সামগ্রী ও [illegible]ব জন্তু দর্শনে, দর্শনেন্দ্রিয়ের চিরসার্থকতা সাধন কর। ঐ দেখ, কোন স্থানে গো, মেষ, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি পশুসমাকীর্ণ পশুশালা, কোন স্থানে সারস, কলহংস, ময়ূর, শুক, শারিকা প্রভৃতি পক্ষিসমাকীর্ণ পক্ষিশালা, কোথাও বা সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার প্রভৃতি হিংস্র জন্তুদিগের দৃঢ় নির্ম্মিত বাসগৃহ।

অনন্তর তৃতীয় প্রকোষ্ঠ। সম্মুখে কেমন অপূর্ব্ব চতুষ্কোণ

সরোবর। সরসীর নির্ম্মল জলে বহুবিধ মৎস্য সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে. কোথাও বা রাজহংসীগণ দলবদ্ধ হইয়া, বঙ্কিম গ্রীবায় নির্ভয়ে মহানন্দে বিচরণ করিতেছে। সরোবরের দুইটী বাঁধা ঘাট, উভয় ঘাটের উপর শ্বেত প্রস্তরের এক একটী মন্দির। মন্দিরাভ্যন্তরে ত্রিগুণাত্মক, পরমকারুণিক ভূতভাবন ভবানীপতি ভগবান্ ত্রিলোচনের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। শত শত উদাসীন ও ব্রহ্মচারী তথায় বসিয়া নেত্র নিমীলন পূর্ব্বক, কেহবা স্তুতিপাঠ, কেহবা গায়ত্রীপাঠ, কেহবা রুদ্রাক্ষমালা ধারণ পূর্ব্বক ইষ্ট চিন্তা করিতেছেন। তাঁহাদের পরিধান বল্কল, শরীরে ভস্মলেপন, গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা, ও মুখে সর্ব্বদা বম্ বম্ শব্দ নিঃসারিত হইতেছে। তাঁহারা এরূপ প্রশান্তমূর্ত্তি, যে দর্শন করিলে অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হইয়া শান্তিরসে শিক্ত হয়। সরোবরের চতুর্দ্দিকে অপূর্ব্ব উদ্যান। উদ্যান সর্ব্ববিধ পাদপে পরিপূর্ণ। কোন স্থানে আম্র, কাঁঠাল, দাড়িম্ব প্রভৃতি রসাল ফলে পরিশোভিত বৃক্ষ নিচয়, কোথাও বা গুম্বজাকৃতি বৃক্ষ সকল পল্লবিত ও কুসুমিত হইয়া এরূপভাবে স্থাপিত হইয়া রহিয়াছে, যে তাহাদের স্কন্ধ ও মূলদেশ কোন ক্রমে দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহাদিগকে দেখিবামাত্র বোধহয় যেন, দেবী বসুন্ধরা, স্বপতি কেশরীবীর্য্যকে উপহার দিবার নিমিত্ত পুষ্পের গুচ্ছ তুলিয়া দিতেছেন। উদ্যান মধ্যে পৃথিবীর সকল প্রকার বৃক্ষলতাদি থাকাতে সকল সময়েই কোন বৃক্ষ পুষ্পিত, কোন বৃক্ষ মুকুলিত, কেহ ফলভরে অবনত, কাহারও বা ফল পক্কাবস্থায় পরিণত হইতেছে। সুতরাং উদ্যানের শোভা সকল সময়েই সমান। যাঁহারা উদ্যানটী একবার নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারাই ঋতু সমুদায়ের যুগপৎ আবাসস্থান কোথায় বলিতে পারেন।

চতুর্থ প্রকোষ্ঠে রাজার সঙ্গীতশালা; সম্মুখে এক অতি সুদীর্ঘ রমণীয় অট্টালিকা। অট্টালিকার উপরিভাগে আরোহণ করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে সোপান চতুষ্টয়। সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ শত শত ব্যক্তির সমাগমে, অট্টালিকা সর্ব্বদাই আনন্দকোলাহলে পরিপূর্ণ। কেহ

তানপুরা লইয়া সঙ্গীত সমালোচন করত শ্রোতাদিগের শ্রুতিযুগলে সুধাবর্ষণ করিতেছে, কোন গৃহে বা দিব্যবসনা, রতিনিন্দিত পূর্ণযৌবনা নর্ত্তকীরা নৃত্য করিতেছে। নাট্যশালার পার্শ্বভাগে এক অপূর্ব্ব মন্দির। ঐ মন্দির মধ্যে মণিময় সিংহাসনে, নীলনিভা, অসিকরা, দিগম্বরা, রক্তাক্তনয়না, জগন্মাতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। তথায় ব্রাহ্মণেরা কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে চণ্ডীপাঠ, কেহবা স্তুতিপাঠ, কেহবা দেবীর সহস্র নাম পাঠ করিতেছেন। মন্দিরের অন্তর্বাহিরে বহুমূল্য রত্নাদি সজ্জিত রহিয়াছে। দেবীর চতুর্দ্দিকে পদ্মরাগ ও নীলকান্তমণি প্রভৃতি বহুমূল্য রত্নরাজি খচিত হওয়ায়, মন্দির সর্ব্বদা সৌদামিনীপূর্ণ বোধ হয়। দিবানিশি ধূপ, ধুনা, গুগ্‌গুল প্রভৃতি সুগন্ধ বিস্তৃত হওয়াতে দেবীর আলয় সর্ব্বদা সুগন্ধময় ও শান্তিপ্রদ। ফলতঃ স্থানটী এরূপ সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী, যে উহা ইন্দ্রালয় কি ধ্রুবলোক, কি বৈকুণ্ঠধাম কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না।

এইবার রাজবাটীর পঞ্চম প্রকোষ্ঠ। এস্থানে এত জনতা কেন? কই এরূপ ত অপর কোন প্রকোষ্ঠে দেখিলাম না; কেনই বা নানাদেশীয় নানাবিধলোক ব্যস্তসমস্ত হইয়া ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে। ইহাদের অনেকেরই হস্তে না কাগজ পত্র? পাঠক মহাশয়! এক্ষণে বুঝিয়াছেন, এটী মহারাজের বিচারালয়। কালান্তক যমোপম অসংখ্য প্রহরী, শাণিত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া, যে মণ্ডলাকার অট্টালিকার দ্বার রক্ষা করিতেছে, বলিতে পারেন, ও স্থান এরূপ দৃঢ়তররূপে পরিরক্ষিত কেন? ক্ষণকাল শ্রবণ করুন দেখি, ঠিক যেন মুদ্রাপতনের শব্দ শ্রুতি গোচর হইতেছে, এটী রাজার কোষাগার। ইহার অনতিদূরেই বিচারালয়। এই গৃহের উপরিভাগে অতি মনোহর মেঘবর্ণের চন্দ্রাতপ। চন্দ্রাতপের মধ্য দেশে, উজ্জ্বল কাঞ্চন রজতসূত্রাদি দ্বারা নানা প্রকারে চিত্র বিচিত্র থাকাতে, অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে। উহার চতুর্দ্দিকে মুক্তা-পংক্তি সকল মন্দ মন্দ মারুতহিল্লোলে দোলায়মান হওয়াতে, মুক্তা নিঃসৃত জ্যোতির্ব্বিন্দু এক

একবার গৃহ উজ্জ্বল করিতেছে, ও পরক্ষণেই আবার তিরোহিত হইতেছে, দেখিলে বোধ হয়, যে গৃহমধ্যে গর্জ্জনশূন্য ক্ষণে ক্ষণে সৌদামিনী প্রকাশ হইতেছে ও গৃহটী হাস্য করিতেছে। চন্দ্রাতপের নিম্নভাগে মনোহর সিংহাসন। সিংহাসন মণি মাণিক্য প্রবালাদি দ্বারা রচিত। তাহাদের উজ্জ্বল প্রভায় সভামণ্ডপ, অসংখ্য দীপজাল পরিবৃত বলিয়া বোধ হয়। সিংহাসনের উভয় পার্শ্বে, রজত-সিংহাসনোপরি বিবিধ বিদ্যা ও শাস্ত্রবিশারদ, বহুদর্শী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা উপবিষ্ট হইয়া অমাত্যের কার্য্য করিতেছেন। মহারাজ বহুমূল্য রত্নরাজিখচিত পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক মণিময় সিংহাসনে আসীন হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন। ভৃত্যেরা কেহবা শিখিপুচ্ছ বিনির্ম্মিত বৃন্ত ও চামর দ্বারা ব্যজন, কেহবা সুগন্ধ দ্রব্য দ্বারা সভা আমোদিত করিতেছে। বস্তুতঃ রাজসভা এরূপ মনোহর ও সমৃদ্ধিশালী, এবং নানা শাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তিগণে সুশোভিত, যে যাহারা মহারাজের সভা কখন নয়নগোচর করে নাই, তাহারাই মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভার গৌরব ও যশোকীর্ত্তন করিয়া থাকে। বিচারভবনের অনতিদূরেই কারাগৃহ। তথায় রাজাজ্ঞার বশম্বদ হইয়া লৌহনিগড়াবদ্ধ অসংখ্য অপরাধী ব্যক্তিরা স্ব স্ব কৃতাপরাধের ফল ভোগ করিতেছে। বিকটাকার দীর্ঘকায় প্রহরীরা কারাগার রক্ষা করিতেছে। তাহারা মধ্যে মধ্যে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে অকারণ প্রহার করিতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে কালান্তকের স্মরণ হয়। ঐ নরাধম রক্ষকদিগের শরীরে দয়ার লেশ মাত্র নাই, সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি নাই, মনুষ্যের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা তাহারা পরিজ্ঞাত নহে। অধীনস্থদিগকে প্রহার করাই তাহাদের কৌতুক ও আমোদের বিষয়। অশ্লীল-বাক্য-প্রয়োগ করাই তাহাদের মধুরালাপ; ভয়প্রদর্শন ও প্রতারণাপূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করাই তাহাদিগের ব্যবসায়। পাষণ্ডদিগকে দেখিলে মনে ঘৃণা জন্মে,

কথা কহিলেও শরীরে পাপস্পর্শ হয়। পাঠক মহাশয়! আপনি ইহাতে কি মহারাজের প্রতি কুপিত হইয়াছেন? ইহাতে রাজার কোন দোষ নাই। রাজা কিছু স্বচক্ষে কোন বিষয়ই দর্শন করেন না; এ সকল কর্ম্মচারীদের দোষ। যাহাই হউক, এখান হইতে চলুন, এ পাপ স্থানে আর থাকার আবশ্যক নাই, হৃদয় শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে।

ষষ্ঠ প্রকোষ্ঠে রাজার বিশ্রামভবন ও বিদ্যামন্দির। বিশ্রাম-ভবন অতি রমণীয়, বলিতে কি, তাহাতে প্রবেশ করিলে, বোধ হয় যেন তুষারগৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বহির্দ্দেশ হইতে বিশ্রাম-ভবনকে একমাত্র অখণ্ড প্রকাণ্ড ভবন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ইহা নানা খণ্ডে অতি সুকৌশলে নির্ম্মিত। কোন স্থানে বহুবিধ নয়নমনতৃপ্তিকর সামগ্রী পরিপূরিত ও সুবর্ণ পর্য্যঙ্কপরিশোভিত মহারাজের শয়নগৃহ, কোন গৃহে রত্নাদি খচিত রাজপরিচ্ছদ সকল শোভা পাইতেছে, কোন স্থানে রাজভোগোপ-যোগী বহুবিধ সুখসেব্য খাদ্যদ্রব্য, প্রচুররূপে বহুমূল্য কাঞ্চনপাত্রে সজ্জিত রহিয়াছে। ফলতঃ এরূপ অপরূপ বিশ্রামভবন, কোন কালে কোন রাজার ছিল কিনা, সন্দেহ। উত্তমগৃহ উপমাস্থলে, অনেকে ইন্দ্র-ভবন উল্লেখ করিয়া থাকেন, কিন্তু সে কেবল যাঁহারা মহারাজ কেশরীবীর্য্যের বিশ্রামভবন দেখেন নাই। বিদ্যামন্দিরও প্রীতিপ্রদ এবং দর্শনরঞ্জক। দেশবিদেশীয় অগাধবুদ্ধিশালী, সুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণ সমাকীর্ণ। গৃহে সর্ব্বদাই শাস্ত্রালোচনা ও বিদ্যাচর্চ্চা। বিদ্যানুরাগী রাজা কেশরীবীর্য্য অশেষ যত্নে ও অধ্যবসায়ে তাঁহার সময়ের যাবতীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া বিদ্যামন্দিরে রাখিয়াছেন ও তদ্দ্বারা বিদ্যার্থীদের বিদ্যোপার্জ্জনের পথ সুগম করিয়া দিয়া-ছেন। ফলতঃ বিদ্যামন্দির দর্শন করিলে, রাজা যে অশেষ বিদ্যাবিশারদ ও গুণগ্রাহী তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না। এই প্রকোষ্ঠের শেষ ভাগে এক অপূর্ব্ব নবরত্ন, নবরত্নের অভ্যন্তরে

মণিময় সিংহাসনোপরি বিশ্বগুরু রাধামদনমোহন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত; সে মোহনমূর্ত্তি সন্দর্শনে শরীরের পাপরাশিবিমোচন এবং মন অনিত্য সংসারসুখ পরিহারপূর্ব্বক নিত্যপথে যাইতে অভিলাষী হইয়া থাকে। পাঠক মহাশয়! অগ্রসর হউন, এবং ভক্তিভাবে ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া জন্ম সার্থক করুন। আহা! কি আশ্চর্য্য শোভা; মূর্ত্তির সম্মুখে ব্রাহ্মণেরা কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া কেহবা তাঁহার সহস্রনাম জপ, কেহবা শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠ করিতেছেন; কেহবা সচন্দন তুলসীপত্র করে লইয়া তাঁহার সেই ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাঙ্কিত পাদপদ্মে ভক্তিভাবে প্রদান, কেহবা করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া স্তব করিতেছেন। এই পবিত্র স্থান দর্শন করিলে শান্তিরসে শরীর সিক্ত হয়। তৎপরে রাজবাটীর সপ্তম প্রকোষ্ঠ, পাঠক মহাশয়! বুঝিয়াছেন, যদি বুঝিতে পারিয়া থাকেন তবে এই স্থান হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করুন, এটী রাজার অন্তঃপুর।

হে জগদীশ্বর! তুমি যে কি মোহিনী মায়া এই মহীমণ্ডলে বিস্তার করিয়া রাখিয়াছ, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে। তোমার এই প্রপঞ্চের মূলীভূত পঞ্চভূতের অদ্ভুত ব্যাপার সকল অনুভূত হইলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। আহা! এই নশ্বর চরাচরে কাহারে কি আকারে সৃষ্টি করিয়াছ, কাহার সাধ্য প্রাণান্তেও তাহা বুঝিতে পারে। তত্তাৎপর্য্য এ পর্য্যন্ত কেহই অবধারণ করিতে পারে নাই। হে সর্ব্বভূতসমদর্শিন্! তুমি সর্ব্বময় হইয়া সর্ব্বভূতে সর্ব্বরূপে বাস করিতেছ। হে মঙ্গলময়! তোমার কৃপার অপার মহিমা। মাদৃশ অনভিজ্ঞজনে কিরূপে তাহা বর্ণনা করিবে। কোন উপায়ই সদুপায় বলিয়া গণ্য হয় না, কিছুতেই মানবক্ষোভ নিবৃত্ত হয় না। যতই চিন্তা করা যায়, মন ততই নব নব ভাবে প্রপূরিত হইতে থাকে। কোন মতেই তাহার শান্তি হইবার উপায় নাই, বিশেষ চেষ্টা করিয়াও জগতে কোন কালে, কেহই স্থির করিতে পারে নাই। তুমি কি এক অচিন্তনীয় অভিপ্রায়ে এই অসীম ভূমণ্ডলের সৃষ্টি করিয়াছ, তাহা অনেক বহুদর্শী তত্ত্ববিৎ

মহর্ষিগণও বহুতর ভ্রমসঙ্কুলে কিছুই নির্ণয় করিতে পারেন নাই, আমরা কি শক্তি চালনায় তাহার আলোচনা করিব। কেবল এই একমাত্র ভরসা করি, তোমার কৃপাকটাক্ষে সকলই সম্পন্ন হইতে পারে। তুমি এই অনিত্য অখিল সংসাররূপ নাট্যশালার অধিকারী হইয়া রঙ্গভূমিতে জীবগণকে লইয়া যে কতই রঙ্গ করিতেছ, তাহা তুমিই জান। তুমি ভিন্ন কাহার সাধ্য, তাহা অনুধাবন করে। এই অসার সংসাররঙ্গাঙ্গনে, কোন ব্যক্তি সুখরূপ কাকনখচিত বসনে শোভিত হইয়া মহানন্দে বিচরণ করিতেছে, কেহবা দুঃখরূপ মলিন ও ছিন্নবাসে, নয়ননীরে ধরাতল অভিষিক্ত করিয়া, হা জগদীশ্বর! হা জগদীশ্বর! বলিয়া রোদন করিতেছে। কোন ধনী ধনমদে প্রমত্ত ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া কত শত দীনহীন লোকদিগকে কষ্ট দিতেছে, কেহবা সেই ধন দ্বারা দীনের দীনতা নাশরূপ আশিঃ-পুঞ্জ একত্রিত করিয়া স্বর্গের সোপান প্রস্তুত করিতেছে। কোন মানব বিচিত্র হর্ম্ম্যোপরি, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় অঙ্কশায়িনীরূপা প্রাণাধিকা প্রণয়িণীকে লইয়া রসালাপে যামিনী যাপন করিতেছে, কেহবা সামান্য পর্ণকুটীরে, মৃত্তিকাশয্যায় মহিলাকে লইয়া দুঃখালাপে রজনী কাটাইতেছে। কেহবা অমূল্য ধন পুত্রধনে ধনী হইয়া জন্ম সার্থক বিবেচনা করত, হৃদয়াকাশে আনন্দশশীকে স্থান দিতেছে, পরক্ষণেই আবার পুত্রধন প্রতিপালনে ঈশ্বর আমাকে অক্ষম করিয়াছেন, এই চিন্তামেঘ আসিয়া সেই শশীকে সমাচ্ছন্ন করিতেছে। কোন মানব বা সমস্ত সুখের অধিপতি হইয়াও ধনশ্রেষ্ঠ পুত্রধনে বঞ্চিত হইয়া সংসার অসার বোধ করিতেছে। হে জগদীশ! তুমিই [illegible], তুমিই কৌশলময়, কাহার সাধ্য তোমার মায়া বুঝিতে পারে।

এক দিন মহারাজ কেশরীবীর্য্য বহুমূল্য মণি মাণিক্য-খচিত রত্ন-সিংহাসনে, সুধীর পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, নক্ষত্রমণ্ডলমাঝে শশীসম বিরাজ করিতেছেন। সভার শোভার সীমা নাই। কেহ

বা রাজার গুণ কীর্ত্তন করিতেছে, কেন সভ্য স্বধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানাবিধ উপদেশ দ্বারা রাজার শ্রবণযুগলকে সন্তুষ্ট করিতেছেন। এইরূপে নানা শাস্ত্র ও বিদ্যার চর্চ্চা হইতেছে, এমন সময়ে অনৈক সুধী মনুশাস্ত্র সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী লইয়া তর্ক করিতে করিতে সহসা "পুন্নাম্নো নরকাৎ যস্মাত্ত্রায়তে পিতরং সুতঃ" অর্থাৎ পুন্নাম নরক হইতে পুত্র ভিন্ন পিতাকে কেহ উদ্ধার করিতে সমর্থ নহে এবম্বিধ বাক্য উচ্চারণ করিলেন। বাক্যটী রাজার হৃদয়ে বাজিল। মুখমণ্ডলে চিন্তার লক্ষণ লক্ষিত হইল। শারদীয় পূর্ণ শশধরকে হঠাৎ মেঘে আচ্ছন্ন করিল। শান্তিসুধা-ভাণ্ডে সন্দেহ-হলাহলের সংস্পর্শ হইল। এই নিদারুণ বিষময় বাক্যশঙ্কু রাজার শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অশেষ প্রকারে যন্ত্রণা দিতে লাগিল। দুর্ভাবনা-রাক্ষসী শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি গুণ সকলকে এক কালে গ্রাস করিল। করকমলে মুখকমল বিন্যস্ত করিয়া ঈষৎ বক্রিমভাবে যেন কি ভাবিতে লাগিলেন। সময় পাইয়া মলিনতা-রাহু রাজার মুখ চন্দ্রিমাকে গ্রাস করিল। সন্তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস মধ্যে মধ্যে নাসিকা হইতে নির্গত হইতে লাগিল।

সভাসদগণ গাঢ় নিবিষ্ট হইয়া তৎকালোপযোগী স্ব স্ব কার্য্য-সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। রাজা যেন সে রাজাই নহেন, সে স্ফূর্ত্তি নাই, সে মধুরতাও নাই, অনতিপূর্ব্বে যে অনুপম কান্তিতে সভা আলোকময় হইয়াছিল, তাহাও নাই। নাসিকার উপরিভাগে অল্প অল্প ঘর্ম্মবিন্দু, সুধাংশুবদন বিরস, নয়নকমল নীরে ঢল ঢল। রাজা রোদন করিতেছেন; অজ্ঞাতসারে, পাছে কেহ বুঝিতে পারে। চক্ষের জল চক্ষেই নিবারণ করিতেছেন; সদাই অন্য-মনস্ক, যেন একমনা হইয়া কি ভাবিতেছেন. ভাবিবার ত কিছুই দেখিনা, ঈশ্বর ত তাঁহাকে সকল বিষয়েই সুখী করিয়াছেন; তাঁহার ত কিছুরই অভাব নাই, তবে কি জন্য এত চিন্তা, কেনই বা এরূপ ভাব, বৈষয়িক চিন্তা, তাহাই বা কেমন করে, রাজার ত সকল রাজার সহিত

সখ্যভাব, সকলেই তাঁহার অনুগত, সকলেরই নিকট তাঁহার মান, রাজ্যের সর্ব্বত্রই শান্তি বিরাজিত, আর তাহা না হইলেও বিষয়-সম্বন্ধে কোন কথা হইলে অমাত্যদিগের নিকট অবশ্যই বিদিত থাকিত; তবে কি বন্ধুবিয়োগ, না তাহাও নহে, বিরহ-বেদনা, রাজা বিরহ কাহাকে বলে তাহাও পরিজ্ঞাত নহেন। রমণী-রত্ন চন্দ্রপ্রভা ছায়ার ন্যায় অণুক্ষণ রাজার নিকটে অবস্থিতি করিতেন। চন্দ্রপ্রভা রাজার হৃদয়াকাশের শশীসম। কলঙ্কহীন পূর্ণ শশীসম সর্ব্বদাই পূর্ণোদয়; দিবানিশি ভেদ নাই। দিবাভাগে চন্দ্র দর্শন করা যায় বটে, কিন্তু আভাহীন; এ সেরূপ চন্দ্র নহে, সর্ব্বদাই জ্যোতির্ম্ময়, যাহা হউক এত বিরহও নহে। তবে এত শোক কি জন্য, কি জন্যই বা এত ভাবনা? কৌতুহল, ক্ষান্ত হও, ক্ষণকাল পরেই জানিতে পারিবে মহারাজ কি কারণে বিষণ্ণতাকে আশ্রয় করিয়াছেন।

সভাস্থলে সহসা রাজাকে ঈদৃশ অবস্থাপন্ন অবলোকনে, মন্ত্রীবর কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, হে রাজন্! অধীন জনের বাক্য প্রিয়ই হউক বা অপ্রিয়ই হউক, প্রভুর তাহা শ্রবণে স্থান প্রদান করা কর্ত্তব্য। মাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তির মুখ হইতে সতত হিতকর ও মনোহর বাক্য নিঃসৃত হওয়া অসম্ভব। হে ভূপতে! কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আপনাকে সদানন্দ দর্শন করিয়াছি, সহসা সে ভাবের ভাবান্তর কেন? সদানন্দে নিরানন্দ কেন? নির্ম্মল শারদীয় গগণে অকস্মাৎ মেঘের উদয় কেন? ভবাদৃশ পুরুষার্থশালী তিগ্মতেজা ব্যক্তির ঈদৃশ ভাবান্তর সামান্য কারণে কখনই সম্ভবেনা। তুচ্ছ তৃণাগ্নিতে কি গম্ভীর বারিধির বারি উত্তপ্ত হয়? সামান্য অনিলাঘাতে কি উন্নত অচলের শৃঙ্গ ভগ্ন হইতে পারে? লোষ্ট্র নিক্ষেপণে নিরনিধি আন্দোলিত হয় না। হে নরেশ! আপনার বিরস বদন অবলোকন করিয়া আমাদের চিত্তমাতঙ্গ অতিশয় অধীর হইয়াছে; মনোগত ভাব প্রকাশরূপ অঙ্কুশ দ্বারা সুস্থ করিলে পরম পুলকিত হই। সামান্য ব্যক্তি দ্বারাও সময় বিশেষে মহতের উপকার সাধিত

হইয়া থাকে ; পাশাবদ্ধ পশুরাজ সিংহও সামান্য মূষিক হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। হে ক্ষিতীশ! অধীনজনের নিকট মনোগত ভাব প্রকাশ করুন। আমরা প্রাণপণে তাহার প্রতীকার চেষ্টা করিব। নিজ প্রাণ দিয়াও প্রভুর ইষ্ট সাধন করা কিঙ্করের কর্ত্তব্য, তাহাই যদি না পারিলাম তবে এ অনিত্য জীবনে কি প্রয়োজন। অনুগত সমীপে অন্তরের কথা ব্যক্ত করিলেও কথঞ্চিৎ কষ্টের লাঘব হয় ; তাহাদের দ্বারা সদুপায়ও স্থির হইতে পারে। অতএব হে নরনাথ! সবিনয়ে নিবেদন, সরল হৃদয়ে স্বীয় হৃদয়ের কথা প্রকাশ করিয়া আমাদের উৎকণ্ঠাকুলিত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।

রাজা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক হস্তের দ্বারা অশ্রুজল মার্জ্জনা করত অতি মৃদুস্বরে সচিবকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, হে মন্ত্রি! তুমি যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিলে সকলই সত্য ও নীতিগর্ভ। অদ্য সভাতে পণ্ডিত মহোদয় হইতে আমি একরূপ জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়াছি। অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত হইয়া অদ্য হইতে আমার হৃদয়াকাশে জ্ঞান প্রভাকরের অভ্যুত্থান হইল। পুত্র ব্যতীত পিতার উদ্ধার নাই। যেরূপ জলশূন্য সরোবর ও ফলহীন তরুবর, পুত্রশূন্য সংসারও তদ্রূপ। ভাবী ভাবনা এত দিন আমার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। আমার রাজ্য, আমার ঐশ্বর্য্য, আমার দেহ, আমার অট্টালিকা, আহা! কেবল আমার আমার করিয়াই এতকাল অতিবাহিত করিয়াছি! চক্ষু মুদিলে যে কি হইবে একবারও মনে ভাবি নাই। যে ধনে, যে রাজ্যে ও যে দেহে এত মায়া ও এত যত্ন, প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে যে, সে সকল কাহার হইবে ক্ষণকালও তাহা চিন্তা করি নাই। ভাবিতাম বুঝি চিরকালই বাঁচিতে হইবে। কিন্তু এখন সমস্তই বিশেষরূপ বুঝিয়াছি, যে আমার রাজ্য পরের জন্য, আমার ধনসঞ্চয় পরপোষণার্থ। পূর্ব্ব জন্মে না জানি কতই কুকর্ম্ম করিয়াছিলাম, কত লোকেরই বা পুত্রনাশ করিয়াছিলাম, তাহা না হইলে

আমি পুত্রধনে বঞ্চিত হইব কেন? আমি কুলের কুলাঙ্গার জন্মিয়াছি। আহা! আমা হইতেই বংশনাশ হইল; মহাপাতকী এরূপ বিশাল রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া নির্ম্মল কুলতরু নির্ম্মূল করিল। বুঝিলাম ঈশ্বর নির্ব্বংশ শব্দটী আমার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অথবা তাঁহারই বা দোষ কি, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ; আমি নিজ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছি। প্রাক্তন জন্মে যদি পুণ্য সঞ্চয় করিতাম তাহা হইলে কখনই নিরপত্যতারূপ বিষম দাবদাহে দগ্ধ হইতে হইত না। আমি নরাধম, ধিক্ আমার রাজ্যে! ধিক্ আমার ঐশ্বর্য্যে! ধিক্ আমার জীবনধারণে! সংসার ত পুত্রধন লইয়া, নিরপত্য হইয়া রাজ্যৈশ্বর্য্যের আবশ্যক কি? অরণ্যই তাদৃশ ব্যক্তির উপযুক্ত স্থান, তপস্যাই তাহার ব্রত, ফলমূলই জীবনোপায়। হা অদৃষ্ট! এত দিনে আমার স্বর্গীয় পিতৃলোকদিগের পিণ্ডবিচ্ছেদ হইল। উঃ! আর সহ্য হয় না, প্রাণ! তুমি বহির্গত হও এ পাপ দেহে আর কেন? অথবা আমার সংস্পর্শে তুমিও পাপমলি হইয়াছ; নতুবা কেন এই অপবিত্র দেহ হইতে বাহির হইতেছ না। হা বিধাতঃ! আমার ঈদৃশ দশা দর্শন করিয়াও কি তোমার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইতেছে না? বুঝিলাম, তুমি নিদারুণ তোমার হৃদয় পাষাণময়; আশ্রমতরু ফলবান্ না হইলেও কি স্নেহ বশতঃ তাহাতে জল সেক করে না। *যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবঋণ, দান দ্বারা ঋষিঋণ এবং পুত্র দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধিত হইয়া থাকে। হা জগদীশ্বর! আমি কি এত অপরাধী যে চিরকালের জন্য আমাকে ঋণজালে জড়ীভূত থাকিতে হইল। হে মন্ত্রি! এক্ষণে সমস্ত বুঝিলেত? আমি আর সংসারে থাকিব না, সংসার আমাকে আর ভাল লাগে না। সাংসারিক কোন বস্তুতে আমার লালসাও নাই। আমি সংসারসুখে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। আমার সকল আশাই মিটিয়াছে, এক্ষণে মনন করিয়াছি তোমার হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া অরণ্যে গমন পূর্ব্বক অবশিষ্ট জীবন ঈশ্বরআরাধনায় ক্ষেপণ করিব। তুমি অদ্য হইতে

আমার ন্যায় রাজকার্য্য সকল পর্য্যবেক্ষণ করিবে। তুমি রাজা হইবে, কিন্তু দেখিও যেন ধনমদে মত্ত হইয়া কুপথগামী হইও না; সূক্ষ্মদর্শী ও ন্যায়ানুগত হইয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিবে। মন্ত্রীকে এবম্বিধ উপদেশান্তে রাজা সভাস্থ সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সভা ভঙ্গ হইল। ঐ সঙ্গে সভাসদ্গণের হৃদয়ের শান্তিরও ভঙ্গ হইল। প্রজাকুল ভাবী ভাবনায় শোকাকুল। রাজা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনগামী হইবেন, আমাদিগকে কে আর প্রতিপালন করিবে, কে পুত্রবৎ স্নেহ করিবে, বিপদকালে কাহারইবা শরণাগত হইব, নিরন্তর এই ভাবনায় শোকাকুল। রাজপুরী শ্রীভ্রষ্টা হইবে, শত্রুকুল বর্দ্ধিততেজ হইয়া প্রজাপীড়ন করিবে, এমন স্বর্ণভূমি উচ্ছিন্ন যাইবে, অবিরত এই ভাবনায় শোকাকুল। রাজা হইয়া কিরূপে শ্বাপদশঙ্কুল ভীষণ বনে ভ্রমণ করিবেন, ফলমূলাহারী হইয়াই বা কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন, কি রূপেই বা প্রচণ্ড তপনতাপ কোমল শরীরে সহ্য করিবেন, অনুক্ষণ এই ভাবনায় শোকাকুল। হায় রে বিধে! তোমার মনে এই ছিল, এমন নূতন রকমের নিদারুণ বাদসাধা কোথায় শিখিয়া ছিলে। যদি জানিতে শেষে বনবাসী করিব, তবে এরূপ রাজ্য ভোগ করাইবার আবশ্যক ছিল কি? রাজা হইয়া কি বনবাস সম্ভবে? অতি সুখের পর অতি দুঃখ বড়ই অসহ্য। কোথায় রাজ্য সুখ, কোথায় বনবাস দুঃখ। স্বার্থপর প্রজাপীড়ক রাজারা যে সুখ অনুভব করিয়া থাকেন এত সে সুখ নহে, তাহাকেত প্রকৃত সুখ বলে না। ন্যায়পরায়ণতা ও প্রজাবৎসলতা প্রভৃতি সদ্গুণে যে সুখরাশি সম্ভূত হয়, এ সেই সুখ, সেই সুখই অনুপম সুখ। ইহার হ্রাস নাই, বিনাশও নাই। নিত্য নূতন ভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। রাজাত কোন সুখেই বঞ্চিত নহেন? অসীম ঐশ্বর্য্য, প্রবল প্রতাপ, দেশবিদেশে খ্যাতি, প্রজাগণসমীপে আন্তরিক ভক্তি, আবার সংসারের সকল সুখের সার এক পরমরূপবতী পতিপরায়ণা

রমণীরত্ন তাঁহার প্রণয়িণী। এত সুখেও অসুখ। হা জগদীশ্বর! এত দিনে বুঝিলাম, সকল সুখেরই সীমা আছে। এত দিনে বুঝিলাম এ জগতে প্রকৃত সুখ নাই। হা নৃপতে! একবারে আমাদের মায়া-মুক্ত হইলে, একবার মনেও ভাবিলেন, যে আমাদের দশা কি হইবে। হে নরেশ! বুঝিলাম যে তোমার স্নেহ, তোমার মমতা, তোমার ন্যায়-নিষ্ঠা, তোমার প্রজাবৎসলতা, তোমার সরলতা, তোমার প্রিয়-হৃদতাই আমাদের কাল হইল। তুমি আমাদের প্রতি যদি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে, তাহা হইলেত আমাদিগকে এত কষ্ট সহ্য করিতে হইত না। তখনি মনকে প্রবোধ দিবার সামগ্রী থাকিত, মনও প্রবোধ মানিত। অথবা তোমার দোষ কি, সকলই আমাদের অদৃ-ষ্টের দোষ, তাহা না হইলে তুমি আমাদিগকে ত্যাগ করিবে কেন? দুর্লভ রত্নভোগ কি কখন দরিদ্রের অদৃষ্টে সম্ভবে? ফলতঃ প্রজা-দিগের দুঃখের সীমা রহিল না। রাজপুরী হাহাকারময় হইল।

এ দিকে মহারাজ কেশরীবীর্য্য হীনবীর্য্য হইয়া বিষণ্ণ-বদনে ও সন্তাপিতান্তঃকরণে অন্তর্ভবনে প্রবেশ করিলে, মহিষী, মহীপতির মর্য্যাদা সংরক্ষণে তৎপরা হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক করপুটে অভ্যর্থনা করত রাজার দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিয়া সুবর্ণময় পর্য্যঙ্কোপরি সমাদরে ও সহাস্যবদনে বসাইলেন; কিন্তু রাজার মুখে সে প্রেমসম্ভাষণও নাই, সে সুধাময় হাস্যও নাই, সে রহস্যরস-মিশ্রিত বাক্যও নাই, সে উজ্জ্বল কমণীয় কোমল কান্তিও নাই। রাজমহিলাত ইহার মর্ম্ম অবগত নহেন! যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার বিন্দু বিসর্গও জানেন না! আহা! নিরপত্যতারূপ আশীবিষ সহসা যে রাজাকে ভয়ঙ্কর ভাবে দংশন করিয়াছে, রাজ্ঞীত তাহার কিছুই অবগত নহেন! বিষের জ্বালা না হইলে সুবর্ণের ন্যায় শরীর নীলবর্ণ কেন? রাজার ঈদৃশ অশুভসূচক আকৃতি অবলোকন করিয়া রাজ্ঞী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে রহিলেন। প্রফুল্ল অন্তর সংশয়কালকূটে পরিপূর্ণ হইল। আনন্দ-শশী চিন্তামেঘে আবৃত হইল। মহিষী সন্দেহদোলায় দুলিতে

লাগিলেন। অনিষ্টাশঙ্কায় দেহ কাঁপিতে লাগিল। কই আমিত কখন রাজার নিকট কোন অপরাধে অপরাধিনী নহি? অবশ্যই ইহার কোন কারণ আছে। অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া, কাতর-বচনে ও সজল নয়নে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, নাথ! অন্য দিন যেরূপ দর্শন করি, আজ সেরূপ বিরূপ কিজন্য? বিম্বাধরাভ্যন্তরে বিশুদ্ধ মুক্তা-হারের ন্যায় দশন-শ্রেণী প্রকাশ পাইতেছে না কেন? আগমন মাত্র যে অপাঙ্গবান এ অধিনীর মানস-বিহঙ্গকে বিদ্ধ করিত, সে বান আজ নিমীলিত-নয়নতূণে স্থাপিত কেন? যে নীলোৎপলনয়ন নিরন্তর নীরশূন্য সে কেন আজ ধারাধরের ধারার ন্যায় অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছে? যে কমণীয় শরীর সর্ব্বদা সুশীতল থাকিত, কি জন্য সে দেহ হইতে আজ স্বেদবিন্দু পতিত হইতেছে? রাজ্ঞী বিনম্র-বচনে ও বাষ্পাকুললোচনে এত বিনয় করিলেন, কিছুতেই রাজা বাক্য বিন্যাস করিলেন না। যাঁহার কেবল মাত্র মলিন-বদন দেখিলে রাজার অসুখের সীমা থাকিত না, সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় দর্শন করিতেন, কিছুই ভাল লাগিত না, আজ রাজা তাঁহার দুঃখ-পরি-পূরিত হৃদয়বিদারক অতি কাতর বচনেও বধির হইলেন। তাঁহার অজস্র অশ্রুপাতেও হৃদয় আর্দ্র হইল না।

অনন্তর যখন রাজ্ঞী দেখিলেন, রাজা নিতান্তই কথা কহিলেন না, তখন অমনি অবনীপতি-নন্দিনী শোকাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া রোদন করিতে করিতে প্রবল-পবনাহত-লতার ন্যায় ভূতল-শায়িনী হইলেন। প্রাণনাথের যুগলপদ করকমলে ধারণ পূর্ব্বক নয়নকমলে চরণকমল ভাসাইতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন সরোজদ্বয় সরোবরে ভাসমান হইল। রাজ্ঞী কহিলেন, নাথ! আর আমি যে আপনার কষ্ট দর্শন করিতে পারি না। আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। হৃদয়বল্লভ! আমিত আপনার পাদ-পদ্মে কখন কোন দোষ করি নাই। এক দিনের জন্যও অপ্রিয়-বাক্য প্রয়োগ করি নাই। কখন আপনার কথা উল্লঙ্ঘনও করি

নাই। অধিনীকে যখন যে আজ্ঞা করিয়াছেন, তদ্দণ্ডে তাহা সম্পাদন করিয়াছি। প্রতিদিনত অন্তরের কথা প্রকাশ করিয়া থাকেন, জীবিতেশ্বর! বলুন দেখি, তবে আজ কেন মনের ভাব প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন? কি জন্যই বা কিঙ্করীকে প্রতা-রণা করিতেছেন? হে প্রিয়তম! বলুন, আর যাতনা সহ্য হয় না; প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে, বহির্গত হইবার আর বিলম্ব নাই।

একে রাজার কলেবরে নিরপত্যতারূপ শোকানল প্রবিষ্ট হইয়া নিরন্তর দগ্ধ করিতেছিল, তাহাতে আবার প্রাণাধিকা প্রেয়সীর মনে কষ্টরূপ ঘৃতাহুতির সংস্পর্শ হওয়ায় প্রবলবেগে অধিকতর যন্ত্রণা দিতে লাগিল। যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায়, রাজা রাজ্ঞীকে সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক মৃদুমধুরস্বরে বলিলেন প্রিয়তমে! রোদনে ক্ষান্ত হও, শোক সম্বরণ কর। আমি নিজের কষ্ট অনায়া-সেই সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তোমার কষ্ট প্রাণান্তেও দেখিতে পারি না। এক্ষণে গাত্রোত্থান কর এবং আমার শোকের কারণ যদি শুনিতে একান্তই উৎসুক হইয়া থাক, বলি শুন। প্রাণাধিকে! এত দিন আমি সংসারজালে আবদ্ধ হইয়া ভবিষ্যৎ চিন্তা কিছুই করি নাই। অদ্য সভামণ্ডলে জনৈক সুধীর উপদেশবাক্যে আমার মায়াতামসী বিনষ্ট হইয়া বৈরাগ্য-প্রভাকরের উদয় হইয়াছে। "পুত্রহীন নর পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার হয় না" এই বাক্যশেল আমার অন্তরে দৃঢ়রূপে পরিবিদ্ধ হওয়ায় তাহার যন্ত্রণায় দেহ-পতন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তবে যদি কখন সেই পরাৎপরের আরাধনা দ্বারা এই দুরপনেয় নিরপত্যতাশেল দূরীকৃত হয়, তাহা হইলেই এ রাজ্যধন ও জীবনে প্রয়োজন; নতুবা এ পাপ প্রাণে কোন আবশ্যক নাই। এক্ষণে তুমি বিশুদ্ধ মনে ভবনে থাকিয়া ভবানীর ভাবনা কর। আমি অদ্য শেষ রজনীতে ঈশ্বরারাধনায় অরণ্যে গমন করিব। যদি কখন সেই জগদ্বন্ধু করুণাসিন্ধুর বিন্দুমাত্র কৃপাপাত্র হইতে পারি, যদি কখন সফলমনোরথ হই, যদি কখন

অমূল্য-ধন পুত্রধন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই, যদি কখন দীননাথ দীনের দুঃখ দর্শন করিয়া দয়া প্রদর্শন করেন, তাহা হইলেই পুনরায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ লাভ হইবে, নতুবা তোমার নিকট হইতে এজন্মের মত বিদায় লইলাম।

রাজার কুলিশপাতোপম ঈদৃশ বাক্যশ্রবণে রাজ্ঞী শোকাবেগ সম্বরণ করিতে অসমর্থা হইয়া, অতি করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, নাথ! এরূপ মর্ম্মভেদী বাক্য প্রয়োগ করা অপেক্ষা অধিনীকে একবারে বধ করা শত গুণে ভাল ছিল। হৃদয়েশ! এরূপ নিদারুণ বাক্য প্রয়োগ করিবেন না। বলুন দেখি, আপনি ঈশ্বরারাধনায় গমন করিলে আমি ত্বদীয় বিচ্ছেদানলে দহ্যমানা হইয়া কিরূপে শূন্য গৃহে বাস করিব? নাথ! আপনি যে আমার জীবন-সর্ব্বস্ব, প্রাণ হইতেও শ্রেষ্ঠ, আমি যে আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। শয়নে, স্বপনে যে আপনার ঐ মোহন মূর্ত্তিই আমার ধ্যান। প্রাণ-বল্লভ! হৃদয়ক্ষেত্র যদি খুলিয়া দেখাইবার হইত, দেখাইতাম যে উহার মধ্যে আপনার মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। আপনি ভিন্ন এ ভবন যে আমার পক্ষে ভুজঙ্গভবন সদৃশ হইবে। আপনাকে লইয়াইত আমার সুখ। এরূপ নিদারুণ বাক্য কোন্ প্রাণে মুখ হইতে নির্গত করিলেন! আমি যে আপনার চিরসঙ্গিনী, তাহা কি একবারে ভুলিয়া গেলেন! প্রাণেশ! আপনি কি মনে করেন আমি আপনার বিরহ সহ্য করিয়া ভবনে থাকিব! উদ্বন্ধনে বা অনশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয় তাহাও স্বীকার, তত্রাপি গৃহে থাকিব না। অবলা কুলবালাদের যে পতি ভিন্ন গতি নাই। পতিই তাহাদের ধ্যান, পতিই তাহাদের জ্ঞান। পতির সুখে সুখী এবং পতির দুঃখে দুঃখী হওয়া, পতির আজ্ঞা প্রতিপালন এবং সতত পতির চরণ সেবা করা সতী স্ত্রীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তবে নাথ! কোন্ অপরাধে আমাকে আপনার চরণসেবা হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন? বনভ্রমনে অধ্বশ্রমে ক্লান্ত হইয়া যখন আপনার মুখকমল

হইতে স্বেদবিন্দু নির্গত হইবে স্বীয় বসনাঞ্চলে মুছাইয়া দিয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিব। যখন নিদ্রাতুর হইবেন উরুযুগলকে উপধান করিয়া আপনাকে উপহার দিব। নাথ! এই সকলইত আমার সুখ, আমি এইত প্রার্থনা করি; যে নারী নারায়ণের ন্যায় স্বীয় পতিকে ভাবনা করে, সে অন্তে অনন্তলোকে গমন করে। প্রাণনাথ! আপনি কি জানেন না, পাতিব্রত্যই স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম? পতিপরায়ণা সতী পতি ভিন্ন আর কাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকে? মাধবীলতা সহকার তরুকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। আরও দেখুন জনক-রাজনন্দিনী জানকী রামচন্দ্রের অনুগামিনী হইয়া বনে বনে বন্য-ফলাশনে বহুকষ্টে চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যটন করিয়াও কিছুমাত্র কষ্টা-নুভব করেন নাই, বরং মনের সুখেই কাল যাপন করিয়াছিলেন। পুণ্যশ্লোক মহারাজ নল অদৃষ্টবৈগুণ্যে রাজশ্রীভ্রষ্ট হইয়া, স্বীয় সহধর্ম্মিনী বিদর্ভরাজনন্দিনী দময়ন্তীর সহিত বহুকাল অরণ্যে মহা-কষ্টে যাপন করেন। কিন্তু স্বামী সঙ্গে থাকায়, সাধ্বী সে ক্লেশ, সুখ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। অতএব নাথ! অনুমতি করুন, আমিও আপনার অনুগামিনী হই। চন্দ্র গমন করিলেই কৌমুদী তাহার সহগামিনী হয়। মেঘ নীলাম্বর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেই সৌদামিনী তাহার সঙ্গিনী হইয়া থাকে। অধিক কি ছায়া কি কখন দেহ ছাড়া থাকিতে পারে? নাথ! যদি একান্তই অধিনীকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন, তবে ক্ষণকাল বিলম্ব করুন, আমি আপনার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করি, আমার মৃত দেহ বামে রাখিয়া অরণ্যযাত্রা করুন, তাহা হইলে কখন কোন অমঙ্গল ঘটিবে না। পাঠক মহাশয়! চন্দ্রপ্রভা রমণীরত্ন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। কেমন, তাহা এক্ষণে সপ্রমাণ হইল কি না? দেখুন, প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া পতির মঙ্গলানুষ্ঠানে উদ্যতা। ধন্য রাজা কেশরীবীর্য্য! বহু পুণ্যে এরূপ গুণবতী ভার্য্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রত্ন, সকল ভাগ্যে ঘটে না।

রাজার হৃদয় গলিল, রাজ্ঞীর তাদৃশ অর্থপ্রপূরিত অমৃতময় বাক্যে রাজার হৃদয় গলিল। কহিলেন, প্রিয়তমে! যাহা কহিলে সকলই সত্য, কিন্তু রাজমহিষী হইয়া যোগিনীবেশে কি তোমার বনগমন সম্ভবে? তুমি চিরসুখিনী কি জন্য দুঃখিনীর ন্যায় আমার অনুগামিনী হইতে অভিলাষিনী হইয়াছ। হায়! আমি এ দেহে প্রাণ থাকিতে কিরূপে তাহা দর্শন করিব! একে তুমি রাজকুল-সম্ভূতা, কখন কোন জ্বালা সহ্য কর নাই, সুখ ভিন্ন দুঃখ কাহাকে বলে জাননা, তবে কিরূপে ভীষণ অরণ্যে যাইতে উদ্যতা হইয়াছ? তুমি পতিপরায়ণা বটে, কিন্তু অকারণে এ নরাধমের সহিত যাইয়া কেন কষ্ট পাইবে? কি জন্যই বা এমন কোমল কলেবরকে ক্লেশ দিবে? হে জীবিতেশ্বরি! এই সকল কারণেই তোমাকে বনগমনে বারম্বার নিবারণ করিতেছি। হে বনা-ভিলাষিনি! বনগমনে ক্ষান্ত হও, পুনঃ২ বলি, বনবাসের আশা পরিত্যাগ কর। বন কাহাকে বলে তুমি অদ্যাবধি তাহাও পরি-জ্ঞাত নও। তাহাই বা কিরূপে জানিবে, তুমি রাজকন্যা, তোমার অঙ্গ পতঙ্গেও দেখিতে পায় না। চন্দ্রাননি! বনবাসের যে কত কষ্ট তাহা প্রকাশ করিয়া তোমায় কি কহিব। হে পতিপরা-য়ণে! যদি একান্তই আমার অনুগামিনী হইতে বাসনা হইয়া থাকে এবং বনবাসের অসহনীয় কষ্ট সকল সহ্য করিতে সক্ষম হও, তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই শীঘ্র গাত্রোত্থান কর। ঐ দেখ রজনী শেষপ্রায় হইয়াছে; পৃথ্বী ঝিল্লীরবে প্রপূর্ণা, বৃক্ষোপরি বিহঙ্গমগণ মধ্যে২ সুমধুর ধ্বনি করিতেছে, যোগীগণ যোগাসন হইতে উত্থিত হইয়া জগদীশ্বরের গুণগান করিতে২ যমুনাভিমুখে গমন করিতেছেন, অতএব আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে।

অনন্তর রাজা ও রাজ্ঞী অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলে, বোধ হইল, যেন চন্দ্র চন্দ্রিকার সহিত রাজ্যরূপ গগন পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যরূপ অস্তাচলে গমন করিলেন। কিয়দ্দূর গমনান্তর যামিনী

প্রভাত। হইল। রজনী যেন দম্পতির দুঃখ দর্শন করিতে না পারিয়াই নিহাররূপ অশ্রুপাতচ্ছলে রোদন করিতে করিতে স্বস্থানে গমন করিলেন। পথের পার্শ্বস্থিত পাদপ সকল ফলভরে অবনত থাকায়, বোধ হইতেছিল, যেন তাহারা নতশিরে নরেন্দ্রকে নমস্কার করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে মন্দ মন্দ মারুত-হিল্লোলে উন্নত শাখী-শাখা সকল আন্দোলিত হইয়া যেন তাহারা শিরশ্চালনে রাজাকে বন গমনে বারম্বার নিষেধ করিতেছে। যখন রাজা পথশ্রমে ক্লান্ত হইতে লাগিলেন, সমীরণ অমনি শীতল ভাবে সঞ্চালিত হইয়া রাজা ও রাজ্ঞীর সেবা করিতে লাগিল। কিন্তু হইলে কি হয়, তাঁহাদের ত কখন পথচলা অভ্যাস নাই, পথশ্রম জন্য অশেষ প্রকারে কষ্ট পাইতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে কখন কুশাঙ্কুর কোমল পাদতলকে ক্ষত বিক্ষত করিতেছে, কখন বা প্রস্তর সম কঠিন মৃত্তিকা সংস্পর্শে শোণিত ধারা পতিত হইয়া অস্থির করিয়া তুলিতেছে। কোন সময়ে উন্নত ভূমিতে উঠিতে উঠিতে সহসা চরণ স্খলিত হইয়া ভূতলশায়ী হইতেছেন; অল্পক্ষণ পরেই আবার ধরাসন ত্যজিয়া মন্দগতিতে গমন করিতেছেন। আহা! রাজা ও রাজ্ঞীর তাৎকালিক অসহ্য ক্লেশ দর্শন করিলে পাষাণময় হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়, অতি নির্দ্দয় নিষ্ঠুরের অন্তরেও দয়ার সঞ্চার হইয়া থাকে। সময় পাইলে কেহই ছাড়েনা। এমন দুঃসময়ে আবার নির্দ্দয় দিনমণি চন্দ্রাননী চন্দ্রপ্রভার প্রভায় লজ্জিত ও বিমোহিত হইয়া বাল্যভাব পরিহার করণানন্তর বিষসম বিষম যৌবন-মার্গে অধিরোহণ পূর্ব্বক বিকটাকার দশন বিস্তার করিল এবং প্রচণ্ড কর দ্বারা বনচারিনী রাজনন্দিনীর কোমল শরীর স্পর্শ করিয়া অশেষ প্রকার যাতনা দিতে লাগিল। এদিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় অত্যুত্তপ্ত বালুকাকণা সকল রক্তোৎপল সম পদতল দগ্ধ করিতে লাগিল। ঘর্ম্মজালে পরিধেয় বসন আর্দ্র হইল, নাসিকা হইতে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস নির্গত হইতে লাগিল। সময় পাইয়া

পাপীয়সী পিপাসাপিশাচী আসিয়া আবার রাজ্ঞীর কণ্ঠ রোধ করিল।

কোমলাঙ্গী যখন পথশ্রমে একান্ত ক্লান্ত ও দারুণ পিপাসায় অস্থির হইলেন, আর চলিতে পারেন না, তখন মহারাজাকে বিনম্র বচনে ও কাতর স্বরে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! আরত আমি বাঁচিনা, আমার প্রাণ যায়, এক পা চলিতেও অক্ষম, জল দিয়া জীবন রক্ষা করুন। হৃদয়নাথ! আমার হৃদয় ক্রমে শুষ্ক হইয়া আসিতেছে, বুঝি এত দিনে আপনার চরণসেবায় বঞ্চিত হইলাম। প্রাণনাথ! এ কি হইল চক্ষে দেখিতে পাই না কেন, জগৎ অন্ধকারময় বোধ হইতেছে, চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিতেছি, প্রিয়সখী রজনী কি আবার সমাগতা হইল। কই তাহাও ত নহে, তাহা হইলে কিরণ উষ্ণ হইবে কেন! অনিল অনল শিখা বহন করিবে কেন! হৃদয় বল্লভ! জলাভাবে বুঝি জীবনবিহগ দেহপিঞ্জর হইতে প্রস্থান করে। হে জীবিতেশ্বর! আর কষ্ট সহ্য হয় না শীঘ্র জীবন দিয়া জীবনরক্ষা করুন। কাতরস্বরে এই কথা বলিতে বলিতে রাজ্ঞী মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিতা হইলেন।

রাজ্ঞীকে হঠাৎ মূর্চ্ছিতা ও ভূতলে পতিতা দেখিয়া রাজা আর শোকাবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। হা হতোঽস্মি বলিয়াই অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন, প্রিয়তমে! তখনইত বলিয়াছিলাম, আমার সঙ্গে বনগামিনী হইও না, বনবাসের অশেষ কষ্ট তোমার কোমলাঙ্গে সহ্য হইবে না, তখনইত বলিয়াছিলাম দুর্গমপথগমন-যন্ত্রণায় কাতর হইতে হইবে। রাজমহিষী আমি কি তোমায় তখন বলি নাই, যে ভীষণ বিপিন মধ্যে গমন করিলে তোমার জীবনসংশয় হইবে। তুমি কিছুতেই আমার কথা শুনিলে না, কত বুঝাইলাম, কিছুতেই শুনিলে না, অনাথিনী ও দুঃখিনীর ন্যায় আমার সঙ্গিনী হইলে। প্রিয়ে! তোমায় ধন্য, তোমার পতিভক্তিকেও ধন্য, পতির জন্য বিপিনে আসিয়া অনাথার ন্যায় প্রাণ হারাইলে। হায়! এখন কি করি, কি উপায়েইবা প্রিয়তমার প্রাণ রক্ষা করি,

কি রূপেইবা মূর্চ্ছাপনোদন করি, কেমন করিয়াইবা হতচেতনা প্রেয়সীর চৈতন্য সম্পাদন করি, কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিতেছি না। এ ভীষণ মনুষ্যসমাগমশূন্য পথমধ্যে কোন স্থানেত জল পাইবার সম্ভাবনা নাই। তবে কি এত দিনের পর বন মধ্যে জলাভাবে প্রেয়সীকে হারাইলাম, স্বহস্তে এমন স্বর্ণপ্রতিমা বিসর্জ্জন দিলাম, হায়! আমি কি নিষ্ঠুর, কি পাষণ্ড, হা পতিমনমোহিনি! হা বনবাসসঙ্গিনী! তোমার মনে কি এই ছিল, যদি এমন মনে জানিতাম, যে তুমি পতিসঙ্গে আসিয়া পথে প্রাণত্যাগ করিবে, এবং আমাকে দুঃখার্ণবে ভাসাইবে, তাহা হইলে এ হতভাগ্য কখনই তোমাকে বনবাসে সঙ্গিনী করিত না। এই কি তোমার কর্ত্তব্য, এই কি তোমার ভালবাসা, এই কি তোমার অচলা পতিভক্তি, তুমি অনায়াসে আমাকে পরিত্যাগ করিলে। মূর্চ্ছা কি তোমার এতই প্রিয়পাত্রী, সে কি তোমার এতই অনুরাগের ধন, যে তাহাকে লইয়া পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছ? প্রিয়ে! তুমি সর্ব্বদা বলিতে আমার হৃদয়মন্দিরে কেহই বসিতে স্থান পায় না। এখন বুঝিলাম সে কেবল কথার কথা এবং মুখের ভালবাসা। আমি যদি তোমার প্রণয়ের পাত্র হইতাম, তাহা হইলে তুমি আমার সমক্ষে কখনই অনিষ্টকর অসাধু অচৈতন্যের সহিত সহবাস করিতে না। এত দিনে জানিলাম তুমি আমার নও, বনমধ্যে আগমন করিয়া আমায় ভাল পতিব্রতাধর্ম্ম দেখাইলে! পতিপরায়ণা স্ত্রীর পতির নিকটে এইরূপে কার্য্য করাই উচিত! যাহা হউক, প্রিয়ে! তোমার দুঃখ দেখিয়া আমার প্রাণ যায়। তুমি কি একবারে আমায় পরিত্যাগ করিলে! আর কি প্রেমপরিপূর্ণ প্রিয়বাক্যে প্রাণনাথ! বলিয়া ডাকিবে না। আর কি সহাস্য বদনে ও উল্লাসিত মনে অমৃতময় বাক্যে আমার শ্রবণযুগলকে সন্তুষ্ট করিবে না। প্রাণপ্রিয়তমে! লতাত বৃক্ষতেই থাকে ; বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া লতা কোথায় ধরাশায়িনী হয়। হায় রে হতবিধে! তোর কি বিচিত্র বিধি, তোর কি

হিতাহিত কিছুই বিবেচনা নাই, যে স্বর্ণময়ী প্রতিমা সুবর্ণময় পর্য্যঙ্কো-পরি সিতশয্যায় শয়ন করিতেন, তাঁহাকে আজ ধরণিশয্যায় শয়ন করাইলি। যে কুলকামিনীর কমনীয় অঙ্গ পতঙ্গেও দর্শন করিতে পাইত না, আজ তাঁহাকে কাননরূপ ভীষণ কৃতান্তকবলে কবলিত করাইলি। যে পতিপরায়ণা সতী সতত সুশীতল ও সুবাসিত সলিল পান করিয়া তৃপ্তি বোধ করিতেন, আজ তাঁহাকে বনমধ্যে আনিয়া জলাভাবে তাঁহার জীবন হরণ করিলি। যাঁহার সুকোমল শরীর সর্ব্বদা সুরম্য সৌধোপরি অবস্থিতি করিত, আজ তাঁহাকে অরণ্য মধ্যে আনিয়া প্রখর তপনতাপে হতচেতনা করিলি। যিনি মণিমাণিক্য-খচিত বহুমূল্য বসন পরিধান করিতেন, আজ কি না তাঁহার অঙ্গে কুরঙ্গচর্ম্ম। রে নির্দ্দয় বিধে! তোর বিধিকে ধিক্, তোর বিবেচনাকেও ধিক্। এইরূপে রাজা নানাবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। পশুপক্ষী এবং অচেতন পদার্থ সকলও তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইল। অনন্তর তাঁহার অনবরত নয়নবারি রাজ্ঞীর দেহে পতিত হওয়ায় ও উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা নিরন্তর ব্যজন করাতে রাজ্ঞীর নিমীলিতনেত্র উন্মীলিত এবং পার্শ্ব পরিবর্ত্তন হইল। তদ্দর্শনে রাজার হৃদয়স্থিত শুষ্ক আশাতরু মুঞ্জরিত হইল। ক্রমে বেলারও অবসান, সুমন্দশীতল সমীরণ সঞ্চালিত হইয়া সকলের শরীর স্নিগ্ধ করিতে লাগিল।

অনন্তর যখন রাজা দেখিলেন রাজ্ঞীর কিঞ্চিৎ সংজ্ঞালাভ হই-য়াছে, তখন আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। সকল যাতনাকে এককালে দেহ হইতে দূরীকৃত করিয়া প্রিয়াকে প্রিয় সম্ভাষণে কহি-লেন, প্রণয়িনি! বেলা অবসান হইয়াছে, আর এ জলশূন্য অরণ্য মধ্যে অবস্থিতি করা অবিধেয়। শুনিয়াছি অনতিদূরে ব্রহ্মানন্দ ঋষির আশ্রম, চল আস্তে আস্তে সেই আশ্রমাভিমুখে গমন করি। কান্তে! যদি একান্তই পদব্রজে গমন করিতে কষ্ট বোধ হয়, আমার স্কন্ধোপরি তোমার কোমল হস্ত আরোপিত করত

উভয়ে মন্দ মন্দ গতিতে গমন করি চল। গাত্রোত্থান কর, আর বিলম্ব করিওনা, কারণ এ অরণ্যানি, অনতিবিলম্বেই শ্বাপদ সকলের সমাগম সম্ভাবনা, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা অধিকতর কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। রাজ্ঞী, রাজার বাক্যে অন্য কোন উত্তর না দিয়া, নাথ তবে চলুন, এই বলিয়া পৃথিবী হইতে উত্থিতা হইলেন এবং রাজার স্কন্ধোপরি হস্তার্পণ করত মৃদুগমনে চলিলেন।

ক্রমে দিনমণি পঙ্কজিনীর প্রণয়সিন্ধু মন্থনে ক্লান্ত হইয়া বিরস-বদনে স্বস্থানে গমন করিতেছেন, প্রদোষকাল রক্তবাস পরিধান পূর্ব্বক সুখদায়িনী সুরজনীর প্রতিক্ষণ করিতে লাগিল, এমন সময়ে বিভাবরী মস্তকোপরি মনোহর উজ্জ্বল চন্দ্ররূপ কিরীট ধারণ করিয়া প্রিয়সখী তারাগণের সহিত দেখা দিল। পদ্মিনী প্রিয়বিরহে জলে মগ্ন হইতে উদ্যতা। তাঁহার ঈদৃশ দশা দর্শন করিবার নিমিত্তই যেন কুমুদিনী ঈষৎ ঘাড় তুলিলেন। সিতকরের কর গাত্রসংস্পৃষ্ট হওয়াতে, মুখ বিকসিত হইল-হাসি ধরে না। এই সকল দেখিতে দেখিতে রাজা ও রাজ্ঞী আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

পাঠক মহাশয়! রাজাত বনে আসিয়া উপস্থিত। রাজা ব্যতিরেকে রাজ্যের কিরূপ অবস্থা একবার দর্শন করুন? ব্রহ্মর্ষি প্রদেশে সুখসূর্য্যের অবসান হইয়াছে। রাজা রাজ্ঞী আজ বনবাসী। রাজ্যত্যাগ করিয়া, অতুল ঐশ্বর্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া, সংসারের মায়া কাটাইয়া, রাজা সস্ত্রীক আজ অরণ্যবাসী, সামান্য বেশে ও পদচারে অরণ্যবাসী। রাজপুরী অন্ধকারময়, রাজা ব্যতিরেকে অন্ধকারময়। সূর্য্য প্রস্থান করিলেই তমোময়ী নিশা দেখা দেয়। বহুজনসমাকীর্ণ, গীতবাদ্যান্দোলিত ও আনন্দকোলাহলময় আলোকপূর্ণ নাট্যভবন অভিনয়ান্তে যদ্রূপ অন্ধকারময় ও ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করে, রাজা ব্যতিরেকে রাজ্যও অবিকল তদ্রূপ ভাব ধারণ করিয়াছে। চপল-স্বভাব কৌতুকপ্রিয় বালক আমোদের নূতন সামগ্রী পাইলে প্রথমতঃ যেমন মহানন্দ ও আগ্রহের সহিত কখন বক্ষে ধারণ, কখন করপুটে

সংরক্ষণ করে কিন্তু একবার ভুলিয়া গেলে আর তাহার সে যত্ন থাকে না, ধুল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কোথায় পড়িয়া থাকে কিছুই অনুসন্ধান রাখে না, রাজা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ব্রহ্মর্ষি রাজ্যের দশাও তাহাই হইয়াছে। রাজ্য শ্রীভ্রষ্ট হইবে নাই বা কেন? রাজা ও রাজ্ঞী লইয়াইত রাজ্যের শ্রী। রাজলক্ষ্মী চন্দ্রাননী চন্দ্রপ্রভার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের সকল সুখতারাগুলিই অন্তর্হিত হইয়াছে। ফলতঃ কোশলাধিপতি রাজা রামচন্দ্র সহধর্ম্মিণী মৈথিলী সহ বনগমন করিলে কোশলরাজ্য যেরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল, রাজাকেশরী-বীর্য্যের সস্ত্রীক বনগমনে ব্রহ্মর্ষিরাজ্যও তাদৃশী দশায় উপনীত হইয়াছে।

এদিকে রাজা সস্ত্রীক উপবন দর্শন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। তপোবন মনোহর ও অনির্ব্বচণীয় শোভাশালী, অতি পবিত্র, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম বিরাজিত। বোধ হয় যেন পুরুষোত্তমের পুণ্যক্ষেত্র, যথায় জীবগণ গমন করিলেই পাপবিমুক্ত হয়, মন উল্লাসিত হইতে থাকে। মায়ামসী তিরোহিত হইয়া মানসপক্ষী মঙ্গলময় নিত্য সুখস্বরূপ মহীরুহে আরোহণ করিতে অভিলাষী হয়। দেহের দুর্দ্দান্ত রিপুসকল আর থাকে না, কেনই বা না হইবে, যেখানে সত্যনিষ্ঠ সাধু সকলের বাসস্থান, যেখানে তপস্যার প্রভা প্রকাশ পাইতেছে, যথায় দয়া, শ্রদ্ধা প্রভৃতি সদ্গুণ সকল জীবের দুরিত বিদূরিত করিবার জন্য অহরহ নিযুক্ত আছে, যে স্থান শান্তি-দেবী সতত সদয় ভাবে রক্ষা করিতেছেন, সে স্থান যে সকল সুখের নিদান হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি! কোথায় নানাবিধ তরুগণ মন্দ মন্দ মারুৎহিল্লোলে যোগীদিগকে স্নিগ্ধ করিতেছে, বৃক্ষোপরি অংশুমালীর অংশুবিক্ষিপ্ত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন সুবর্ণের পর্ণ সকল শোভা পাইতেছে। কদম্ববৃক্ষতলে কুরঙ্গগণ পরস্পর গাত্র কণ্ডুয়ন করত উপবিষ্ট, কোথাওবা নানাবিধ সুরভি পুষ্প বিকসিত হইয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করিতেছে। নির্ঝরের

ঝর ঝর শব্দ, কল্লোলিনীর কুল কুল ধ্বনি, বন্য পশু সকলের গভীর নিনাদ ও মধ্যে মধ্যে অলোকময়ী রজনী পাইয়া কোন কোন পক্ষীর সুললিত গান, এই সমস্ত একত্রিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন জগৎ যন্ত্রতাললয় সহকারে তপোবনে আসিয়া শান্তিদেবীকে সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করাইতেছে। এইরূপে রাজা ও রাজ্ঞী তপোবনের অলৌকিক শোভা সকল সন্দর্শন করিতে করিতে গমন করিতেছেন। এমন সময়ে অনতিদূরে একটী দীপশিখা দর্শন করিলেন। ঘোর জলদজাল সমাকীর্ণ অতি ভয়ঙ্করী বিভাবরীতে পরিশ্রান্ত ও পথভ্রান্ত পথিক হঠাৎ জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্রমা সন্দর্শনে যদ্রূপ আশাপ্রাপ্ত ও পুলকিত হয়, রাজা দীপশিখা দর্শনে তাদৃশী প্রীতিলাভ করিলেন। মনের উল্লাসে প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রাণাধিকে! ঐ যে দীপশিখা দেখা যাইতেছে বোধ হয় ঐ ব্রহ্মানন্দ মুনির আশ্রম। মুনিদের যোগে বসিবার সময় হইয়াছে অতএব কিঞ্চিৎ দ্রুতগমনে চল, যোগে বসিলে অদ্য আর তাঁহার সহিত দেখা হইবে না। রাজ্ঞী, রাজার বাক্যে সাহসে ভর করিয়া চলিতে লাগিলেন, ক্রমে আশ্রমে উপস্থিত, দেখিলেন গ্রহগণপরিবেষ্টিত প্রচণ্ডতপনের ন্যায়, এবং পর্ব্বতমধ্যগত শোভাশালী সুমেরুর ন্যায়, সেই জ্যোতির্ম্ময় যোগীবর শিষ্যসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিতে-ছেন। ঋষির বয়ঃক্রম অন্যূন সার্দ্ধশত, প্রতপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, পৃষ্ঠদেশে সুপক্কজটাভার পতিত; সুপক্কশ্মশ্রুরাজি হৃদয় পর্য্যন্ত লম্বমান, পরিষ্কৃত ও সুললিত; নাসিকা উন্নত, ভ্রূদ্বয় অতি দীর্ঘ ও সুবক্র ছিল, কিন্তু এক্ষণে লোলিতমাংস হওয়ায় আর সে ভাব নাই। নয়নযুগল কোটরস্থ, হৃদয়ে লোমাবলী বিরাজিত, পরিধেয় ব্যাঘ্রচর্ম্ম, গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা, নাভিস্থল পর্য্যন্ত পতিত। করে অক্ষমালা, স্বর অতি গম্ভীর অথচ মধুরতাময়। সবিতার ন্যায় শরীরের জ্যোতিঃ, মুখমণ্ডল সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ও শান্তির নিকেতন। তাঁহাকে দর্শন করিলেই ভক্তি হয়। দয়া ও ক্ষমা তাঁহার অন্তঃ-

করণের চিরভূষণ। কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া শিষ্যগণের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানাবৈষয়িক তর্ক বিতর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে রাজা ও রাজ্ঞী করযোড়ে তাঁহার নিকটে সমুপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করণান্তর নতশিরে দণ্ডায়মান হইলে, ঋষিবর রীতিমত আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর সচকিত নয়নে নরদম্পতির অলৌকিক অনুপম কমনীয় কোমল কান্তি সন্দর্শনে বিস্মিত ও কুতুহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আপনারা কে? কোথা হইতে সমাগত হইয়াছেন, যোগীর বেশে নারী সঙ্গে করিয়া এ রজনীতে আশ্রমে কিজন্য উপস্থিত? জন্মপরিগ্রহ করিয়া কোন্ বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন? যোগীর বেশ ধারণই বা কি জন্য? আত্ম পরিচয় প্রদানে পরিতৃপ্ত করুন।

ঋষির বাক্যাবসানে নরপতি কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিতে লাগিলেন, হে মুনিপুঙ্গব! আমি ব্রহ্মর্ষিদেশীয় রাজবংশজাত, আমার নাম কেশরীবীর্য্য। সঙ্গে আমার সহধর্ম্মিণী দুঃখিনী অনাথিনীর ন্যায় আমার অনুগামিনী হইয়াছেন। অনিত্য রাজ্যধনলালসা আমাদের হৃদয় হইতে এককালে দূরীকৃত হইয়াছে, সংসারের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছি। এক্ষণে অবশিষ্ট পাপজীবন ঈশ্বরারাধনায় ক্ষেপণ করিব, মনন করিয়াছি। সম্প্রতি বিভাবরী সমাগত হওয়ায় আপনার শরণাগত হইলাম, আশ্রয় প্রদানে উপকৃত করুন।

এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র যোগী যোগাসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সাদরসম্ভাষণে বলিলেন, হে রাজন্! আপনার সস্ত্রীক শুভাগমনে আজ আমার তপোবন পবিত্র হইল, আপনিও পরম পুলকিত হইলাম। তদনন্তর জনৈক শিষ্যকে কুশাসন প্রদান করিতে অনুমতি করিলেন। রাজা ও রাজ্ঞী পৃথক্ পৃথক্ আসনে আসীন হইলে ব্রহ্মানন্দঋষি গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, হে পৃথ্বিপতি! কি কারণে যোগীর বেশে দারা সহ কঠিন ব্রতে নিযুক্ত হইয়া-

ছেন। রাজন্ !এত আপনার তপস্যার সময় নহে। এ বয়সে রাজপরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া যোগীর বেশ কি সম্ভবে। এ অবস্থায় রাজ্যসুখাশা বিসর্জ্জন দিয়া স্ত্রী সহ দুর্গম বনমধ্যে আগমন করা কি ভাল হইয়াছে। প্রজাদিগকে অনাথ করিয়া অনাথের ন্যায় বনপর্য্যটন। এত রাজধর্ম্ম নয়। আপনার ভার্য্যা সহ বিবেকী হইবারই বা কারণ কি। আপনি সসাগরাধরার অধিপতি সুখের সীমা নাই তবে কি জন্য এরূপ ভাব। যদি সস্ত্রীক ঈশ্বরারাধনাই প্রকৃত উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে মন প্রফুল্ল এবং শরীরের কান্তিও অবিকৃত থাকিত। এত তাহা নহে; আপনার আকৃতি প্রকৃতি দর্শনে বোধ হয় কোন দুঃসহ শোকানল অন্তরে প্রবেশ করাতে বনগামী হইয়াছেন। এক্ষণে মনোগত ভাব আমার নিকটে প্রকাশ করুন, আমি তপোবলেই হউক বা অপর কোন উপায় দ্বারা হউক আপনার অন্তরের প্রদীপ্ত অনল প্রাণপণে নির্ব্বাণ করিতে চেষ্টা করিব। আমরা প্রজা হইয়া স্বচক্ষে আপনার এ সকল কষ্ট দর্শন করিতে পারি না। রাজাঙ্গে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, কণ্ঠদেশে অক্ষমালা, কোমলাঙ্গে বিভূতি-ভূষণ, প্রজালোকে প্রাণ থাকিতেও ইহা দর্শন করিতে পারে না। সম্প্রতি কারণ নির্দ্দেশ করুন তৎপ্রতিকারসাধনে তৎপর হই।

অনন্তর রাজা কহিলেন, হে মুনিপুঙ্গব! আপনি যাহা কহিলেন সকলই সত্য এবং যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহাও যথার্থ। আমি অতি কুলাঙ্গার, আমার ন্যায় পামর ও নরাধমের রাজকুলে জন্মগ্রহণ করা কখনই সম্ভব নহে। আমা হইতেই এত দিনে পিতৃলোকদিগের পিণ্ডবিচ্ছেদ হইল। হায়! আমিই এই বিশাল বংশতরুর সুতীক্ষ্ণ কুঠারে হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম; আমা হইতেই এই চিরবিদিত উজ্জ্বল বংশ সমূলে বিলুপ্ত হইল। হে ঋষিবর! আপনার আশীর্ব্বাদে আমার কিছুমাত্র সাংসারিক সুখের অভাব নাই, কিন্তু একমাত্র নিরপত্যতানল, সহসা আমার শরীরে উদ্দীপ্ত হইয়া দেহকানন নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে। এই অনলসন্তাপে প্রাণবায়ু

অচিরাৎ বহির্গত হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব যে কএকদিন জীবিত থাকি, দারা সহ এই অরণ্যে ঈশ্বরারাধনা করিব মনস্থ করিয়াছি। পুত্রহীন নরের সংসারাশ্রম পরিবর্জ্জন করিয়া বনে ঈশ্বরোপাসনাই কর্ত্তব্য।

যোগিবর রাজার এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে নরনাথ! কি আশ্চর্য্য! আপনি সামান্য কারণে অতিদুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আপনি জ্ঞানবান, সূক্ষ্মদর্শী ও সদ্বিবেচক হইয়া সামান্য লোকের ন্যায় অতি অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন। এত দিনে জানিলাম যে অগাধবুদ্ধিশালী ব্যক্তিরও গ্রহবৈগুণ্যে বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, এক্ষণে রাজ্যে প্রতিগমন করুন। প্রজারঞ্জনই রাজার প্রধান ধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম বহির্ভূত কার্য্য করা আপনার পক্ষে অবিধেয়। এখন হইতে আপনি যদি কঠোর ব্রতে ব্রতী হন তাহা হইলে প্রজাকুলের উপায় কি হইবে? আমাদিগেরই বা তপস্যা কি রূপে সুসম্পন্ন হইবে? যখন দুর্দ্দান্ত কৃতান্তসম যজ্ঞহন্তা রাক্ষস সকল সমাগত হইয়া যজ্ঞের বিঘ্ন করিবে তখন আমরা কাহার শরণাগত হইব? অতএব এমন কার্য্য কদাচ করিবেন না। সংসারসাগরে সুখদুঃখ প্রবাহ স্বভাবতই প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহা বলিয়া কি এককালে বৈরাগ্য আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ মহারাজের সন্তান হইবার সময় এখনও উত্তীর্ণ হয় নাই। অতএব আপনি সস্ত্রীক স্বরাজ্যে প্রতিগমন করুন। আমার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিবেন না। যদি এরূপ বিবেচনা করেন যে, পুত্রহীনের রাজ্যে প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমি বলিতেছি আপনি অচিরাৎ অপত্যমুখাবলোকনে চিরপ্রার্থিতা পরম প্রীতি লাভ করিবেন। দৈব অনুকূল না হইলে কখনই অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না, একারণ বলিতেছি যে, রাজ্যে গমন করিয়া ভক্তিভাবে দৈবানুষ্ঠানে রত হউন এবং স্ত্রী সহ সর্ব্বদা শুচি হইয়া মঙ্গলের জন্য মঙ্গলময়ের আরাধনা করুন। ধন, অন্ন ও বস্ত্র দ্বারা দীনের দুঃখ দূর করুন, তাহা হইলে সকল মনোরথ পূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই।

রাজা ও রাজ্ঞী মুনিবাক্যে পরম পুলকিত হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত এবং সেই আশ্রমে থাকিয়া পরমানন্দে রজনীযাপন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার মুনিচরণসরোজে প্রণতি পূর্ব্বক রাজ্যাভিমুখে গমন করিলেন।

মহারাজ কেশরীবীর্য্য মহিষী সহ রাজ্যে সমাগত হইলে রাজপুরী আনন্দময় হইল। প্রজাদের সুখের সীমা রহিল না। শোকদুঃখরূপ তিমিরাবৃত রাজপুরী অদ্য রোহিণী সহ পূর্ণশশধরের বিমল জ্যোতিতে আলোকময় হইল। অসুখরূপ অমানিশা অবসান হইয়া আহ্লাদআদিত্যের আবির্ভাব হইল। রাজপুরী আনন্দময়, নগর কোলাহলে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক গৃহেই নৃত্য, গীত ও বাদ্য। জগতের কি সুখ, কি দুঃখ কিছুই চিরস্থায়ী নহে। দিন যাইতেছে, রাত্রি আসিতেছে; রাত্রি যাইবে পুনর্ব্বার দিন আসিবে। যুবক পাঠক! শিশু ছিলে, যুবা হইয়াছ। যৌবনও যাইবে, বৃদ্ধকালও আসিবে। চিরকাল একভাবে থাকিতে হইবে না। দিবা সমাগমে পদ্মিনী বিকসিতা, কুমুদ ম্লান এবং নিশিযোগে কুমুদ বিকসিত সরোজিনী ম্লানমুখী হয়। সকলই পরিবর্ত্তনশীল। কল্য যাহাদের মুখে ক্রন্দন শুনিয়াছি, অদ্য তাঁহাদের সহাস্যবদন নিরীক্ষণ করিতেছি। কল্য যিনি অরণ্যবাসী ছিলেন, অদ্য তাহাকে গৃহস্থাশ্রমী দেখিতেছি, এক সময়ে যে স্থান হাহাকার ও বিষাদে পরিপূর্ণ ছিল, সময় বিশেষে তথায় আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এইরূপ পার্থিব সকল পদার্থই অস্থির, ফলতঃ রাজা কেশরীবীর্য্য যে, গৃহে ফিরিয়া আসিবেন, ইহা স্বপ্নের অগোচর। তাঁহার এতাদৃশ অসম্ভাবিত প্রত্যাগমনে প্রজাদের আহ্লাদের সীমা রহিল না। সৌদামিনী সহ নবঘন দর্শনে শিখণ্ডী সকল সদানন্দে যেমন নৃত্য করিতে থাকে; প্রভাতকালে প্রভাকরকে অবলোকন করিয়া চক্রবাকমিথুন যেরূপ আনন্দিত হয়; পূর্ণশশধর সন্দর্শনে সিন্ধু যে প্রকার আনন্দে উচ্ছলিত হয়; রাজ্ঞী সহ মহারাজকে সন্দর্শন করিয়া

জনগণের মানস তদ্রূপ আহ্লাদে পরিপূরিত হইয়াছিল। অনন্তর অমাত্যবর্গ, প্রজাগণ ও জনপদবাসী সকলেই রাজাকে দর্শন করিতে আসিলে, তিনি, যে যেমন ব্যক্তি তাহাকে তদনুযায়ী প্রিয় বাক্যে সম্ভাষণ করত, বন হইতে প্রত্যাগমনের সমস্ত কারণ বর্ণনা করিয়া সন্তোষের সহিত বিদায় করিতে লাগিলেন। তদনন্তর প্রধান সচিবকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, হে মন্ত্রিবর! আমাকে অদ্য হইতে যোগীর বাক্যানুযায়ী কার্য্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত হইতে হইবে। অতএব তুমি শীঘ্র নানাবিধ কাঞ্চনাভরণ, পট্টবাস ও উত্তম উত্তম উপাদেয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া দীনহীন জনগণকে বিতরণ করিতে নিযুক্ত হও। যে যাহা চাহে তদ্দণ্ডেই তাহা সম্পাদিত করিবে কদাচ অন্যথা না হয়। রাজ্যমধ্যে যে সকল দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, তৎসমুদয় স্থানে সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ নিয়োজিত করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে পূজাবিধি সম্পন্ন করাইবে। রাজা সচিবকে এইরূপ আদেশ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং সেই দিন হইতে দিবাভাগে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা ও রাত্রিযোগে সস্ত্রীক হইয়া যোগীর আদেশানুযায়ী পুত্রকামনায় সদানন্দের উপাসনা করিতে নিযুক্ত হইলেন।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, রাজমহিষী চন্দ্রপ্রভা ঈশ্বরের অনুকম্পায় ও যোগীর অব্যর্থ বাক্যবলে কেশরীবীর্য্যের সমুদিত মনোরথ স্বরূপ, সখীগণের নয়নানন্দকর কৌমুদী স্বরূপ, বিমল রাজবংশের অবিচ্ছেদ নিদানভূত গর্ভলক্ষণ ধারণ করিলেন। অঙ্গ ক্রমে ক্ষীণ ও অবসন্ন হইতে লাগিল। গাত্রাভরণ শিথিল হইল। অকলঙ্ক সমুজ্জ্বল বদনচন্দ্রমা প্রভাতকালের হিমাংশুর ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। ক্রমে গর্ভের পরিণত দশায় রাজ্ঞী দোহদদুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইলে তাঁহার অবয়ব সমুদয় পুনর্ব্বার পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। তখন তিনি পুরাতন পত্রের অপগমের পর সঞ্জাত মনোহর পল্লব সম্পন্ন লতার ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিলেন। স্তন

যুগল নিতান্ত স্থূল ও তদীয় চুচুকদ্বয় নীলবর্ণ হওয়ায়, ভ্রমরসংসক্ত সুজাত পঙ্কজমুকুলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহারাজ কেশরীবীর্য্য গর্ভস্থ শিশুর তেজঃপ্রভাবে অন্তঃসত্ত্বা মাহিষী চন্দ্রপ্রভাকে নিধিগর্ভা বসুন্ধরার ন্যায় বোধ করিলেন। অনন্তর প্রিয়ানুরাগ ও ঐশ্বর্য্যের অনুরূপ মহোৎসবে প্রিয়তমার পুংসবনাদি ক্রিয়া কলাপ নির্ব্বাহিত করিয়া প্রসবকাল প্রতীক্ষায় কালহরণ করিতে লাগিলেন। পরে রাজমহিষী চন্দ্রপ্রভা যথাকালে এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। কুমার ভূমিষ্ঠ হইলে দিঙ্‌মণ্ডল প্রসন্ন হইল, সুখস্পর্শ সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে সকলই শুভসূচক হইয়া উঠিল। যেহেতু তাদৃশ মহাত্মার জন্ম পরিগ্রহ কেবল লোকের অভ্যুদয় নিমিত্তই হইয়া থাকে। তনয়ের দেহপ্রভায় সূতিকাগৃহ আলোকময় হইল। ঐ আলোক প্রভাবে সূতিকাগৃহস্থিত নিশীথ দীপ সকল সহসা ক্ষীণকান্তি হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর অন্তঃপুরচারিণী কোন পরিচারিকা দ্রুতবেগে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া অমৃত তুল্য পুত্রজন্ম সম্বাদে মহারাজাকে পরমপ্রীত করিল। রাজাও তাহাকে আশাতিরিক্ত পুরস্কার প্রদানে সন্তুষ্ট করিলেন। মহারাজ কেশরীবীর্য্য সমাগত অসংখ্য দীনদরিদ্রদিগকে প্রচুর পরিমাণে অর্থদান করিলেন। অধিক কি যে যাহা প্রার্থনা করিল, রাজা কল্পতরুর ন্যায় তদ্দণ্ডেই তাহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে লাগিলেন। রাজ্ঞী পুত্র প্রসব করিয়াছেন এই শুভ সম্বাদ নগরের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। প্রজালোকের আনন্দজলধি বেলা অতিক্রম করিয়া উচ্ছলিত হইল। পুত্রদর্শনে উৎসুক হইয়া সকলেই রাজবাটীতে আগমন করিতে লাগিল। রাজবাটী জনতায় পরিপূর্ণ হইল। সকল স্থানই আনন্দে কোলাহলময়।

অনন্তর রাজা পুত্রমুখ নিরীক্ষণার্থ মন্ত্রী সহ অন্তঃপুরে গমন করিলেন। একবৎসর পূর্ব্বে যিনি পুত্রাভাবে সমস্ত সুখভোগে

জলাঞ্জলি দিয়া সস্ত্রীক অরণ্যচারী হইয়াছিলেন, তিনিই অদ্য পুত্রের মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিয়া, জীবন সার্থক করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং নির্ব্বাত প্রদেশস্থিত কমলের ন্যায় স্থিরনয়নে আত্মজের কমণীয় মুখশশী সন্দর্শন করিতে লাগিলেন, কিন্তু পরিতৃপ্ত হইলেন না। যতই দেখেন ততই অভিনব বোধ হয়। শরীর লোচনময় হইলেও দর্শনলালসা পূর্ণ হইত কি না সন্দেহ। ইন্দু সন্দর্শনে মহাসাগরের সলিলরাশির ন্যায় তাঁহার অন্তঃকরণে প্রভূত হর্ষ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ সূতিকাগৃহে অবস্থান করিয়া রাজা মন্ত্রী সহ বহির্দ্দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর কুলপুরোহিত দ্বারা সমগ্র জাতকর্ম্ম সমাপিত হইলে নবশিশু কৃতসংস্কার হইয়া আকরসম্ভূত মণির ন্যায় সমধিক শোভাশালী হইলেন। রাজ্যে শ্রুতিসুখকর মাঙ্গলিক তূর্য্যনিনাদ ও বারবিলাসিনীদিগের নৃত্যগীত হইতে লাগিল। অদ্য সকলেই আনন্দলাভ করুক এই বিবেচনায় কারারুদ্ধ অপরাধীদিগকে মুক্ত করিতে আদেশ দিলেন। স্বয়ংও পিতৃঋণ স্বরূপ ঘোর বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। রাজকুমারও নবোদিত নিশাকরের ন্যায় প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন।

চক্রবাকমিথুনের ন্যায় সেই নৃপদম্পতির পরস্পরাশ্রিত যে প্রেমাঙ্কুর সঞ্জাত হইয়াছিল অধুনা নবকুমার কর্ত্তৃক বিভক্ত হইলেও সে প্রেমের কিছুমাত্র ন্যূনতা হয় নাই। প্রত্যুত বৃদ্ধিই হইয়াছিল। শব্দার্থবেত্তা রাজা কেশরীবীর্য্য নানা সুলক্ষণাক্রান্ত সন্তানকে সন্দর্শন করিয়া, বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পুত্র সর্ব্ববিজয়ী হইবে। এইহেতু পুত্রের নাম বিজয়কিশোর রাখিলেন। পাঠক মহাশয়! প্রকৃতির কি আশ্চর্য্য নিয়ম, সুখ সুখের ও দুঃখ দুঃখের অনুসরণ করিয়া থাকে। সুখের সময় সমস্তই সুখময় এবং দুঃখের দশায় সকলই দুঃখদ হইয়া উঠে। রাজা কেশরীবীর্য্যের অবিকল তাহাই ঘটিল। মহারাজের প্রধান অমাত্যও রাজার ন্যায় অপুত্র ছিলেন। পরে

রাজ্ঞী চন্দ্রপ্রভার গর্ভলক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে অমাত্যপত্নী কুমুদ্বতীরও গর্ভচিহ্ন সমুদয় লক্ষিত হইল এবং যে দিন রাজপুত্র বিজয়কিশোর ভূমিষ্ঠ হইলেন সেই দিনেই মন্ত্রিপত্নীও এক সুলক্ষণ সম্পন্ন পরম রূপবান সুকুমার প্রসব করিলেন। রাজা ও মন্ত্রী অনেক বিবেচনা করিয়া পুত্রের নাম প্রিয়ব্রত রাখিলেন।

অনন্তর মহারাজ মহা মহোসৎসবে কুমার বিনিন্দিত কুমারের চূড়াকরণসংস্কার সম্পন্ন করিলেন। ক্রমে সেই নবশিশু চঞ্চল কাকপক্ষ সুশোভী হইয়া সমবয়স্ক মন্ত্রিপুত্র সহ নানাবিধ বালকেলিতে পরম কৌতুকে কালযাপন করিতে লাগিলেন। উভয়ে সর্ব্বদা উভয় সঙ্গ লিপ্সু, এক মুহূর্ত্তও একজন অপরকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। শৈশব হইতে উভয়ের হৃদয়ক্ষেত্রে প্রণয়বীজ অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইল। বস্তুতঃ বাল্যাবস্থায় যে প্রণয় সঞ্চার হয় প্রায়ই তাহার উচ্ছেদ হইতে দেখা যায় না। ক্রমশই পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রভূত ফলোপদায়ক হইয়া থাকে। রাজা ও মন্ত্রী উভয়ে স্ব স্ব পুত্রের পরস্পর ঈদৃশ অকৃত্রিম সৌহৃদ্য সন্দর্শনে যারপরনাই সুখী হইলেন। ক্রমে বালকদ্বয়ের বিদ্যা শিক্ষার কাল উপস্থিত। রাজাজ্ঞায় মন্ত্রিবর দেশবিদেশ হইতে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ সচ্চরিত্র পণ্ডিতগণ আনয়ন করাইলেন। পূর্ব্ব হইতেই বালকদের পাঠোপযোগী এক অপূর্ব্ব বিদ্যামন্দির রাজার আদেসানুসারে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিদ্যাশিক্ষাব নিমিত্ত শুভ দিনে বালকদ্বয় তথায় প্রেরিত হইলেন। বিদ্বান্ শিক্ষকেরা প্রিয়তম রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্রকে প্রযত্নাতিশয় সহকারে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। উপযুক্ত পাত্রে শিক্ষা প্রদত্ত হইলে নিশ্চয়ই ফলদায়ী হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণের সমুদয় যত্নই সফল হইল। না হইবেই বা কেন? উর্ব্বর ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে তাহা যে প্রভূত ফলোৎপাদন করিবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি! রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র উভয়েই অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিলক্ষণ বিচক্ষণ ছিলেন স্মরণশক্তির এরূপ প্রাখর্য্য যে একবার যাহা

শুনিতেন প্রাণান্তেও আর তাহা বিস্মৃত হইতেন না। দিবাকর যদ্রূপ বায়ু অপেক্ষা তীব্রগতি অশ্ব দ্বারা অখণ্ড দিঙ্‌মণ্ডল উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন, তদ্রূপ অগাধবুদ্ধি বিজয়কিশোর ও প্রিয়ব্রত সমগ্র ধীশক্তি দ্বারা অতিঅল্প দিনমধ্যে অর্ণবচতুষ্টয় সদৃশ চারি বিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন। সমস্ত শাস্ত্রেই ব্যুৎপত্তি হইল। শাস্ত্রবিদ্যা ও ধনুর্ব্বিদ্যা প্রভৃতিতে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন। এইরূপ বিদ্যা শিক্ষা করিতে করিতে কালক্রমে তাঁহারা যৌবনপদবীতে পদার্পণ করিলেন তখন বাল্যচপলতা তিরোহিত হইয়া যৌবনভাব সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। মধ্যাহ্নতপন তুল্য প্রখর তেজঃপুঞ্জে বিদ্যামন্দির সমুজ্জ্বল হইল। দক্ষদুহিতারা কুমুদবান্ধবকে প্রাপ্ত হইয়া যদ্রূপ শোভাশালিনী হইয়াছিলেন। দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা ও শীলতা প্রভৃতি গুণনিচয় রাজকুমারকে লাভ করিয়া তাদৃশ ভাব ধারণ করিয়াছিল। মহাবল পরাক্রান্ত যুবা বিজয়কিশোরের বাহুযুগল যূপকাষ্ঠের ন্যায় আয়ত এবং বক্ষস্থল বিশাল কবাটের ন্যায় বিস্তীর্ণ ছিল। তিনি শারীরিক বীর্য্যাতিশয়ে পিতাকে পরাজয় করিয়া ছিলেন কিন্তু বিনয় হেতু তিনি সর্ব্বদা ক্ষুদ্রভাবে পরিদৃশ্যমান হইতেন। সমীরণ সহায় হইলে হুতাশন যেমন সাতিশয় দুঃসহনীয় হইয়া উঠে, ভূপাল কেশরীবীর্য্যও আত্মজের সহায়তায় তদ্রূপ একান্ত দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিলেন।

এদিকে রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্রের অধ্যয়ন শেষ হইল। কোন শাস্ত্র ও কোন বিদ্যাধ্যয়ন করিতে অবশিষ্ট রহিল না। ব্যায়ামে বিলক্ষণ নিপুণতা লাভ করিলেন। রাজা শুনিলেন পুত্রেরা সকল বিষয়েই কৃতবিদ্য হইয়াছেন, আহ্লাদের সীমা রহিল না, মন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। সকল সুখের পার প্রাপ্ত হইলেন। পুত্র গুণবান্ ও পণ্ডিত হইলে পিতা যে কি পর্য্যন্ত সুখী ও কৃতার্থ হন তাহা লিখিয়া হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। রাজপুত্র অশেষ গুণবান্ ও পণ্ডিত হইয়াছেন শুনিয়া রাজা কেশরীবীর্য্য যে হর্ষোৎফুল্ল হইবেন

তাহা আর আশ্চর্য্য কি। নৃপতি পণ্ডিতগণকে যথোচিত পুরস্কার দিয়া পুত্রদিগকে গৃহে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। পুত্রেরা কৃতবিদ্য হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন শুনিয়া রাজ্ঞী ও মন্ত্রিপত্নী আনন্দসাগরে মগ্না হইলেন। অনন্তর শুভদিনে ও শুভক্ষণে রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র উভয়ে রাজভবনে উপনীত হইয়া প্রথমতঃ রাজচরণে প্রণাম করিলেন। অনন্তর তথায় কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতি করিয়া রাজপুত্র মিত্র সহ মাতৃ সমীপে উপস্থিত হইয়া জননীর পদকমলে প্রণত হইলেন। অনেক দিনের পর নয়নের তারা ও অঞ্চলের নিধি পুত্রধন প্রাপ্ত হইয়া রাজ্ঞী ইহকাল ও পরকাল বিস্মৃত হইলেন ক্রোড়ে বসাইয়া মুহুর্মুহুঃ মস্তকঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। আহা! মনোমোহন বিজয়কিশোর যখন মাতৃক্রোড়ে আসীন হইলেন তখন বোধ হইল যেন মন্মথ স্বীয় জননীর অঙ্কদেশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। অনন্তর মাতার নিকট সানুনয় বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বন্ধু সহ তাঁহার পিতৃভবনে উপস্থিত হইলেন। প্রিয়ব্রত স্বীয় জনক জননীকে অভিবাদন করিলে রাজকুমারও তাঁহাদিগের যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিয়া উভয়ে তদন্তিকে আসীন হইলেন। মন্ত্রী ও মন্ত্রিপত্নী তাঁহাদের উভয়কেই তুল্যরূপ অপত্যস্নেহে ক্রোড়ে ধারণ, মস্তকঘ্রাণ, মুখচুম্বন প্রভৃতি স্নেহ প্রবৃত্ত ব্যাপার সমুদয় নির্ব্বাহ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। অনন্তর রাজকুমার তদীয় বন্ধু প্রিয়ব্রতের সহিত পুনর্ব্বার স্বীয় ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজার যে এক পরম রমনীয় অপূর্ব্ব উদ্যান ছিল তথায় বিজয়-কিশোর ও প্রিয়ব্রতের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

উদ্যানটী যমুনাতীরবর্ত্তী। অতি মনোরম ও নয়নানন্দদায়ক। দক্ষিণে কালিন্দী। উত্তরে প্রবেশদ্বার। পূর্ব্বে ও পশ্চিমে নানাবিধ শিল্পকার্য্যে সুনির্ম্মিত অতিদীর্ঘ সুরম্য ভবন। প্রবেশদ্বার প্রশস্ত। উভয় পার্শ্বে স্ফটিকমণির ন্যায় গোলাকৃতি শ্বেতপ্রস্তররচিত স্তম্ভে সুশোভিত। তদুপরি রাজনামাঙ্কিত সুবর্ণপতাকা সতত মন্দ মন্দ

মারুত হিল্লোলে প্রকম্পিত হইতেছে। দুর্দ্দান্ত কৃতান্তসম দুইজন দ্বারপাল সতত দ্বার রক্ষা করিতেছে। দ্বারের উপরিভাগ মালতী লতায় সমাচ্ছাদিত। ষট্পদ সকল মত্ত হইয়া কুসুমের মধুপান করত গুণ্ গুণ্ রবে উড়িয়া বেড়াইতেছে। উদ্যানে প্রবিষ্ট হইলে দেবরাজ ইন্দ্রের বিলাসকানন বলিয়া প্রতীতি জন্মে। সুরভি সুশীতল সমীরণস্পর্শে শরীর স্নিগ্ধ ও অন্তরে আনন্দলহরী প্রবল হইতে লাগিল। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই অভিনব অদ্ভূত সুদৃশ্য, দৃষ্টিপথের পথিক হয়। ফলতঃ উদ্যানটী একরূপ সকল ইন্দ্রিয়ের সুখাবহ। উদ্যানের উভয় পার্শ্বে বক্রভাবে পক্ষীও পশু শালার সম্মুখ দিয়া একটী প্রশস্ত মরকত শিলাবিরচিত অতি সুন্দর পথ যমুনাকুলবর্ত্তী প্রাসাদ সমীপে সম্মিলিত হইয়াছে। পক্ষিশালার মধ্যে কোন স্থানে কাকাতুয়া, হিরেমোহন, লালমোহন, কায়াতন প্রভৃতি পক্ষী সকল সুললিত স্বরে গান করিয়া দর্শকদিগের শ্রবণবিবরে সুধাবর্ষণ করিতেছে। কোন স্থানে চন্দনা, ময়না, শামা প্রভৃতি পক্ষীরা মধুরধ্বনিতে মন উল্লাসিত করিতেছে। কোথাওবা মদনসুয়া, সারীশুক প্রভৃতি পক্ষী সকল পিঞ্জরাবদ্ধ। কোন স্থানে দধিয়াল, পাপিয়া, টিয়া, মনুয়া প্রভৃতি পক্ষী সকল মৃদুমধুর শব্দ করিতেছে। কোথাওবা ময়ূর সকল পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নানারঙ্গে নৃত্য করিতেছে। কোন স্থানে কোকিলকুল কুহু কুহু ধ্বনি করিয়া বিরহিনীদের মনে বেদনা দিতেছে। উল্লিখিত পথের পশ্চিমদিকে সমস্তই পক্ষিশালা। প্রবেশদ্বারের পূর্ব্বভাগে পশুশালা। কোন স্থানে ব্যাঘ্র, সিংহ, ভল্লুক, বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সকল পৃথক পৃথক লৌহপিঞ্জরে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া নিজ নিজ বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক দর্শকগণকে ভয় দেখাইতেছে, কোন স্থানে মৃগকুল চকিত ভাবে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করায় বোধ হইতেছে যেন গোপবালাদিগের আয়তনেত্র হরণ করিয়া সভয়েউদ্যানে অবস্থিতি করিতেছে। মৃগনাভির সৌরভে বন আমোদিত হইতেছে।

পথের উভয় পার্শ্বে, কমনীয় কামিনী কুসুমবৃক্ষের অতি পরিপাটী বেষ্টন। ঐ বেষ্টনের অনতিদূরেই নানাবিধ পাদপশ্রেণী, কোন স্থানে রসাল, পনস, কর্পূর, শ্রীফল প্রভৃতি বৃক্ষসমূহে বিরাজিত। কোথাওবা গুবাক, লিচু, সাগু, আতা, বেদানা, দাড়িম্বাদি বৃক্ষনিচয়। কোন স্থানে নারিকেল, জামরুল, গোলাপজাম বৃক্ষ সকল শোভা পাইতেছে। ফলতঃ উদ্যানটী এক প্রকার স্বভাবের আদর্শ স্বরূপ। ঈদৃশ সর্ব্ববিধ উদ্ভিদ পদার্থ পরিশোভিত মনোরম উদ্যান আর কোথাও লক্ষিত হয় না। রসবতী মাধবীলতা রসাল বৃক্ষে বেষ্টিত থাকায় বোধ হইতেছে যেন বল্লীরূপ ভুজ দ্বারা রসরাজ রসালকে প্রেমালিঙ্গন করিতেছে। কুসুমিত মালতীলতা তমালবৃক্ষে সংসক্ত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন মন্মথানল নির্ব্বাণ জন্য প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করিয়া কুসুমমুখে হাস্য করিতেছে। তন্বী তরুলতা তরুণবৃক্ষে অধিরোহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। অপরাজিতালতা কোন পাদপে পরিবেষ্টিত হইয়াছে। তদীয় বিকসিত কুসুমাবলী ঊর্দ্ধমুখে শোভা পাইতেছে। দেখিবামাত্র বোধ হইতেছে যেন চতুরা অপরাজিতালতা, অন্যাসক্ত প্রিয়তমকে গাঢ় আলিঙ্গনে বশীভূত করিয়া উন্নত মস্তকে হাস্য করিতেছে। আহা! এই স্থানটী কি রমণীয়, বোধ হয় যেন কুঞ্জবিহারীর বিলাসার্থ অশেষ সুখশালী নিকুঞ্জ নিকেতন শোভা পাইতেছে। এই কুঞ্জে আগমনমাত্র শারীরিক কি মানসিক দ্বিবিধ তাপেরই নিঃশেষে শান্তি হয়।

উদ্যানের মধ্যভাগে পুষ্পোদ্যান। কোন স্থান বকুল, বক, কাঞ্চন, পলাশ, রাধাপত্র, স্থলপদ্ম প্রভৃতি কুসুম পাদপে পরিপূর্ণ। কোথাওবা কুসুম, কামিনী, গন্ধরাজ, মুক্তি, জাতি, মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি প্রসূন বৃক্ষনিচয় বিরাজমান। এক স্থানে বিল্ব, সেফালিকা, কুন্দ, রঙ্গন, গন্ধরাজ প্রভৃতি শোভা পাইতেছে! অপর প্রদেশে নানাবর্ণে রঞ্জিত গোলাপ সকল বনকে আলোকময় করিয়া তুলি-

তেছে। একদিকে কদম্ব, কেলিকদম্ব, করবীর প্রভৃতি অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। অপর দিকে বাসন্তী, অতসী, চন্দ্রমল্লিকা, রজনীগন্ধাদি পুষ্পপাদপ সকল উদ্যানের পরম রমণীয়তা সম্পাদন করিতেছে।

পুষ্পোদ্যানের মধ্যস্থলে এক শোভাশালী স্বচ্ছ সরোবর তদীয় নীররাশি নবীন নীরদের ন্যায় নীলিমালংকৃত। অতি স্বচ্ছ বলিয়া জল মধ্যস্থ সমস্ত পদার্থই পরিদৃশ্যমান। সরোবরের পূর্ব্ব পশ্চিম শ্বেত প্রস্তরখচিত দুইটি প্রশস্ত বাঁধান ঘাট। তীরে শ্রেণীবদ্ধ নাগেশ্বর চম্পক বৃক্ষ সকল শোভিত হওয়ায় অলৌকিক শ্রীধারণ করিয়াছে। তীরস্থ কুসুম বৃক্ষের পুষ্পরেণু সমুদয় পতিত হওয়ায় সলিল সর্ব্বদা সুবাসিত। সরোবর কোকনদ, কুমুদ নীলোৎপল, শ্বেত কমল প্রভৃতি জলজ পুষ্পে শোভিত। অসংখ্য নানাবর্ণের মৎস্য জলে সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে। ভ্রমর কখন কুমুদিনীর কখন কমলিনীর মন হরণ করিবার জন্যই যেন গুণ্ গুণ্ রবে গান করিতেছে। হংস ও রাজহংস সকল মধ্যে মধ্যে চঞ্চুঘাতে কমলিনীর কোমলাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিতেছে। দক্ষিণ দিকে কালিন্দী কূলে অত্যুন্নত ঝাউবৃক্ষ সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মনোহর সন্ সন্ শব্দ করাতে বোধ হইতেছে যেন তরঙ্গরূপ হস্ত উত্তোলন করিয়া আনন্দধ্বনি সহকারে নৃত্য করিতেছে। নদীর উপরিভাগে বিহার ভবন। ভবনের অভ্যন্তর অতিশয় সুশীতল। তথায় নানাবিধ প্রকৃষ্ট প্রকৃষ্ট প্রতিমূর্ত্তি লম্বমান রহিয়াছে। অয়স্কান্ত প্রভৃতি মণির উজ্জ্বলজালে গৃহটী সততই মণ্ডিত, দেখিলে ইন্দ্রনিকেতন বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বদিকে এক প্রাসাদ, এটী রাজার শয়নাগার, অতএব শয়ন গৃহের শোভা একরূপ বর্ণনাতীত।

যখন হিমঋতু হিমগিরি পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তরীয় অনিল রূপ অশ্বে আরূঢ় হইয়া হিমসংহতি পদাতিক সহ সদাপে জগতে কুজ্ঝটিকা রূপ পতাকা উড্ডীন করত, প্রবল পরাক্রমে অহনি

রাজ্য শাসন করিতে গমন করিলেন। যাহার সমাগমে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ভয় কম্পবান হইয়া অগ্নিকোনাবলম্বী হইলেন। কুমুদিনীও স্ববান্ধব শশধরের মালিন্যরূপ দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া অভিমানে জল মগ্ন হইল। সরোবর সরোজ শূন্য পাদপ সকল পর্ণহীন হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। সেই শীত ঋতুর প্রারম্ভে রাজপুত্র বিজয়কিশোর সচিবপুত্র প্রিয়ব্রতের সহিত রাজাজ্ঞানুসারে হস্তী, অশ্ব, পদাতিকগণে পরিবৃত এবং রমণীয় হেমরথে আরূঢ় হইয়া উদ্যানাভিমুখে গমন করিলেন। বোধহইল যেন অশ্বিনীকুমার ভূমণ্ডলে বিহার করিতে আসিয়াছেন। ভেরী, তুরি প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যোদম হইতে লাগিল, অশ্বের হেষারব রথের ঘর্ঘর শব্দ বারণের বৃংহতি ধ্বনি ও সৈন্য সকলের কোলাহলে দিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ধূলি উড্ডীন হইয়া গগণমার্গ আচ্ছন্ন করিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন! মালতী প্রসুন প্রদানে রাজনন্দনের সংবর্দ্ধনা করিল। পশু পক্ষীরা কুমারের শুভাগমনে নিকৃষ্ট পশুজন্মও শ্লাঘ্য বোধ করিয়া যেন সদানন্দে স্ব স্ব রবে রাজপুত্রকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিল! পথ পার্শ্বস্থ কামিনী বৃক্ষ সকল পল্লব হস্তে কুসুম লইয়া যেন কুমারের অভ্যর্থনা করিল। নানাবিধ বৃক্ষ সকল ফলভরে অবনত থাকায় বোধ হইল যেন তাহারা নতশিরে নরেশাত্মজকে নমস্কার করিতে লাগিল। সুগন্ধি পুষ্পপাদপ সকল অতি মনোহর কুসুম গন্ধে তাঁহার উন্নত ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে সন্তোষিত করিল। মন্ত্রিপুত্র সহ কুমার বিজয়কিশোর উদ্যানের এই সকল শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে পরম পুলকিত হইয়া সন্ধ্যা সমাগমে কালিন্দী কূলবর্ত্তী বিলাস ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে ভবন তেজোময় পদার্থনিচয়ে উজ্জ্বল ছিল, এক্ষণে সেই উজ্জ্বলতা কুমারের কলেবরকিরণে যেন লজ্জায় নিষ্প্রভ হইল। দিনমণি কেশরীবীর্য্যের অঙ্কের অনুপম মণি অবলোকন করিয়া যেন অভিমানী হইয়া

তেজঃপুঞ্জময় অঙ্গ রক্তাম্বরে আচ্ছাদিত করত নীরনিধিতে ঝম্প প্রদান করিলেন। যে সমস্ত সৈন্য সামন্ত রাজকুমারের সঙ্গে গমন করিয়া ছিল; তাহারা সে রাত্রি তথায় অবস্থিতি করিল। পরদিন প্রাতঃকালে সকলে বিদায় লইয়া রাজ্যে প্রত্যাগমন করিল। পুত্র সবান্ধবে কুশলে উদ্যানে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া রাজা তদীয় অনুচরদিগকে সমুচিত পুরস্কার দিলেন।

রাজকুমার বিজয়কিশোর প্রাণসম প্রিয়তম প্রিয়ব্রতের সহিত নানারঙ্গে পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কখন উদ্যানের শোভা, কখন সুবিমল সরোবরের সৌন্দর্য্য, কখন বা স্রোতস্বতী সূর্য্যতনয়া যমুনার পরম রমণীয়তা দর্শন করিয়া যারপরনাই প্রীতিলাভ করিতেন। কখন বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথা, কখন রাজনীতি সংক্রান্ত আলোচনা কখন বা পুরাণ প্রসঙ্গ এবং আখ্যায়িকা প্রহেলিকা প্রভৃতির চর্চ্চা, কোন সময় বা বেদব্যাস বিরচিত সুললিত শ্রীমদ্ভাগবতীয় হরিগুণ কীর্ত্তনে সময়াতিবাহিত করিতেন। ক্রমে তুহিনরাজ রাজ্য শাসন করিয়া ঋতুরাজ বসন্তের ভয়ে সেনানী হিমানী সহ হিমাচলে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে বসন্ত মলয়মারুতের সহিত মন্দ মন্দ গমনে অনাথা বিরহিনীদিগের প্রাণান্ত করিতে ষট্পদ প্রভৃতি চতুরঙ্গ সেনা সহ অবনীতলে সমাগত হইল। নূতন পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া নব নায়কের মনোরঞ্জন করিব বলিয়াই যেন তরু সকল অভিনব কোমল কিসলয়ে অলঙ্কৃত হইল। সহকার তরু মুকুলিত হওয়ায় ষট্পদ সকল অন্যরস পরিহার পূর্ব্বক সরস সহকার মুকুলে মধুপান করিতে লাগিল। বসন্ত সমাগমে মদনোৎপীড়িত হইয়াই যেন মাধবী ও মালতী স্ব স্ব অবলম্বন তরুকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিল। মল্লিকা, চন্দ্রমল্লিকা, যুতি, জাতি, তরুলতা, অপরাজিতা, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা প্রভৃতি বাসন্তীয় সুরভি পুষ্প সকল ক্রমে সমস্তই বিকসিত হইল। কুসুমরসে উদ্যান পরিপূর্ণ এবং স্বচ্ছ সরোবরে

অলিবৃন্দ, অরবিন্দ মকরন্দ পানে আসক্ত হইল। কোকিল কোমল নব পল্লবাচ্ছাদিত বৃক্ষোপরি অবস্থিত হইয়া পঞ্চস্বরে গান আরম্ভ করিল। দিবারজনী মলয়ানিল মন্দ মন্দ গমনে সঞ্চালিত হইয়া বিরহিনীদের অঙ্গ দগ্ধ করিতে লাগিল। ঋতুরাজ বসন্ত এইরূপ স্বীয় অনুচরগণের সহিত ধরারাজ্য শাসন করিতে ধরনীতলে আবির্ভূত হইলেন। তদীয় প্রধান সহচর অনঙ্গদেবের নির্দ্দয় ব্যবহারে বিরহী যুবক যুবতীগণ একান্ত আকুল হইয়া পড়িল। কুসুমশরের শরানল অতি অদ্ভুত ভয়াবহ, যে কখন অনঙ্গবাণের লক্ষপথে পতিত হইয়াছে, সেই তাহার মর্ম্মভেদি যন্ত্রণা অনুভব করিয়া জীবন্মৃত হইয়াছে। অনিলের সহায়তায় অনল যেরূপ অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে, বসন্তের সাহায্যে রতিপতিও সেই প্রকার অধৃষ্য হইয়া উঠিলেন।

বসন্ত সমাগমে কুমার উদ্যানের সমধিক কমনীয়তা অবলোকন করিয়া যারপরনাই প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন। তিনি কেবল মাত্র নবীন যৌবন বিপিনে পদার্পণ করিয়াছেন, এমন সময়ে কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি হিংস্র শ্বাপদ সকল সমাগত হইয়া শরীরস্থ সদ্গুণ সকলকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। আহা! কি দুঃখের বিষয়, যৌবনবারণ আসিয়া ধৈর্য্যকমলবন দলিত করিতে লাগিল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিলতায় কুলিত্ববিষবল্লী আশ্রয় করিল। শান্তিশুকপক্ষীকে লোভরূপ কালভুজঙ্গ দংশন করিল। যাঁহার অচল সম প্রকৃতি বজ্রপাতেনও বিচলিত হইত না অদ্য মন্মথের সামান্য কুসুমশরাসন টঙ্কারশব্দে অস্থির হইল। যাঁহার উদার চিত্তভবন জ্ঞানালোকে আলোকিত ছিল অদ্য তাহা অজ্ঞানান্ধকারে প্রপূরিত হইল। যাঁহার দেহ অভেদ্য ধৈর্য্যতনুত্রে সমাচ্ছাদিত ছিল অদ্য তাহা সামান্য পঞ্চশরের কোমল পুষ্পবাণে পরিবিদ্ধ হইল। সময়ে সকলই হয়, এমন কি তিনি সৎপ্রবৃত্তিস্ত্রীকে অতি জঘন্য কুপ্রবৃত্তি-রাক্ষসীর সহিত বিনিময় করিতে উদ্যত হইলেন।

তরনীসম ক্ষমালঙ্কার তমোতস্করে অপহরণ করিতে তৎপর হইল। যাঁহার হৃদয় দয়ামৃতে পরিপূরিত অদ্য তাহাতে মদ হলাহল মিশ্রিত হইল। রাজকুমার এই সকল দুঃসহনীয় দুরন্ত বৈরীবৃন্দ কর্তৃক প্রপীড়িত হইয়াও বন্ধুকে কোন কারণ জিজ্ঞাসা করেন নাই। পাছে কেহ অন্তরের দুঃখ জানিতে পারে, এই ভয়ে শরীরের বাহাস্ফূর্ত্তি প্রদর্শন করিতেন কিন্তু তাহাতে কি হইবে, যার অরণ্য মধ্যে দাবানল হইলে তাহা কি কখন অপ্রকাশ থাকে।

বসন্তের প্রবল প্রতাপ রাজকুমার বিজয়কিশোরের বিলাসোদ্যানেই বিশেষরূপে লক্ষিত হইতে লাগিল। একদিন দিবাবসান প্রায়, দিবাকর অস্তাচলে গমন করিলেন। নানাপুষ্প সুবাসিত সুমন্দ সন্ধ্যা সমীরণ বাহিত হইয়া জীবগণের শরীর স্নিগ্ধ করিতে লাগিল, পক্ষিগণ স্ব স্ব নীড়াভিমুখে ধাবিত হইল। ব্রাহ্মণেরা সন্ধ্যোপাসনায় বসিলেন। ক্রমে রজনী উপস্থিত, বিমল আলোকময়ী রজনী, গগণমণ্ডল নক্ষত্রমণ্ডলে পরিবেষ্টিত, এক খানিও মেঘ নাই। যমুনার জলে সুধাংশুর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত। একে ত যমুনার জল, তাহাতে পুর্ণিমার রাত্রি, এদিকে আবার বসন্তকাল, শোভার একশেষ, কালিন্দীজল মধ্যে মধ্যে মন্দ মন্দ সমীরণে সঞ্চালিত হইয়া অল্প অল্প তরঙ্গমালা উত্থিত হইতেছে। ঐ সময়ে গগণস্থ এক মাত্র চন্দ্র জলতলে সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে। কোকিলকুল জ্যোৎস্নাময়ী রজনী পাইয়া সময়ে সময়ে সুমধুর কুহুরব করিতেছে, মধ্যে মধ্যে গ্রীষ্মানুভব হওয়ায় রাজপুত্র বিলাস প্রাসাদোপরি প্রিয়বন্ধুর সহিত একাসনে বাতায়ন সমীপে আসীন হইলেন, পার্শ্বভাগে একটা আলোক জ্বলিতে ছিল, গবাক্ষপথে সুধাংশুর কর গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় সে আলোক আর তাদৃশ উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হয় নাই। এদিকে রাজপুত্রের স্থির দৃষ্টি কখন নভোমণ্ডলে কখন যমুনার জলে বিচরণ করিতে লাগিল, কিন্তু কোন স্থানেই অধিকক্ষণ অবস্থিতি করে নাই, ফলতঃ রাজ-

পুত্রকে তদবস্থা দেখিলে অবশ্যই বোধ হয় যে, তাঁহার কোন চিত্ত-বিকার উপস্থিত হইয়াছে। অনন্তর আহারের সময় উপস্থিত হইলে রাজকুমার বন্ধুর সহিত আহার করিতে বসিলেন, আহারও কিছুমাত্র করিতে পারিলেন না। আহারান্তে শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। অনেকক্ষণ শয়ন করিয়া রহিলেন, রাজপুত্রের নিদ্রা হইলনা, কত চেষ্টা করিলেন কিছুতেই নিদ্রা আসিল না। মন্ত্রিপুত্রও সেই গৃহে পৃথক পর্য্যঙ্কে শয়ান ছিলেন, তিনি ক্ষণকাল পরেই নিদ্রিত হইলেন। একে চিত্তচাঞ্চল্যের প্রাদুর্ভাব তাহাতে আবার মধ্যে মধ্যে গ্রীষ্মানুভব হওয়াতে রাজপুত্র শয্যায় স্থির থাকিতে পারিলেন না, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বাতায়নের নিকটে বসিলেন। নিকটে কেহই নাই, রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর, নক্ষত্রমণ্ডল পরিশোভিত বিমল জোতিঃসুধাকর মস্তকোপরি বিরাজ করিতেছেন। রাজকুমার তথায় অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিলেন। পরিশেষে বাতায়নও আর ভাল লাগিল না। সুধাংশুর কর সহস্রাংশুকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, পুনর্ব্বার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন, বলিতে পারিনা শয়ন করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন, সদাই অস্থির, একবার এক পার্শ্বে শয়ন করিলেন। পরক্ষণেই সে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া অপর পার্শ্বে শয়ন করিলেন। কিছুতেই আর মনস্থির হইতেছে না। ক্রমে রজনী শেষযামা। সমস্ত রাত্রি জাগরণ ও চিন্তায় রাজকুমার একবারে ক্লিষ্ট ও তেজোহীন হইয়া পড়িলেন, এইরূপ অনেক্ষণ পরে তাঁহার কিঞ্চিৎ নিদ্রা আসিল, নিদ্রাবস্থায় এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করিলেন।

স্বপ্নে দেখিলেন তাঁহার পর্য্যঙ্কপার্শ্বদেশে স্থিরসৌদামিনী সম, শুক্ল পক্ষীয় পূর্ণ শশধরের ন্যায় কমনীয় কান্তি ও অপূর্ব্ব যৌবন সম্পন্ন এক রমণীরত্ন দণ্ডায়মান। দর্শন মাত্র কুমার যেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে? সেই কামিনী, সলজ্জ কৃতাঞ্জলিপুটে, কোকিলকণ্ঠ নিঃসৃত সুমধুর বামাস্বরে কহিল, "রাজনন্দন! এ অধিনীর একান্ত

বাসনা ও নিতান্ত প্রার্থনা আপনার চক্রবর্ত্তী চিহ্নে চিহ্নিত যুগল পদকমলের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকে ও প্রাণনাথ বলিয়া সম্বোধন করত জন্ম সার্থক বোধ করে। দাসীর এই নিবেদন যদি অবজ্ঞা না করিয়া অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক স্বীকার করেন, তাহা হইলে নিজ পরিচয় প্রদানে বাধ্য হই"। কুমার অমনি নিদ্রিতাবস্থায় বলিলেন সুন্দরি! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি অচিরে তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করিব। তখন সেই নারীরূপামূর্ত্তি কহিল, "আমি মালবদেশ রাজনন্দিনী আমার নাম হেমনলিনী আমি মানসে আপনাকে পতিত্বে বরণ করিলাম"। এই বলিয়া মূর্ত্তি অন্তর্দ্ধান হইলে রাজকুমারের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। পর্য্যঙ্ক হইতে উঠিয়া বাতায়নে আসিয়া বসিলেন দেখিলেন তখনও নিশাবসান হয় নাই। নীল পশ্চিম গগণে বিমল জ্যোতিঃ দ্বিজরাজ বিরাজ করিতেছেন। আর শুইলেন না, স্বপ্নদর্শনে এরূপ চঞ্চলমনা হইয়াছিলেন যে, নিদ্রাবেশ থাকিলেও আর নয়ননিমী- লিত করিতে পারিলেননা। কি করেন বাতায়নোপবিষ্ট হইয়া করতলে কপোলদেশ বিন্যাস পূর্ব্বক নিশাকরের ব্যোমান্ত অবলম্বন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে নভোমণ্ডল ঈষৎ শুক্লবাস পরিধান করিল। রাজপুত্রের সহিত চন্দ্রমা ম্লানমুখ হইলেন। কুমারের নয়নতারার সহিত নভোস্থিত তারাগণও হীনপ্রভ হইল। পূর্ব্বদিক অল্প অল্প প্রকাশ পাইতে লাগিল। রাজপুত্রত পূর্ব্ব হইতেই স্ফূর্ত্তি হীন হইয়াছিলেন। যে কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাও ঐ দুরন্ত নিশার সহিত অবসান প্রাপ্তহইল। পক্ষিগণ রাজপুত্রের দুঃখে দুঃখিত হইয়াই যেন স্ব স্ব রবে চীৎকার করিয়া উঠিল। বৃক্ষগণ নীহারবিন্দুরূপ অশ্রুজল পাতিত করিয়াই, যেন কুমারকে সমবেদনা দেখাইল। রাজকুমারের দুঃখ দেখিতে হইবে বলিয়াই, যেন চন্দ্রমা অন্তর্হিত হইলেন। কুমুদিনী ম্লান ও পদ্মিনী বিকসিত হইল। অলি ঝঙ্কার দিয়া কমলে বসিতে উদ্যত হইলে, প্রাতঃসমীরণে কমলিনী ঈষৎ বিকম্পিত হওয়ায়, বোধ হইল যেন লম্পট অলি

সপত্নী কুমুদিনীর সহিত রাত্রি যাপন করিয়াছে বলিয়াই, পদ্মিনী সরোষে মস্তক কম্পিত করিয়া অলিকে মধুপান করিতে নিবারণ করিল। দূর্ব্বাদলোপরি শিশিরবিন্দু সকল অরুণ বালাতপ সংযোগে প্রবাল মিশ্রিত সহস্র সহস্র হীরক খণ্ড বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দূরস্থ মহীধরশৃঙ্গ সকল সহস্রাংশুর কিরণ সংযোগে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল, ক্রমে চারিদণ্ড বেলা হইল।

কুমারের সুবিমল চিত্ত একে বসন্ত প্রভাবেই পবন মিলিত পাবকের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত ছিল, তাহাতে আবার বিমল জ্যোতির্ম্ময়ী সৌদামিনীর ন্যায় চন্দ্রমুখী রাজনন্দিনীর স্বপ্ন সমাগমরূপঘৃত সংস্পর্শে দ্বিগুণতর প্রদীপ্ত হইয়া দেহ দগ্ধ করিতে লাগিল। বসন্ত জনিত মনোবেগের সমতা না হইতেই, দ্বিতীয় প্রবলতর চিত্ত চাঞ্চল্যের কারণ সমুপস্থিত হইল। ফলতঃ রাজকুমার যারপরনাই যন্ত্রণা পাইতে লাগিলেন। যিনি জন্মাবধি ক্লেশ কাহাকে বলে জানিতেন না অদ্য তাঁহাকে অসহ্য বিরহ যাতনা সহ্য করিতে হইল। সকলই অদৃষ্টাধীন, তাহা না হইলে উর্ব্বর হৃদ্ক্ষেত্রে সহসা বিরহকণ্টক অঙ্কুরিত হইবে কেন, তিনি বিরহ কাহাকে বলে জানিতেন না। বিধি বুঝি রাজনন্দনের প্রতি বাদসাধিবার জন্যই, ললাটে এই বিরহ বিধি লিখিয়াছেন। সকল ক্লেশই একরূপ সহ্য করা যায় কিন্তু বিরহ ক্লেশ অতিশয় দুঃসহ। সকল যাতনা অপেক্ষা বিরহ বেদনাই, অধিকতর কষ্ট দায়িকা। এই বেদনা বাহিরে কিছুই অনুভূত হয় না। কিন্তু শুষ্ক কাষ্ঠ খণ্ডে অগ্নি সংস্পর্শের ন্যায় ক্রমে ক্রমে অন্তর্দাহ করিতে থাকে। উন্মত্ততা ইহার অনুচর, মূর্চ্ছা ইহার প্রাণাধিকা প্রিয়সখী। এ অবস্থায় এই দুইজনের সহিতই সতত সহবাস, অবিরত নয়নবারি বর্ষণ, ক্রন্দন ও শরীর শুষ্কতা ইহার অবয়ব, বিচ্ছেদবেদনা শরীরের কি অনিষ্ট না করিতে পারে, ইহার অসাধ্য কোন কর্ম্মই নাই। কুমারের যে সুকুমার মতি সতত সদনুষ্ঠানে নিরত ছিল, সেই মতি অদ্য চতুর চিন্তামণি মন্মথের ভুবনমোহন

চাতুর্য্যে পরাজিত হইয়া স্বভাবচ্যুত হইল, সময়ে কি না ঘটে, রাজকুমারের সাধুমতি অদ্য কালবশে অসৎ প্রবৃত্তির অনুগামিনী হইল। কি আশ্চর্য্য! যাঁহার স্বরূপা সাধ্বী আশালতা, সতত জগতে মহোন্নত প্রভাবশালী কীর্ত্তি পাদপে অবলম্বিত হইতে বাসনা করিত; এক্ষণে সেই লতা, রাজনন্দিনী হেমনলিনীর সংযোগরূপ সামান্য অসার তরুমূলে জড়িত হইল। যে ভাবনা বৃত্তি, সতত শাস্ত্রীয় বচন সুধায় একান্ত লোলুপ ছিল, অদ্য সেই চিন্তা স্বপ্নকল্পিত শরীর নাশক অমূলক রসাস্বাদে প্রবৃত্ত হইল। রাজকুমার যে বুদ্ধিরূপ তীক্ষ্ণ অসি দ্বারা যাবতীয় তর্কতরুর মূলচ্ছেদন করিতেন, অদ্য সেই শাণিত খড়্গ, অসার স্বপ্নতরু ছেদন করিতে কুণ্ঠিত মুখ হইল, কি আশ্চর্য্য! নির্দ্দয় কুসুমশর কি না করিতে পারে। এরূপ ধীশক্তি সম্পন্ন ধৈর্য্যশালী জিতেন্দ্রিয় রাজনন্দনকেও অধৈর্য্যরূপ অকূল সাগরে নিক্ষিপ্ত করিল। রাজকুমারের বাসনাতরি অসার অমূলক স্বপ্নকাষ্ঠে নির্ম্মিত হইয়াছিল, সুতরাং এই অতি ভীষণ মহাসাগরে সেই অকিঞ্চিৎকর তরণি, যে উত্তরণের অবলম্বন হইবে, এরূপ প্রত্যাশা কখনই সম্ভবপর নহে। তবে যদি দৈব কখন সুপ্রসন্ন হয়েন, তাহা হইলেই এই দুরন্ত জলধি হইতে উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা; নতুবা যাবজ্জীবন এই অর্ণবতরঙ্গে ভাসমান হইয়া অশেষ প্রকার ক্লেশ ভোগ করত, অবশেষে জীবন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবে আশ্চর্য্য কি!

প্রিয়ব্রত শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া কুমারের অদৃষ্টপূর্ব্ব অসম্ভাবিত ভাবান্তর দর্শন করিয়া যার পরনাই ক্ষুব্ধ হইলেন। সহসা মস্তকোপরি যেন বজ্রাঘাত হইল। অন্তরে অশুভ চিন্তানল প্রবিষ্ট হইয়া দেহ দগ্ধ করিতে লাগিল। হঠাৎ বন্ধুর ভাবান্তরের কারণ কি, কিছুই বুঝিতে নাপারিয়া চিত্ত একান্ত অধীর হইয়া উঠিল। সামান্য কারণে এতাদৃশ বিবেচক ব্যক্তির চিত্ত চঞ্চল হইবে; ইহা কখনই সম্ভব নহে, অবশ্যই ইহার বিশেষ কোন কারণ আছে। উপবন একে নানাবিধ পাদপ সমূহে অতি রমণীয়; তাহাতে আবার শৈত্য

সে গন্ধ্য, মান্দ্য গুণ সম্পন্ন মারুত বহমান হইয়া শরীর শীতল করিতেছে। এরূপ স্থানে অবস্থিতি করিলে মনের স্ফূর্ত্তি হওয়াই সম্ভব। এবম্বিধ মনোহর উদ্যানে আনন্দ কমল চিত্তসরোবরের শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে। অদ্য কিজন্য ইহাঁতে সে সমুদয়ের অভাব দেখিতেছি। যিনি আমার সহিত সতত কথোপকথন কহিতে ভাল বাসিতেন এবং আমাকে দর্শন করিয়া পরম আহ্লাদিত হইতেন অদ্য কিজন্য তাহার সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য দেখিতেছি। যিনি আমার সহিত আলাপ ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত আলাপ করিয়া সুখী হইতেন না। অদ্য কিজন্য তাঁহার দুর্ভাবনার সহিত এরূপ প্রীতি সঞ্চার হইল। কই, আমিত বন্ধুর কাছে কখন কোন অপরাধ করিনাই। আমোদচ্ছলেও কখন অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিনাই। গত রজনীতেও এক সঙ্গে ভোজন ও শয়ন করিয়াছি; ইহার মধ্যে এমন কি ঘটনা ঘটিল, যে সকলই দেখি বিপরীত ভাব অবলম্বন করিয়াছে। যদিই কিছু ঘটিয়া থাকে, তাহাই বা আমার নিকট প্রকাশ না করিবার কারণ কি। এমন নয় যে, আমার নিকট কখন কোন মনের কথা বলেন না। যখনই যে বিষয় মনোমধ্যে উদিত হইয়াছে তখনই তাহা সরল হৃদয়ে আমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। অদ্য কিজন্য মনের ভাব গোপন করিতেছেন। যাহাহউক আমার মৌনী থাকা আর কর্ত্তব্য নহে। ক্রমেই কুমার অবসন্ন হইয়া আসিতেছেন। চক্ষের জলে বক্ষস্থল ভাসিতেছে। স্বেদ জলে শরীর সিক্ত ও মধ্যে মধ্যে দেহ কম্পিত হইতেছে। ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতেছে। এরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া অধিকক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকা বন্ধুর কর্ত্তব্য নহে। কিজানি যেরূপ ভাব দর্শন করিতেছি, তাহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে কুমারের জীবনে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা, অনিষ্ট ঘটিতে কতক্ষণ, অতএব আর ক্ষণকাল ও বিলম্ব করা বিধেয় নহে।

এইরূপ ভাবিয়া মন্ত্রিপুত্র কৃতাঞ্জলিপুটে ও কাতর বচনে নিবে-

দন করিলেন কুমার! কি নিমিত্ত অসময়ে আপনার বিধুবদন বিষাদ বিধুন্তুদে গ্রাস করিল। কিজন্যই বা নয়নাকাশে তরুণ অরুণ উদিত হইল। বেগবতী অশ্রুনদী কেনইবা ধরাতল অভিষিক্ত করিতেছে, কি কারণে ত্বদীয় দেহ বাতাহত সামান্য তরুর ন্যায় সাতিশয় কম্পিত হইতেছে। হৃদয় হইতে অমূল্য জ্ঞাননিধি কে অপহরণ করিল। সদুপদেশ পরিপূরিত সুললিত সুধামাখা কথা কোথায় গেল। রত্নসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া, কেন ধরাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। দেখুন নভোমণ্ডলই শশাঙ্কের প্রকৃত আধার, কামিনী কণ্ঠই উজ্জ্বল হেমালঙ্কারের উপযুক্ত স্থান। রাজনন্দন! আমি স্বচক্ষে আপনার এরূপ ভাব কেমন করিয়া দেখি, কুমার! আমার চিত্ত কোন রূপেই ধৈর্য্য মানিতেছে না। অতএব মনোগত ভাবরূপ কর প্রকাশে আমার দুশ্চিন্তা তামসীকে অবিলম্বে দূর করুন। কৃপাবলোকন রূপ সুরস ফল প্রদানে আমার ক্ষুধার্ত্ত চঞ্চল চিত্তবিহঙ্গমকে সুস্থ করুন; হায় আমি কি পাষণ্ড! কি নরাধম! আমার এত অনুনয় বাক্যেও কুমারের সরল হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না। এই অল্প কালেই এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কোমল হৃদয় এক দিনেই পাষাণ ময় হইল। প্রিয় বৎসল! ভাল জিজ্ঞাসা করি, বাল্যাবধি যাহার বাক্য সুধাসম সমাদরে পান করিয়া পরম পুলকিত হইতেন, অদ্য তাহা কি অদৃষ্ট ক্রমে বিষতুল্য বোধ হইতেছে। প্রিয়দর্শন! আপনি কি পূর্ব্বের সমস্ত ভাব বিস্মৃত হইয়াছেন। দেখুন শৈশবাবধি যাহার সহিত একত্র বাস, একত্র বিদ্যাধ্যয়ন, একত্র শয়ন ও একত্র আমোদ প্রমোদ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিতেন, অদ্য কি কারণে তাহার অনুনয় বাক্যেও কর্ণপাত করিতে বিরক্ত হইতেছেন? এবম্বিধ আকস্মিক নিদারুণ চিত্ত বিভ্রমের মূল কি? সরল হৃদয়! আপনি সততই বলিতেন যে আমি ভিন্ন আপনার হৃদয়ে আর কেহই স্থান পায়না। সে কি কেবল কথামাত্র? যাহার সহিত ক্ষণকাল বিচ্ছেদ হইলে যুগ সহস্র বলিয়া বোধ করিতেন, এক

মুহুর্ত্ত ও যাহাকে নয়নের অন্তরাল করিতেন না; যাঁহার পলক মাত্র অদর্শনে মহা প্রলয় জ্ঞান হইত, সেই প্রণয় ভাজন বন্ধুজনের প্রতি কি এইরূপ ব্যবহার করা উচিত? সেই অকৃত্রিম ও অনুপম ভ্রাতৃ প্রণয়ের কি এই পরিনাম? কি আশ্চর্য্য! বুঝিলাম সকলই কালমাহাত্ম্য, একমাত্র কাল কখন সপক্ষ কখন বিপক্ষ হইয়া সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব ধারণ করে। সমদর্শিন্! অদ্য কেন ভিন্ন বোধে হৃদয়ের ভাব গোপন করিতেছেন? আমি স্বরূপ বলিতেছি যদি অন্তরের কথা একান্তই আমার নিকট প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে এই দণ্ডেই আপনার সম্মুখে প্রাণ পরিত্যাগ করিব, আমি আপনার সহিত বিশুদ্ধ বন্ধুত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছি। আপনা ভিন্ন আর কাহাকেও জানিনা। আপনার সহবাসসুখ স্বর্গসুখ তুল্য বিবেচনা করি। ফলতঃ আমি যে নিতান্তই ত্বদগত প্রাণ তাহা বিশেষরূপ অবগত আছেন! তথাপি কেন এরূপ আচরণ করিতেছেন। ভবাদৃশ পুরুষার্থশালী ধীশক্তি-সম্পান্ন ব্যক্তির এবম্বিধাচরণ যে কতদূর সম্ভব পর, তাহা আপনিই বিবেচনা করুন। সদয়চিত্ত! যথেষ্ট হইয়াছে আর আমায় অধিক কষ্ট দিবেন না। এক্ষণে সরল হৃদয়ে বলুন, কেন আপনার এরূপ ভাবান্তর ঘটিল। অধিক কি, যদ্যপি প্রাণ দিয়াও আপনার মনোরথ পূর্ণ করিতে পারি, তাহা হইলেও সৌভাগ্য জ্ঞান করিব। আপনার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, যদি অরণ্যবাস বা হুতাসন প্রবেশ কিম্বা শ্বাপদ সমাকীর্ণ উন্নত অচলে আরোহন করিতে হয়, তাহাতেও কুণ্ঠিত হইব না। নিশ্চয় জানিবেন যে আমার প্রাণ কখনই আমার নহে, ইহা আপনার উপকারার্থই বহুদিন উৎসৃষ্ট হইয়াছে। বন্ধুর দুঃখে দুঃখী, বন্ধুর সুখে সুখী হওয়া এবং নিজ প্রাণ দিয়াও বন্ধুর প্রাণ রক্ষা করা সুহৃদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সুখের সময় সকলেই বন্ধু হয় কিন্তু বিপৎকালের বন্ধুই যথার্থ বন্ধুপদ বাচ্য। মহামতে! আরও বিবেচনা করিয়া দেখুন নিজ দয়িতা ও আত্মজের নিকটেও যে

শোকানলের শান্তি না হয়, প্রাণ সম প্রকৃত বন্ধুসমীপে তাহা অনায়াসে নির্ব্বাপিত হইয়া থাকে। গুণনিধান! যদি কখন আমি আপনার নিকট অপরাধ করিয়া থাকি, যদি আপনার নিকট আমার কখন কোন ত্রুটি হইয়া থাকে, বিনয় বচনে বলিতেছি আপনি সরল হৃদয়ে তাহা মার্জ্জনা করিয়া মনোগতভাব প্রকাশ করুন, সাধ্যমত প্রতিকার সাধনের চেষ্টা করি।

কুমার একে স্বপ্নাবলোকিতা মনোমোহিনী নবীনা যুবতীর বিচ্ছেদানলে দহ্যমান, তাহাতে আবার প্রাণাধিক বন্ধুর অনুতাপ-পবন মিলিত হইয়া তাঁহাকে অধিকতর ক্লেশ দিতে লাগিল। মনোগত ভাব আর গোপন করিতে পারিলেন না, বন্ধুর নিকট বলিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু লজ্জা আসিয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ করিল। বলিবেন ইচ্ছা করেন বলিতে পারেন না। পুনঃ পুনঃ বলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিছুতেই বাক্য নিঃসরণ হইল না। ক্রমে বিরহ বেদনা আসিয়া লজ্জার স্থান অধিকার করিল, লজ্জা দূরীভূত হইল। বিচ্ছেদ কি ভয়ঙ্কর পদার্থ, ইহার প্রবল প্রভাবে লোক জ্ঞান শূন্য হয়। লজ্জা, কলঙ্কভয় কিছুই থাকে না সকলই এককালে তিরোহিত হয়।

রাজপুত্রও আজ বন্ধুর নিকট লজ্জায় জলাঞ্জলি দিলেন। অনন্তর অনেক কষ্টে কহিলেন সখে! বৃথা কেন পরিতাপ করিতেছ, যদি একান্তই আমার মনোগত ভাব শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়া থাক বলি শ্রবণ কর। ভ্রাতঃ বিগত রজনীই আমার বর্ত্তমান অবস্থার মূল কারণ, চিত্ত চাঞ্চল্য বা অপর কোন কারণ বশতই হউক, বলিতে পারি না, কি কারণে আমার সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। পরে যখন রজনী প্রায় অবসন্না, তখন ঈষৎ তন্দ্রামাত্র আসিল। সখে! সেই তন্দ্রাই আমার কাল হইল। তন্দ্রাবেশে দেখিলাম নানালঙ্কার ভূষিতা নবযৌবন সম্পন্না এক মনোমোহিনী মূর্ত্তি, যেন আমার পর্য্যঙ্ক পার্শ্বে দণ্ডায়মানা, আমার অনেক অনুনয় বিনয়ের পর সেই

অনুপমা মূর্ত্তি মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন "আমি মালব দেশাধিপতির দুহিতা আমার নাম হেমনলিনী, আপনাকে পতিত্বে বরণ করিলাম"। সেই প্রিয়তমা হেমনলিনী বলিয়া পরিচয় দিলেন বটে, কিন্তু হেম ত মল শূন্য নয়, তাহাতেও মলিনতা আছে, এ নলিনী মল বিহীনা "নির্ম্মলনলিনী"। অনন্তর সেই মোহিনী মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলে আমারও নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আমি শয্যা হইতে সশব্যস্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক অবলোকন করিলাম কিন্তু কোথাও সেই বল-বুদ্ধি জ্ঞান-হারিণী সে দামিনীসম রাজনন্দিনীকে দেখিতে পাইলাম না। এই কথা বলিয়াই কুমার ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন; শরীর স্পন্দ রহিত হইল।

প্রিয়ব্রত অমনি হায় কুমারের কি হইল একি বিষম দুর্ঘটনা, একি সর্ব্বনাশ এই বলিয়া কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে সত্বর গৃহ প্রবেশ করিয়া শীতল সলিল আনয়ন করত, কুমারের বিরহ কলঙ্কিত শশিমুখে সেচন ও তালবৃন্তদ্বারা বীজন করিতে লাগিলেন। শীতল সলিলে কি, কখন অন্তরের বিরহানল নির্ব্বাণ হইয়া থাকে, বরং কুম্ভকারের পয়নোপরিলিপ্তপঙ্কের ন্যায়, অন্তঃকরণকে অধিকতর দগ্ধ করিতে লাগিল। তালবৃন্তানিল, অন্তরের প্রজ্জ্বলিত অনল-শিখাকে দ্বিগুণতর উদ্দীপ্ত করিল। যখন এইরূপ জলসেকাদি অশেষ বিধ শুশ্রূষাতেও কুমারের সংজ্ঞা লাভ হইলনা বরং ক্রমেই রোগের বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন প্রিয়ব্রত হতাশ হইয়া পড়িলেন। হতচেতন কুমারকে অবলোকন করিয়া নয়নজলে তাঁহার হৃদয় ভাসিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সজল নয়নে কাতর বচনে বলিতে লাগিলেন কুমার! আপনার মনে কি এই ছিল এই কি ভবাদৃশ ধার্ম্মিক ব্যক্তির অকৃত্রিম নির্ম্মল সে হৃদ্য শৃঙ্খল? যদ্যপি ইহা দৃঢ় বন্ধন হইত, তাহা হইলে কখনই এই সামান্য কারণে উন্মুক্ত হইত না। হে সদাশয়! আপনি ঈদৃশ বিবেচক ও জ্ঞানবান্ হইয়াও অনায়াসে জনক

জননী বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি পরিবার বর্গের মঙ্গল চিন্তায় একেবারে জলাঞ্জলি দিলেন। মিথ্যা মায়াবিনী মালবরাজনন্দিনী হেমনলিনীর চিন্তাই কি আপনার বড় হইল? এমন কি তাহার জন্য জীবন পর্য্যন্তও দিতে উদ্যত হইয়াছেন। প্রিয়ব্রতের এইরূপ পাষাণভেদী কাতর বিলাপেও কুমারের অচৈতন্য দূর হইল না দেখিয়া উদ্যানস্থ যাবতীয় পশুপক্ষী নিস্তব্ধ। তরু সকল বসন্তানিলে ঈষৎ বিকম্পিত হওয়ায় বোধ হইল যেন নবপল্লবরূপ পবিত্র কর দ্বারা ব্যজন করিতেছে প্রিয়ব্রত কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া কহিলেন কুমার! উপবনে আসাই কি আপনার কাল হইল! এই দুরন্ত বসন্তই কি আপনার প্রাণান্তের নিদান হইল! প্রতিপালক! ধরাসন হইতে গাত্রোত্থান করুন: একবার সুধাময় মধুর বাক্যে বন্ধু বলিয়া আহ্বান করুন। আমার তাপিত প্রাণ শীতল হউক, আমার নয়নের অন্ধকার দূরীভূত হউক। আমি এ পাপচক্ষে আর কতক্ষণ আপনার দুরবস্থা দর্শন করিব, হায়! আমার হৃদয় কি কঠিন, কুমারের ঈদৃশ দশা দেখিয়া এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না। হত জীবন! তুমি ক্ষণমাত্র যাঁহাকে না দেখিলে অস্থির হইতে সম্প্রতি কেমন করিয়া তাঁহার চিরবিচ্ছেদ সহ্য করিবে। তোমার কি কিছুতেই যন্ত্রণা বোধ হয় না? হায়! এখনও কঠিন প্রাণ দেহ হইতে বহির্গত হইল না! রে নির্দ্দয় প্রাণ! তুই নিশ্চয় জানিস্, যে কুমার বিরহে তোরে কখন হৃদয় মন্দিরে স্থান প্রদান করিব না! রে নিষ্ঠুর বিধে! চিরসুখাভিলাষী জ্ঞাননিধি রাজনন্দনের ললাটে এই দুরন্ত নিয়ম লেখা কি তোর কর্ত্তব্য হইয়াছে? যাঁহার হৃদয় কানন জ্ঞান, ধর্ম্ম, দয়া, শ্রদ্ধা প্রভৃতি তরুলতা সমূহে সমাবৃত হইয়া স্নিগ্ধ ও রমণীয় ছিল, যিনি সতত সেই তরুলতার সুশীতল ছায়ায় আসীন হইয়া পরম প্রীতি লাভ করিতেন, সেই বনে অদ্য বিচ্ছেদ দাবানল প্রজ্জ্বালিত করিয়া সমস্তই ভস্মসাৎ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্। জগতে কোন কর্ম্মই তোর অকর্ত্তব্য নাই, যে চন্দ্রমা কি

অরণ্য, কি সৌধ, কি অমরবৃন্দ, কি কীট সমূহ সকল পদার্থেই অভিন্ন ভাবে অমৃতময় কর বিকিরণ করেন, সেই সমদর্শী শশাঙ্ককেও যখন তুই মধ্যে মধ্যে রাহুরগ্রাসরূপ বিপদে বিপন্ন করিয়া থাকিস্ তখন তদপেক্ষা হীনজাতি মানবকে দুঃখদান করা তোর পক্ষে আর বিচিত্র কি। রে দুরাত্মন্ দুর্ম্মতে মদন! তুই দেবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্য কুমারের প্রতি জঘন্য জীবাধম পিশাচের ন্যায় আচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছিস্ না। তুই কুসুমচাপ হইয়া কিরূপে রাজনন্দনের কোমল হৃদয়ে এই অমোঘ বজ্রময় বাণ নিক্ষেপ করিলি? এতদিনে বুঝিলাম যে, দৈব প্রতিকূল হইলে সকলই বিপরীতভাব অবলম্বন করে। অমৃতও অপেয় হলাহলের কার্য্য করে, কোমল কুসুম রাশিও পাষাণবৎ প্রতীয়মান হয়। হায়! আমি এখন কি করি, কি উপায়েই বা রাজনন্দনের চৈতন্য সম্পাদন করি, হে জগদীশ্বর! এই কালকূট পূর্ণ অতি ভীষণ গভীর দুঃখার্ণবে নিপতিত রাজকুমারের প্রতি তুমিই কৃপাকটাক্ষপাত কর। হে করুণাসিন্ধো! তোমার কৃপাবলোকন ব্যতিরেকে এই দুর্দ্দশাপন্ন নৃপ নন্দনের আর গত্যন্তর নাই। প্রিয়ব্রতের এইরূপ করুণরসমিশ্রিত কাতর বাক্যে এবং সেই অনাথবৎসল চৈতন্যময়ের অনুকম্পায় অচেতন রাজপুত্র অকস্মাৎ চৈতন্য লাভ করিলেন। নিমীলিত নেত্র উন্মীলিত এবং পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া মুখে কেবল "হেমনলিনি! হেমনলিনি!" এই বাক্য বারম্বার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজপুত্র লব্ধচেতন হইয়া প্রাণাধিক প্রিয়ব্রতকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন সখে! এমন গর্হিত কার্য্য কে করিল? প্রতিকূলতা করিবার জন্য কে আমার নিদ্রাভঙ্গ করিল? হায়! আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হৃদয় মধ্যে হৃদয় বিলাসিনী হেমনলিনীর মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিতে ছিলাম, সহসা কে এমন নিদারুণ কর্ম্ম করিল? প্রিয়তম! তুমি কি সেই অনুপম মূর্ত্তি দেখিয়াছ? যদি দেখিয়া থাক শীঘ্রবল? এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগি-

লেন, হায়! আমার হৃদয়ের মণি কে অপহরণ করিল। আমি কি এই পাপ চক্ষে আর কখন সেই মূর্ত্তি দেখিতে পাইব না; সেই চিত্ত-হারিনী মূর্ত্তি, বিমল মুখপঙ্কজ বিকসিত করিয়া মধুময় বাক্যে, আর কি কুমার বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিবে না? হায়! আমি কি নির্ব্বোধ, ঈদৃশ অপূর্ব্ব দুর্লভ স্বর্ণকমল হস্তে পাইয়া পরিত্যাগ করিলাম। প্রিয়বর! যদি তুমি আমার প্রকৃত বন্ধু হও এবং আমার দুঃখে যদি যথার্থই তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই বিকসিত হেমনলিনীকে আনয়ন করিয়া আমার হৃদয় সরোবরে পুনঃ-স্থাপিত কর। তদ্ভিন্ন কোন রূপেই আমার জীবন-রক্ষা হইবে না। তোমায় নিশ্চয় বলিতেছি, যদি তুমি আমার যথার্থ সুহৃদ হও এবং বন্ধু বলিয়া আমার জীবনের যদি প্রত্যাশা কর তাহা হইলে, যে কোন রূপেই হউক, আমার সেই হৃদয়রত্ন মিলাইয়া দাও।

কুমার চৈতন্য লাভ করিয়াছেন দেখিয়া প্রিয়ব্রতের হৃদয়স্থিত হতাশালতা সহসা মুকুলিত হইল। মানসসরোবরে আনন্দলহরী প্রবাহিত এবং নয়নযুগল হইতে দরদরিত আনন্দাশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। প্রফুল্ল হৃদয়ে রাজকুমারকে নিবেদন করিলেন কুমার! আপনি অখিল শাস্ত্রের যথার্থতত্ত্ব অবগত হইয়া নির্ম্মল দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, অতএব মাদৃশ অনভিজ্ঞ ব্যক্তি আপনাকে আর কি উপদেশ দিবে? সদাশয়! আপনি অমূলক স্বপ্নের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার প্রকৃতিসিদ্ধ সমস্ত সদ্গুণ সকলকে এককালে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছেন। স্বপ্নকল্পিত বিষয় কি কখন প্রকৃত ফলদায়ক হয়? সে সমুদয় মিথ্যা ও ভ্রম মাত্র, বিবেচনা করুন মূঢ় ব্যক্তিরাই অবিবেকের অনুবর্ত্তী হইয়া অকিঞ্চিৎকর সুখাভিলাষে স্বভাব ভ্রষ্ট হয় এবং তন্নিমিত্তই লোক সমাজে ঘৃণা ও নিন্দার আস্পদ হইয়া চিরজীবন অতিবাহিত করে, কিন্তু ভবাদৃশ বিচক্ষণ ও জ্ঞানবান কোন্ মহাত্মা পাপকণ্টকাচ্ছাদিত অপবাদপঙ্কে পঙ্কিল দুর্গম পথে পদার্পণ করিয়া অকারণ ক্লেশ ভোগ করে? অতএব

হে দুরদর্শিন্! স্বপ্নলব্ধ অসার মৃৎপিণ্ডের পরিবর্ত্তে অমূল্য উজ্জ্বল বিবেকরত্ন অর্পণ করা কথনই সুসঙ্গত নহে। আরও দেখুন আপনি মহারাজ ও মহিষীর একমাত্র নয়নমণি, তাঁহাদিগকে দুঃখসাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়া এরূপ নিদারুণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, নিঃসন্দেহ দুরপনেয় পাপপঙ্কে লিপ্ত হইবেন। অতএব আপনার মানসক্ষেত্রে যে বিগর্হিত চিন্তারূপ বিষবল্লী পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাকে ধৈর্য্য খনিত্রে সমূলে উৎপাটিত করুন। তাহা হইলেই সমস্ত অসুখ এককালে দূরীভূত হইবে। মন্ত্রিপুত্র এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন।

প্রিয়ব্রতের এই সকল ন্যায়ানুগত সদুপদেশপূর্ণ বাক্য, কুমারের কোমল হৃদয়ে শেল সম বিদ্ধ হইয়া সাতিশয় ক্লেশ প্রদান করিতে লাগিল। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কষ্ট বোধ করিয়া বন্ধুকে বলিলেন, অভিন্নহৃদয়! এ সময়ে এরূপ বিষতুল্য বাক্য প্রয়োগ করা তোমার অনুচিত, আমি সমস্তই পরিজ্ঞাত আছি এবং সদসৎ কাহাকে বলে তাহাও বিশেষরূপ জানি। তথাপি যে আমি কিজন্য এরূপ মূঢ়ের ন্যায় আচরণ করিতেছি তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছনা? আমার শরীরমধ্যে সর্ব্বদাই সেই অকলঙ্ক শশিমুখীর বিচ্ছেদহুতাশন অতি ভয়ঙ্কর ভাবে জ্বলিতেছে। সেই কামিনীর প্রাপ্তিরূপ সলিল ব্যতিরেকে সে অনল কিছুতেই নির্ব্বাণ হইবে না। এবং অগ্নি নির্ব্বাণ ভিন্ন হৃদয়ের সন্তাপও দূরীভূত হইবে না। এক্ষণে তোমার হিতোপদেশ ঘৃতাহুতির ন্যায় অধিকতর প্রজ্জ্বলিত করিবে মাত্র, ফলতঃ ত্বদীয় উপদেশবীজ ঈদৃশ উত্তপ্তক্ষেত্রে কখনই অঙ্কুরিত হইবে না। অধিক কি, যদি সেই সুখদায়িনী রাজকুমারীকে কখন প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহা হইলেই আমার এই বিষম বিরহ রোগের উপসম হইবে; নতুবা নিশ্চয় বলিতেছি এ দগ্ধজীবন হেমনলিনী উদ্দেশে সমর্পণ করিব।

কুমারের ঈদৃশ মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রিয়ব্রত তদ্বিরুদ্ধে আর দ্বিরুক্তি করিতে সাহসী হইতে পারিলেন না। অনন্তর রাজ-

তনয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন কুমার! যদ্যপি আপনি নিতান্তই এরূপ অধীর হইয়া থাকেন, তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, ত্বরায় উদ্দেশ্য সাধনে সযত্ন হওয়া কর্ত্তব্য।

এদিকে ক্রমে ক্রমে বসন্তের অবসান হইল। রাজপুত্র প্রথমতঃ শীতকালে বিলাসোদ্যানে আসিয়া ছিলেন। ক্রমে হিমঋতু অপগত হইলে, যে বসন্ত আসিয়াছিল, তাহাও প্রায় গমনোন্মুখ। আর মলয়পবন প্রবাহিত হয়না, মল্লিকা মালতি প্রভৃতি কুসুমচয়ও বিকসিত হইয়া মন হরণ করে না, কোকিলের কুহুরব ক্রমশই দুর্লভ হইল, সমস্ত প্রান্তর শস্যহীন হইয়া শূন্যময় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। উত্তপ্ত নিদাঘকাল দুরন্ত বসন্তকে অন্তরিত করিয়া মরিচীকারূপ প্রেয়সীর সহিত অবনিতলে সমাগত হইল। ক্রমেই তদীয় লক্ষণ সমুদয় লক্ষিত হইতে লাগিল, রৌদ্র অগ্নিবৎ হইল, এক সূর্য্য শত সূর্য্যের তেজ ধারণ করিল। দিনেরবেলায় বাটীর বাহির হওয়া ভার, কমলিনী ভিন্ন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের সুতীক্ষ্ণ করস্পর্শ সহ্য করে কাহার সাধ্য; দিন বড় রাত্রি ছোট, একালে প্রভাকর কমলের মধু দীর্ঘকাল পান করিয়া থাকেন; যাইতে চাহেন না, পাছে ভ্রমর আসিয়া পঙ্কজিনীকে বিরক্ত করে, রৌদ্রের সময় অম্ল মধুর দ্রব্যই সুস্বাদ বলিয়া বোধ হয়, সুখের মধ্যে এই হইল কি না ফল শ্রেষ্ঠ রসাল ফল পাকিতে আরম্ভ হইল। পথ ঘাট ধুলায় পরিপূর্ণ, নিদাঘবায়ু উত্থিত হইয়া গগণমার্গে ধূলিরাশি উৎক্ষিপ্ত করায় মধ্যে মধ্যে অসময়ে সন্ধ্যাসমাগম হইতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইল, রাজকুমারের আর অন্য চিন্তা নাই, কেমন করিয়া মালবদেশে যাইবেন, কেমন করিয়া রাজনন্দিনীকে প্রাপ্ত হইবেন, অনুক্ষণ এই উৎকণ্ঠাই বলবতী, তাঁহার নয়নযুগল, অন্য অখিল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া চিত্তপটে কেবল সেই রাজনন্দিনীর মোহিনী মূর্ত্তিই নিরন্তর দর্শন করিত, শ্রবণ, সেই রাজকুমারীর গুণকীর্ত্তন ব্যতীত আর কিছুই শুনিতে চাহিত না। রাজকুমারকে অন্যের

সহবাস আর ভাল লাগিত না, তিনি নৃপনন্দিনীর চিন্তাময়ীমূর্ত্তিকে হৃদয়ে স্থান দিয়া তাহার সহিত সহবাস করিতেই ভাল বাসিতেন। ফলতঃ রাজকুমার যাবতীয় বিষয়জ্ঞানে জলাঞ্জলি দিয়া একান্ত তদ্গত চিত্ত হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর এক দিবস বন্ধু প্রিয়ব্রতের সহিত প্রচ্ছন্নভাবে রাজকুমারী হেমনলিনীর অনুসন্ধানার্থ গমন করাই কৃতনিশ্চয় করিয়া নিশীথ সময়ে অশ্বারোহণে বহির্গত হইবেন, এইরূপ নির্দ্ধারিত হইল।

দেখিতে দেখিতে দিবাভাগ অতীত হইল, গ্রীষ্ম সময়ে প্রদোষকালে মেঘাড়ম্বর ঝড় বৃষ্টি প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, সুতরাং তদ্দিবসেও সন্ধ্যা হইতে না হইতেই পশ্চিম দিক নিবিড় নীলিমালঙ্কৃত নীরদজালে আবৃত হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে কাদম্বিনী সমস্ত গগণমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল, মেঘের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল পবন আসিয়া জগৎ আন্দোলিত করিতে লাগিল, অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হওয়ায় কিছুই উপকার হইল না, প্রত্যুত পূর্ব্বাপেক্ষা গ্রীষ্মাতিশয় অনুভূত হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে কেবল মাত্র ধূলি সকল কিয়ৎ পরিমাণে সিক্ত হওয়ায় আদ্রগন্ধ বিস্তৃত হইয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিল। একে কৃষ্ণ পক্ষীয় রাত্রি, তাহাতে আবার ঘোর ঘনঘটা, কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। ঘোর তিমিরাবৃত রজনীতে শ্যামল দলপূর্ণ শাখিসমূহে খদ্যোতকুল হীরকখণ্ডের ন্যায় জ্বলিতেছে। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ হওয়ায় বোধ হইতেছে, স্বীয় পতি সুধাকর আসিয়াছেন কি না দেখিবার জন্যই যেন যামিনী নয়ন উন্মীলিত করিতেছে; ঝিল্লীরব শ্রুতিগোচর হওয়ায় বোধ হইতেছে, যেন নিজ নায়ককে দেখিতে না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। ক্রমে নিশীথ সময়ে সহসা প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হওয়ায়, মেঘ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইল। গগণমণ্ডল পরিষ্কৃত এবং অচিরোদিত চন্দ্রমার কিরণজালে জগৎ আলোকময় হইল। রাজকুমার সময় উপস্থিত দেখিয়া

মন্ত্রিপুত্র সহ নিঃশব্দপদসঞ্চারে প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিয়া অশ্বশালায় গমন করিলেন। তথায় দুই দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া উভয়ে বিলাসোদ্যান অতিক্রম করত, প্রভাতকালীন মধুকরের ন্যায় নলিনী অন্বেষণে প্রস্থান করিলেন। লজ্জা, ভয়, মায়া প্রভৃতি সকলে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রাজকুমারকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিল, কিন্তু একমাত্র হেমনলিনীর মোহিনীমূর্ত্তি তাহাদের মধ্য হইতে নৃপনন্দনকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মালবদেশাভিমুখে লইয়া গেল। নক্ষত্র সহ চন্দ্রমা মেঘাবৃত হইলে, সহসা যেমন তমোময়ী তামসী আসিয়া জগৎ আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ প্রিয়ব্রত সহ কুমার উপবন হইতে গমন করিলে, সেইবনে শোকরূপ অন্ধকার আসিয়া প্রবিষ্ট হইল। জীবসকল নীরব, তরুগণ নিস্পন্দ, ক্রমে রজনী প্রভাতা। মানবগণ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হইল। কুমারের নিদ্রাভঙ্গ প্রতীক্ষায় কিঙ্করেরা নিরূপিত সময়ে স্ব স্ব স্থানে সতর্ক ভাবে দণ্ডায়মান রহিল। রাজসুতের শয্যা হইতে উঠিবার সময় অতীত হইল দেখিয়া, সকলেরই মনে সংশয় জন্মিল। অশুভ চিন্তা আসিয়া তাহাদের হৃদয় অধিকার করিল। ক্রমেই চিত্ত চঞ্চল হওয়ায় আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া শয়নাগারের গবাক্ষপথে দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া দেখিল যে, শশাঙ্কশূন্য অন্তরীক্ষের ন্যায় হেমপর্য্যঙ্ক রাজপুত্র বিহীন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তখন দ্রুতগমনে গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সবিশেষ নিরীক্ষণ করত, রাজকুমার বা প্রিয়ব্রত কাহাকেই দেখিতে পাইল না। অনন্তর উৎকণ্ঠিত মনে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া উদ্যানের চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। কোন স্থানেই দেখিতে পাইল না, তখন একান্ত নিরুপায় হইয়া সকলে রাজপুরীর দিকে ধাবিত, ক্রমে রাজদ্বারে উপস্থিত। মহারাজ কেশরীবীর্য্য তখন পারিষদবর্গে পরিবৃত ও সুধীগণে বেষ্টিত হইয়া রত্নসিংহাসনে সমাসীন আছেন। বোধ হইল যেন

শচীপতি অবনিপতি হইয়া প্রবল প্রতাপের সহিত ন্যায়ানুগত রাজকার্য্য সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন; এমন সময়ে প্রতিহারী সম্মুখীন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল মহারাজ! উপবন হইতে সমাগত কতিপয় ভৃত্য, আপনার পদযুগল দর্শনমানসে দ্বারে দণ্ডায়মান আছে। অনুমতি হইলে তাহাদিগকে আনয়ন করি, রাজা শুনিবামাত্র আনিতে আদেশ করিলেন এবং মনে মনে এই তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন কি কারণে উদ্যান হইতে কিঙ্করেরা সহসা সমাগত হইল, কুমারের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই। এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে তাহারা রাজ সমীপে উপস্থিত হইয়া করপুটে নিবেদন করিল মহারাজ! প্রাতঃকাল হইতে মন্ত্রিপুত্র সহ রাজপুত্র যে কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহার কিছুই অন্বেষণ করিতে পারি নাই। উপবনের সমীপবর্ত্তী সকল স্থানেই বিশিষ্টরূপ অনুসন্ধান করিয়াছি, কোন স্থানেই তাঁহাদের সন্দর্শন পাই নাই, পরিশেষে অন্য কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করিতে আসিয়াছি।

হেমরত্নখচিত সিংহাসনোপবিষ্ট মহারাজ কেশরীবীর্য্য, ভৃত্যদের বিষম বিষাক্ত বার্ত্তা-বাণে পরিবিদ্ধ হইয়া হা হতোস্মি হা দগ্ধোস্মি বলিয়া সিংহাসন হইতে অশনি পতিত অচল শৃঙ্গের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। হায়! আমার কি হইল এই বলিয়া মূৰ্চ্ছিত, ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া কাতর বচনে বলিতে লাগিলেন হায়! এখন আমি কি করি, আমার হৃদয়ের নিধি কোথায় গমন করিল। এই বলিয়া দুঃখে ও শোকে একান্ত আকুল হইয়া উঠিলেন। কখন বিলাপ, কখন মূৰ্চ্ছা, কখন বা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, হা বৎস বিজয়কিশোর! হা বৎস বিজয়কিশোর! বলিয়া বারংবার চীৎকার করিতে লাগিলেন। হা বিধাতঃ! আমার ললাটে কি এই লিখিয়াছিলে, যে অন্তিমকালে অনন্ত ক্লেশ ভোগ করিয়া আত্মঘাতী হইতে হইল। এত দিনে

বুঝিলাম আমার যাবজ্জীবন অনুতাপেই অতিবাহিত হইবে। তাহা না হইলে হৃদয়ের নিধি পুত্রধন সহসা অনুদ্দেশ হইবে কেন? এই বলিয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন, সেই সময় তাঁহাকে বিকৃত চিত্ত উন্মত্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। দীনমনে করুণবচনে পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, হা প্রাণাধিক প্রিয় বৎস! কত আরাধনা করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তোমার জন্য রাজ্যধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ত্রী সহ যোগীর বেশে বনবাসে কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলাম, হৃদয়মণে! তোমার নিমিত্ত রাজমহিষী যোগিনী হইয়া কোমলাঙ্গে বিভূতি ভূষণ ধারণ করিয়া যে, কত কষ্ট কত যন্ত্রণা পাইয়া ছিলেন, তাহা বলিবার নহে। কুলতিলক! এক্ষণে সে সমুদয় কি আকাশকুসুমরূপে পরিণত হইল। হা পুত্র বিজয়কিশোর! হা অন্ধের যষ্টি! তুমি একবার ইহাও ভাবিলে না, যে আমি ভিন্ন বৃদ্ধ পিতা মাতার সংসারে আর অন্য অবলম্বন নাই। হায়! এখন আমাকে কে মধুময় বাক্যে জনক বলিয়া আহ্বান করিবে! হা পুন্নামনরকোদ্ধারক প্রিয় পুত্র! একবার দেখা দিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর, একবার মধুময় বাক্যে জনক বলিয়া আহ্বান কর, এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে মহীপাল শোকসন্তাপে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া অবিচ্ছিন্নে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নির্ম্মল অন্তঃকরণ ঊর্ম্মিমালা শঙ্কুল ক্ষুভিত অকুল অর্ণবের ন্যায় একান্ত আকুল হইয়া উঠিল, তাঁহার সেই হৃদয়বিদারক দুঃখে সভাস্থ সকলেই শোকসাগরে নিমগ্ন হইল, নয়নজলে সভাস্থল ভাসিয়া গেল। কিশোরের কুবার্ত্তাবহ্নিতে রাজপুরী দগ্ধ হইতে লাগিল। শান্তিদেবী রাত্রিযোগেই কিশোরের অনুসরণ করিয়াছিলেন।

এদিকে রাজমহিষী চন্দ্রপ্রভা অম্বরীক্ষে তারাগণপরিবৃতা চন্দ্রপ্রণয়িণী রোহিণীর ন্যায় অন্তঃপুরে কাঞ্চনখচিত সুখাসনে যুবতী ও রূপবতী সখি সকলে বেষ্টিতা হইয়া আমোদ প্রসঙ্গে নানা

রসালাপ করিতে ছিলেন, এমন সময়ে কোন দাসী রাজ্ঞীর সম্মুখীন হইয়া সহসা কুমারের অনুদ্দেশবার্ত্তারূপ সুতীক্ষ্ণ শরে তাঁহার কোমল হৃদয়কে বিদ্ধ করিল। স্থিরজলে লোষ্ট্র নিক্ষেপণ করিলে, জলরাশি যেরূপ বিচলিত হয়, রাজ্ঞীর হৃদয়ও সহসা সেইরূপ আন্দোলিত হইয়া উঠিল, শ্রবণমাত্র কুঠারছিন্ন বিশাল শালযষ্টির ন্যায় এবং সুরলোক ভ্রষ্টা সুরনারীর ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিতা হইলেন। নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল, দশদিক অন্ধকারময় দেখিলেন, মস্তকে করাঘাত ও দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে কহিলেন, হা বৎস বিজয়কিশোর! হা হৃদয়নন্দন! তুমি কোথায়? একবার আসিয়া সেই চন্দ্রমুখে মা বলিয়া আমার শ্রবণে সুধা বর্ষণ কর। জীবনসর্ব্বস্ব! আমি এক মুহূর্ত্তও তোমার চন্দ্রবদন না দেখিতে পাইলে জগৎ অন্ধকারময় বোধ করি, চতুর্দ্দিক শূন্য দেখি, বৎস! নিমেষমাত্র তোমার সানন্দ আনন না দেখিলে যুগ-সহস্র বলিয়া বোধ হয়। হায়! আমি কোন্ প্রাণে এক্ষণে তোমার বিরহবেদনা সহ্য করিব, বৎস বিজয়! তুমি ভিন্ন এ অভাগিনীকে মা বলিয়া ডাকে জগতে এমন আর কেহই নাই। চন্দ্রমণে! তুই যে আমার অনেক দুঃখের ধন, কত দেবদেবীর আরাধনা, কত যাগ যজ্ঞ করিয়া যে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, তোমার জন্য কত কষ্ট কত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, সে সমস্ত কি বিস্মৃত হইয়াছ। তোমার অদর্শন অপেক্ষা মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। বিজয়কিশোর! তোমাকে উদরে ধারণ করিয়া আমার কি এই হইল, জীবনের জীবন! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কাহাকে মাতৃ সম্বোধনে সুখী হইয়াছ? প্রিয়দর্শন! তুমি যে আমার ক্ষীরকণ্ঠ তোমার বিবাগী হইবারত এ বয়স নহে। ক্ষুধা হইলে কে তোমাকে আহার দিবে? কেহইবা পিপাসার সময় শীতল জল আনিয়া দিবে? হা মাতৃ বৎসল! তোর দুর্ভাগা জননীর ক্রোড় যে শূন্য রহিয়াছে। বৎস! তোমার মধুমাখা বচনপরম্পরা আর কি আমাকে আনন্দিত

করিবে না? হা অভাগিনীর জীবনধন! হা চন্দ্রপ্রভানন্দবর্দ্ধন! বৎস তোমা ব্যতিরেকে আমি আর কি লইয়া গৃহে থাকিব! আমি কার মুখশশী দর্শন করিয়া প্রাণ ধারণ করিব। বিজয়! তোমার মুখশশী আমি যে দিন না দেখি সে দিন আমার দিন গেল কি রাত্রি গেল কিছুই বুঝিতে পারি না। জীবনধন! আমি যে তোমায় দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করিলাম, এতদিন লালন পালন করিলাম, কত কষ্টে তোমায় মানুষ করিলাম, তাহার কি এই ফল লাভ হইল। হা বিধাতঃ! তোর মনে কি এই ছিল। হা দেবি ভগবতি! তোমাকে এত সাধনা করিয়া পরিশেষে কি এই ফল ফলিল। হা দগ্ধ প্রাণ! এখনও বহির্গত হইতে বিলম্ব করিতেছ কেন? এ পাপ দেহের মায়া কি ভুলিতে পারিতেছ না। হা প্রিয়পুত্র বিজয়কিশোর! তুমি কোথায়? এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে রাজ্ঞী মূর্চ্ছিতা হইলেন। সখিরা অবিরত শীতল বারি সেচন ও তালবৃন্ত বীজন করিতে লাগিল।

মন্ত্রীও প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র প্রিয়ব্রতশোকে অত্যন্ত অধীর হইয়া নানাবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন; জলদের জলধারার ন্যায় নয়ন হইতে অনবরত বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। মুখে নিরন্তরই কেবল হা পুত্র প্রিয়ব্রত! হা কুমার বিজয়কিশোর! এই বাক্য। মন্ত্রিপত্নী কুমুদ্বতী রাজকুমারের এবং নিজ পুত্রের অন্তর্ভেদী অতি নিদারুণ নিরুদ্দেশ সম্বাদরূপ অশনিপাতে ভূতলশায়িনী এবং মূর্চ্ছার বশবর্ত্তিনী হইয়া নিরতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। কখন বক্ষঃস্থলে করাঘাত, কখন শিরঃকুট্টন, কখনবা হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করত মৃতপ্রায় ধরাশয্যায় পড়িয়া রহিলেন। সখিরা নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে শান্ত্বনা করিতে লাগিল।

ক্রমে দিনমণি ব্রহ্মর্ষি প্রদেশের দুঃখ দেখিতে না পারিয়াই যেন অস্তাচল চূড়াবলম্বন করিলেন। শশাঙ্কবিরহে কুমুদিনীর ন্যায় রাজধানী কুমারবিচ্ছেদে শ্রীহীনা ও মলিনা হইয়া অতি দুঃখে অবস্থিতি

করিতে লাগিল। সেই দুরন্ত যামিনীতে রাজপুরী শবাকার পৌর-গণে পরিবৃত হইয়া মধ্যে মধ্যে ফেরু রবের ন্যায় চীৎকার শব্দে অতি ভীষণ হইয়াছিল। ফলতঃ সেই দিন হইতেই রাজ্যের সুখ-শশী শোকঘনে সমাচ্ছাদিত হইল। সকলেই নিরানন্দ। রোদনধ্বনি, আর্ত্তনাদ ও অশ্রুজল ব্যতীত রাজ্যের অন্যবিধ যাবতীয় পদার্থই অস্তমিত হইল। হা হতবিধে! তোর মনে কি এই ছিল। যে রাজ্য সকল সুখের স্থান বলিয়া প্রতীয়মান হইত, ইন্দ্রপুরী বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিত, সেই স্থানে অদ্য শোকসন্তাপ ব্যতীত আর কিছুই অনুভূত হয় না।

অনন্তর সুবিজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শী সচিব, স্বীয় ধৈর্য্যগুণে প্রিয়পুত্র প্রিয়-ব্রতের অশুভ সম্বাদজনিত চিত্তচাঞ্চল্য কথঞ্চিৎ অপনীত করিয়া মহারাজের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং ধূলিধূসরিত ধরাপতিত পৃথিবীপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন। মহারাজ! এ সময় যদিও আমার কোন বাক্য প্রয়োগ করা অনুচিত, তথাপি কিঞ্চিৎ বলিতে বাসনা করিতেছি। আপনি জ্ঞানবান্ ও অগাধ ধীশক্তিসম্পন্ন, কোন বিষয়ই আপনার অবিদিত নাই। ভবাদৃশ জ্ঞানরাশির এককালীন শোকাভিভূত হওয়া অকর্ত্তব্য। বিবেচনা করুন, এই অনিত্য সংসারে সুখ দুঃখ কুলালচক্রের ন্যায় নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে। এই সংসারাশ্রমে কখন সুখ কখন দুঃখ। শোকে শরীর নষ্ট ও মনোবৃত্তি সকল নিস্তেজ হইতে থাকে, বুদ্ধি মলিন হয়; অতএব শোকের কারণ উপস্থিত হইলে তৎপ্রতীকার সাধনে তৎপর হওয়াই যুক্তিযুক্ত। পুরাকালে কত শত রাজকুমার কোন না কোন কারণবশতঃ জনক জননীর অজ্ঞাতসারে অনুদ্দেশ হইতেন এবং অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া বহু দিবসের পর পুনর্ব্বার বাটী প্রত্যাগমন করিতেন, অতএব রাজপুত্রদিগের যৌবনাবস্থায় ঈদৃশ ঘটনা নূতন নহে। এ বিষয়ের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। আরও বিবেচনা করিয়া দেখুন, কুমার কিছু একাকী গমন করেন নাই,

প্রিয়ব্রত নিশ্চয়ই তাঁহার অনুগামী হইয়াছে। বিপদের অবস্থায় একেবারে শোকের বশীভূত হওয়া অনুচিত। এক্ষণে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া শোকের শান্তি করাই বিধেয়। অতএব আমার বিবেচনায় কয়েকজন বলবান্ অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করুন, তাহা হইলে অচিরাৎ রাজনন্দনের অনুসন্ধান পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

সচিবের ঈদৃশ নীতিগর্ভ হিতোপদেশ বাক্যে রাজা কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। রাজাজ্ঞায় বলবান্ অশ্বারোহীগণ দ্রুতগতি-অশ্বে আরূঢ় হইয়া রাজপুত্রের অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে গমন করিল। বনে, প্রান্তরে এবং লোকালয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিল কিন্তু অন্য কোথাও তাঁহার অনুসন্ধান না পাইয়া ক্রমে মালব দেশাভিমুখে গমন করিল।

মালবদেশ অতি বিখ্যাত স্থান। এই দেশের অন্তর্গত উজ্জয়িনী নামে নগরী আছে, যাহার অনতিদূরে নানা লতাপাদপ পরিশোভিত বিবিধ ধাতুরাগরঞ্জিত অত্যুন্নত বিন্ধ্যাগিরি অবিরত সুপক্ক ফল এবং সুবাসিত শীতল সলিল ও স্নিগ্ধ ছায়াদানে পথশ্রান্ত পান্থদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা শরীরসন্তাপ নিবারণ করত বিরাজ করিতেছে। সিপ্রানদী বিন্ধ্য হইতে বিনির্গত হইয়া উজ্জয়িনীকে উজ্জ্বল করত প্রবাহিত হইতেছে, সিপ্রানদীর তরঙ্গসঙ্গি সুশীতল সমীরণে উজ্জয়িনী সততই শৈত্যময়। নবোদিত চন্দ্রমা দর্শন করিলে হৃদয়ে যেরূপ আনন্দের উদ্রেক হয়, পরম শোভাশালিনী উজ্জয়িনীকে দর্শন করিলেও তদ্রূপ মনে আনন্দ জন্মে, এই নয়নানন্দদায়িনী নগরী প্রবল প্রতাপান্বিত অশেষ গুণ সম্পন্ন অতি বদান্য রাজা বীরসেনের রাজধানী ছিল। মহীপতি বীরসেন প্রজারঞ্জন বিষয়ে অতি বিচক্ষণ, শরণার্থীদিগের শরণ্য এবং একান্ত গম্ভীর স্বভাব ছিলেন, তাঁহার ভুজদ্বয় সুদীর্ঘ বক্ষঃস্থল অতি বিশাল ছিল। ফলতঃ মহারাজ এরূপ রূপবান্ ছিলেন যে পুরুষের যাবতীয় লক্ষণই তাঁহাতে সুন্দররূপে লক্ষিত

হইত; এমন কি সুরাঙ্গনারাও তাঁহার অভিনব যৌবনশ্রী সততই প্রার্থনা করিতেন। তিনি ভূলোকে অবস্থিতি করিয়াও স্বর্গের সুখানুভব করিতেন। সরস্বতী ও লক্ষ্মী যদিও স্বভাবতই স্বতন্ত্র স্থান অবলম্বন করিয়া থাকেন তথাপি তাঁহারা সাপত্ন্যরূপ চিরবিরোধ পরিহার পূর্ব্বক উভয়েই যুগপৎ রাজাকে আশ্রয় করিয়া যারপরনাই প্রীতি অনুভব করিয়াছিলেন। ভূপতি প্রভাকরের ন্যায় অপ্রতিহত কর-প্রভাবে বন্ধুরূপ কমলদল উল্লাসিত এবং রিপুকর্দ্দম পরিশুষ্ক করত পরমানন্দে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন।

রাজার অনুপম রূপলাবণ্য সম্পন্না বিলাসবতী নাম্নী এক প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন, যেরূপ অযোধ্যাধিপতি রাজা রামচন্দ্রের সীতা ও সত্যবানের সাবিত্রী, রাজা বীরসেনের বিলাসবতীও তদ্রূপ, পতিপরায়ণা লক্ষ্মী নারায়ণকে লাভ করিয়া যেমন চিরসুখিনী, তরঙ্গিনী যেমন মহাসাগরকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিতা হয়েন তদ্রূপ বিলাসবতী রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া যারপরনাই সুখানুভব করিয়াছিলেন, রাজা ও রাজ্ঞী প্রথমতঃ নিরপত্যতা নিবন্ধন অনেক দেব দেবীর আরাধনা করিয়া অবশেষে শুভদিনে শুভলগ্নে এক কন্যা-রত্ন লাভ করিয়াছিলেন। পুণ্যবতী বিলাসবতীর রত্নগর্ভ হইতে কন্যারত্ন সম্ভূত হইলে শারদীয় পূর্ণশশধরের ন্যায় সদ্যোজাত সেই সুতার শরীর জ্যোতিতে গৃহ আলোকময় হইল। দশদিক প্রসন্নমূর্ত্তি ধারণ করিল, নববালার লাবণ্যময়ীতনু চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, কন্যাকৃত সংস্কার হইলে সুমার্জ্জিত চন্দ্রকান্ত মণির ন্যায় অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন। ভ্রমর ভ্রমরী যেমন প্রফুল্লিত সহকারতরু পরিত্যাগ করিয়া কদাচ বৃক্ষান্তর আকাঙ্ক্ষা করে না তদ্রূপ রাজা ও রাজ্ঞীর দৃষ্টি সতত কন্যার মোহিনী মুর্ত্তিতেই অনুরক্ত ছিল, যতবার দর্শন করিতেন ততবারই অভিনব বোধ হইত। দর্শনলালসা কিছুতেই নিবৃত্ত হইত না কন্যার কমনীয় অঙ্গ সমুদয় কমলের ন্যায় কোমল এবং কাঞ্চনের ন্যায়

কান্তি সম্পন্ন বলিয়া রাজা দুহিতার নাম হেমনলিনী রাখিলেন। চপলা ও সরলা নামে তাঁহার সমবয়স্কা দুই সখি ছিল।

রাজদুহিতা প্রিয়সখি চপলা ও সরলার সহিত আমোদ প্রমোদে এবং বিবিধ বাল্যলীলায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে শৈশবকাল অতিবাহিত হইলে রাজা কন্যার বিদ্যাশিক্ষা নিমিত্ত একজন সুশীলা ও সুপণ্ডিতা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। হেমনলিনী স্বীয় বুদ্ধিবলে অচিরকাল মধ্যেই নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলেন। ক্রমে বাল্যকাল অতিবাহিত হইল, নবোদিত যৌবন তপনের করসংসর্গে মুকুলিত হেমনলিনীর মোহিনী মূর্ত্তি ক্রমশঃবিকসিত হইতে লাগিল। তখন তিনি মধুপূর্ণ সহস্র দল পদ্মের ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিলেন, হৃদয়সরোবরে কমল কোরক বিনিন্দিত কুচদ্বয় প্রকাশিত হইল। যৌবনরূপ বর্ষার সমাগমে তদীয় তনু-তরঙ্গিনীতে উজ্জ্বল লাবণ্যপ্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। রাজনন্দিনীর এতাদৃশ অঙ্গসৌন্দর্য্য যে কল্পনাতেও তাহা স্থির করা যায় না, ফলতঃ রমণীরত্ন সৃষ্টি বিষয়ে বিধাতার যে অসামান্য শিল্প নৈপুণ্য ছিল, রাজনন্দিনী হেমনলিনীই তাহার অদ্বিতীয় উদাহরণস্থল।

রাজবালা যখন জলধর সমাচ্ছন্ন অমানিশার ন্যায় অসিতচিক্কণ সুদীর্ঘ কেশপাশে কবরী বন্ধন করিয়া তাহাতে সমুজ্জ্বল হীরকখণ্ড মণ্ডিত হেমময় কুসুমদাম যোজিত করিতেন তখন বোধ হইত যেন নবীন নীরদে শত শত সৌদামিনী স্থিরভাবে যুগপৎ দীপ্তি পাইতেছে। সুবিমল পঙ্কজকুল তদীয় উজ্জ্বল বদনের উপমান হইতে পারে নাই কারণ অরবিন্দ রজনীতে মলিন হয়, কিন্তু রাজনন্দিনী হেমনলিনী সর্ব্বদাই বিকসিত। কমলমুখীর মুখের এরূপ স্নিগ্ধ ও কমনীয় আভা যে দেখিলে বোধ হইত যেন বিশ্ববিধাতা সুধাকর হইতে সারাংশ লইয়া সেই বিমল আস্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন ; সেই জন্যই সুধাকরে গহ্বর পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। ভ্রূযুগল বক্রভাবে

বিস্তীর্ণ এবং সন্ধিস্থলে উভয়ে সংশ্লিষ্ট। নয়নদ্বয় শ্রুতিযুগল পর্য্যন্ত আয়ত ও প্রভাশালী, যেন নীলোৎপলের সারভাগ দিয়া গঠিত হইয়াছে। নয়নাঙ্গন, শ্বেতকমলের অভ্যন্তরস্থ দলের ন্যায় শুভ্র, তন্মধ্যে নীলমণির ন্যায় তারকা প্রকাশমান। অপাঙ্গদেশ ঈষৎ আরক্ত। শুকচঞ্চু বিনিন্দিত উন্নত নাসিকা। কম্বুর ন্যায় গ্রীবা-দেশ, অথচ অতিশয় কোমল। কোকনদ নিভাযুক্ত প্রবালের ন্যায় ওষ্ঠাধর, স্নিগ্ধ ও সুবাসিত। শ্রবণযুগলে মণিময় কুণ্ডল দোদুল্যমান হইয়া এক একবার রাজকুমারীর সুকোমল কপোলদেশ স্পর্শ করায় বোধ হইতেছিল যেন, কুণ্ডল স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া আবার ভয়ে ভীত হইয়াই স্বস্থানে জীবন সার্থক করত প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। কণ্ঠদেশে কবিত্ব, সংগীতবিদ্যা ও সত্যবাক্যের চিহ্ন স্বরূপ তিনটি রেখা বিরাজিত ছিল। বাস্তবিক হেমনলিনী তিন বিষয়েই মূর্ত্তিমতী। উল্লিখিত রেখাত্রয় হীরকখচিত হীরণ্ময় কণ্ঠাভরণে আবৃত। তন্নিম্নে বহুমূল্য মুক্তাহার নাভির ঊর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত দোদুল্যমান, দেখিলে বোধ হয় যেন শ্বেতগঙ্গা সুমেরু নিন্দিত কঠোরকুচদ্বয় অতিক্রম করিয়া নাভিসিন্ধুতে সঙ্গত হইতে উদ্যত। কুচদ্বয় কঠোর অথচ কমলকোরকের ন্যায় কোমল। কুচাগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ হওয়ায় বোধ হয় যেন মধুপ মধুপান করিবার জন্যই বিকশিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। তরল অথচ বিমল সুবর্ণনিভ সুগোল ভুজযুগল। করকমলে চম্পককলিকা সম অঙ্গুলি সকল সুশোভিত। কোটিদেশ এরূপ ক্ষীণ ও বর্ত্তুলাকার যে দিবাকর নিশাকরও লজ্জায় মধ্যে মধ্যে রাহুর করালগ্রাসে জীবন দিতে উদ্যত হয় কেশরীর ত কথাই নাই। সুগোল ও সুললিত গুরুনিতম্বে সমুজ্জ্বল মণিমণ্ডিত মেখলা, যেন চন্দ্রমা তারাগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। নিতম্বের তুলনা খুঁজিয়া মিলে না। উরুযুগল সুগোল ও সুবর্ণাভা বিশিষ্ট। রাজনন্দিনী যখন সনূপুরপদযুগল বিন্যাস করিতেন তখন মরালের গমন ও ধ্বনি উভয়ই তিরস্কৃত হইত। আহা! পদতলেরইবা কি

অনুপম শোভা, রক্তোৎপল যেন জল ত্যাগ করিয়া কুমারীর পদতল আশ্রয় করিয়াছে।

মহারাজ বীরসেনের অন্তঃপুরের সহিত সম্মিলিত এক অপূর্ব্ব উদ্যান ছিল। উদ্যানের চতুর্দ্দিকে অত্যুন্নত সিতপাষাণ নির্ম্মিত প্রাকার, তাহার উপরিভাগ তরঙ্গাকৃতি এবং স্থানে স্থানে কনকময় কলস সকল সংস্থাপিত। দেখিতে অতি রমণীয় ও লোচনানন্দকর, উদ্যান নানাবিধ কুসুমিত ও ফলবান্ তরুতে পরিশোভিত। স্থানে স্থানে ললিত লতানিকুঞ্জ। মধ্যস্থলে এক মনোহর সরোবর নানাবিধ জলজ পুষ্পে সুশোভিত। উদ্যানটীকে নন্দনবন বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। তথায় ক্ষণকাল অবস্থান করিলেই মন প্রফুল্লিত হয়, হৃদয় নব নব ভাবে পরিপূর্ণ হইতে থাকে। নয়নের আশা কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না যতবার দেখা যায় ততই অভিনব দৃষ্ট হয়। উদ্যান সর্ব্ববিধ উদ্ভিদে সমাকীর্ণ। বর্ত্তমানে সেরূপ উদ্যান অতি বিরল। সরোবরের সমীপবর্ত্তী শ্বেতপ্রস্তরে প্রস্তুত প্রশস্ত রমণীয় ভবন। বহুমূল্য মণিময়পদার্থে ভবনসুসজ্জিত। ভবনে তত্তৎকালীয় ভারতবর্ষস্থ রাজা ও রাজকুমারদিগের প্রতিমূর্ত্তি সমুদয় লম্বমান। গৃহটী দর্শন করিলে দেবরাজ ইন্দ্রের বিশ্রামভবন বলিয়া প্রতীতি জন্মে। রাজা কখন কখন সস্ত্রীক এই ভবনে আসিয়া বিলাস করিতেন। অলিন্দে বহুবিধ কুসুম বৃক্ষ সকল স্বর্ণ ও রজতপাত্রোপরি শ্রেণীবদ্ধরূপে সংরক্ষিত। সংক্ষেপে বলিতে হইলে উদ্যানটী স্বভাবেরও শোভার আদর্শ স্বরূপ।

আহা! বিধাতার কি অলৌকিক ঘটনা। তাঁহার কার্য্যের কেমন আশ্চর্য্য নিয়ম। ব্রহ্মর্ষিদেশাধিপতি রাজা কেশরীবীর্য্যের পুত্র বিজয়কিশোর যে শীতঋতুতে মন্ত্রিপুত্র প্রিয়ব্রত সহ উপবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, মালবদেশ-রাজনন্দিনী হেমনলিনীও ঠিক সেই সময়ে মাতার আদেশক্রমে প্রিয়সখি সরলা ও চপলার সহিত উল্লিখিত উদ্যানে উপস্থিত হইয়া নানা

আমোদ প্রমোদে কালযাপন করিতে লাগিলেন। শীতঋতুর আধিক্য হেতু সে সময় উদ্যানস্থ কোন বৃক্ষই বিকসিত বা কুসুমিত ছিল না। উত্তরানিল বাহিত হইয়া কি সবল কি দুর্ব্বল প্রাণী মাত্রকেই কম্পিত কলেবর করিল। দিবাভাগে নভোমণ্ডল কুজ্‌ঝটিকাজালে সমাচ্ছন্ন। নিশিযোগে শিশিরপতনে শশী আভা হীন। দুর্জ্জয় ঋতু তেজস্বীদিগেরও গর্ব্ব খর্ব্ব করিল। বৃক্ষ সকল শোভাহীন ও কুসুমহীন, দুই একটি পুষ্প দেখা যাইতে লাগিল বটে কিন্তু তাহাও মধুবিরহিত। সরোবর কমলশূন্য, তরু সকল দলহীন, ময়ূরময়ূরী নৃত্য বিস্মৃত হইল। এই সময়ে রাজবালা সখীদ্বয়ে পরিবৃতা হইয়া বিশুদ্ধ নানাবিধ আমোদ প্রমোদে কখন বা শাস্ত্রপ্রসঙ্গে কখন বা ঐতিহাসিক উপাখ্যান ও উপকথালাপে পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে দুরন্ত বসন্ত রাজসুতার জন্যই যেন অভিনব কুসুম সমূহ বিকসিত করিয়া উদ্যানে আবির্ভূত হইলেন দিনকর উত্তর দিকে গমন করিবার জন্য রথেরঅশ্ব পরিবর্ত্তিত করিয়া মলয়পর্ব্বত পরিত্যাগ করিলেন। তুষার নিরাকৃত ও প্রাতঃকাল একান্ত সুনির্ম্মল হইল। বৃক্ষ সকল নবপল্লবিত ও পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। কোকিলকুল আনন্দিত, হংস সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ জলকেলিতে নিযুক্ত। অলিকুল বসন্তপ্রতিপালিত কমলিনীকে লাভ করিল। বিকসিত কুসুমমধুগন্ধে উদ্যান আমোদিত হইল। নিয়ত প্রিয়তম সহযোগে কৃশাঙ্গী কামিনীর ন্যায় রজনী বসন্তসহবাসে একান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িল। হিমকর নীহারবিরহে একান্ত সুনির্ম্মল করপ্রসারণে অনঙ্গকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। মল্লিকা, আশ্রয়বৃক্ষের কিশলয়রূপ অধরমধু পান করত দর্শকদিগের মন উন্মত্ত করিয়া তুলিল। বসন্তরাজ, রাজনন্দিনীর মন ভুলাইবার জন্য উদ্যানে সর্ব্বদা নৃত্য, গীত, বাদ্য আরম্ভ করিলেন। মন্দমারুতহিল্লোলে আন্দোলিত সরোবরের তরঙ্গশব্দ বাদ্য তুল্য হইল। কোকিলের

কুহুস্বর ও ভ্রমরের গুণ্ গুণ্ ধ্বনি গীতের কার্য্য করিতে লাগিল ময়ূরময়ূরীগণ নৃত্য করিয়া হেমনলিনীর মন হরণ করিল।

রাজবালা সমবয়স্কা চপলা ও সরলার সহিত উদ্যানের অনুপম শোভা সন্দর্শন করিয়া যারপরনাই আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। ক্রমে কুমারী মন্মথের প্রধান লক্ষ্য হইলেন। তাঁহার সরল চিত্ত বিচলিত হইল। আহা! জীবগণের অবশ্যম্ভাবী শুভাশুভ বিষয়ে বিধাতার অমোঘ ইচ্ছা যে দিকে প্রবাহিত হয় সেই দিকেই জীবের চিত্ত বাতকুণ্ডলিকার অনুগামী শুষ্ক তৃণ পর্ণাদির ন্যায় ধাবমান হইয়া থাকে। একেত নবযুবতী বলিয়া হেমনলিনীর নিয়তই নবরসের আবির্ভাব, তাহাতে আবার বসন্তকাল এবং রমণীয় উদ্যানে অবস্থিতি। বিচল চিত্ততার সকল উপকরণ গুলিই রাজকুমারীতে বিদ্যমান। হেমনলিনী সুশীলা ছিলেন, সতত সদালাপেই কালযাপন করিতেন। কিন্তু যাবতীয় পথই বিধাতৃ বিহিত। তিনি যে আশ্চর্য্য নিয়মাবলী জীবের প্রতি প্রয়োগ করিয়া রাখিয়াছেন কাহার সাধ্য তাহার মর্ম্মভেদ করে। শৈশবাবধি সাধু সহবাস থাকিলেও বিষম যৌবন সমাগমে স্বভাবের ভাবান্তর অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। সম্প্রতি নলিনীতেও তাহাই ঘটিল। রাজনন্দিনী শান্তপ্রকৃতি হইয়াও কালপ্রভাবে সহসা অপ্রকৃতিস্থ হইলেন অচঞ্চল চিত্ত চঞ্চল হইল। সময় পাইয়া ঋতুরাজের প্রধান সেনা মলয়মারুত নলিনীর হৃদয়স্থিত সরল বুদ্ধিবল্লীকে কম্পিত করিতে লাগিল! মধুকরনিকর তাঁহার অঙ্গগন্ধে মোহিত হইয়া কুসুমমধুপান পরিহার পূর্ব্বক তাঁহারই দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। নবরসে তাঁহার দেহ ভারাক্রান্ত ছিল এই সকল উৎপীড়নে যন্ত্রণা প্রবল হইয়া উঠিল। মনোমধ্যে নানাবিধ সংশয় উপস্থিত। রাজবালার সরল অন্তঃকরণে গুপ্ত ভাবে রসনদী প্রবল বেগে প্রবাহিত হওয়ায় ধৈর্য্যতট প্লাবিত হইয়া গেল। কৌমুদীপূর্ণ শারদীয় চন্দ্রমা যেরূপ আপনার নৈসর্গিক শোভা ত্যাগ করেন না

তদ্রূপ তিনিও তাঁহার স্বাভাবিক আনন্দ পরিত্যাগ করিলেন না। পাছে প্রিয়সখীরা তাঁহার স্বভাবের বৈপরীত্য দর্শন করিয়া ক্লেশ পায়, এই বিবেচনা করিয়া মনের ভাব মনেই গোপন করিয়া রাখিলেন।

একদিন দিবাভাগে আহারান্তে হেমনলিনী রমণীয় বিলাসভবনে হেমমণ্ডিত পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট আছেন। আন্তরিক উৎকণ্ঠা প্রবল হইলেও বাহ্যস্ফূর্ত্তি প্রকাশ পূর্ব্বক সখীদ্বয় সমভিব্যাহারে আমোদ প্রমোদ করিতে ছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই অলিন্দে পদ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অলিন্দের এক পার্শ্বে আসীন হইয়া বামকরে কপোলদেশ সংস্থাপন পূর্ব্বক উদ্যানের শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিনমণি প্রণয়িণী পদ্মিনীর প্রেমজলধি মন্থন করিয়া তেজোহীন হইলেন। অলস অঙ্গ পশ্চিমদিকে পতিত হইল। সরোজিনী যেন উর্দ্ধমুখে তাঁহার গমনপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে দিনমণি যখন চক্ষুর অগোচর হইলেন তখন সরোজিনী যেন অভিমানিনী হইয়াই মস্তক অবনত করিলেন। নলিনীর ভাব দর্শনে হেমনলিনীর যন্ত্রণা দ্বিগুণতর বৃদ্ধি পাইল। সময় পাইয়া বসন্তরাজ, অস্ত্রশস্ত্রসুসজ্জিত সৈন্যসামন্তে সমবেত হইয়া উদ্যানের মধ্যে প্রবল প্রতাপে আস্ফালন করিতে লাগিলেন। সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত। সুমন্দ মলয়মারুত সুরভি কুসুমচয়ের অন্তরস্থ রেণুসকল হরণ করিয়া অলিন্দোপবিষ্টা নলিনীর অঙ্গ সমুদয় রঞ্জিত করিয়া তুলিল। অলকা আকর্ষণ করিয়া কুরঙ্গনয়ন ঢাকিয়া ফেলিল। কঠোর কুচদ্বয়ের আবরণ এমন কিছুতেই রক্ষা করিতে পারেন না বসন্তানিলের এবম্বিধ উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পরিশেষে উঠিয়া পড়িলেন। মধুপ সকল কমলমধু পান করিবার নিমিত্ত গুণ্ গুণ্ রবে দলে বসিয়া মধুপানে নিযুক্ত হইল। অকপোচ্ছিন্নী মধু ভাল লাগিবে কেন? আবার ইতস্ততঃ উড়িতে লাগিল। অন্যান্য দিন ত তাহারা ঐ

উচ্ছিষ্ট মধু পান করিয়া থাকে, তবে অদ্য কেন তাহাতে ঘৃণা জন্মিল। তাহার কারণ এই, নব নব সুখই সকলের প্রার্থনীয়। তাহারা প্রত্যহই শুদ্ধ নলিনীর মধুপান করিয়া থাকে অদ্য হেমনলিনীর অধরমধু পানে ধাবিত হইল। কোকিল রসাল তরুশাখায় বসিয়া চক্ষু আরক্ত বর্ণ করত কুহুধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইল।

হেমনলিনী ঋতুরাজের এই সকল অসহনীয় উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া অতিশয় অধীরা হইলেন। কিছুতেই আর সেই স্থানে থাকিতে পারিলেন না। অল্পে অল্পে ভবনাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া পর্য্যঙ্কোপরি আসীন হইলেন। সখীদ্বয় কার্য্যান্তরে নিযুক্ত হইল, সন্ধ্যার প্রাক্‌কাল উপস্থিত, ধরাতলে রৌদ্র নাই, দিবাকরের অপ্রখর করজাল কেবলমাত্র দূরস্থ মহীধরশৃঙ্গকে আলিঙ্গন করিতে ছিল। বিলাসভবনে তখনও অন্ধকার প্রবেশ করিতে পারে নাই, ভবনস্থ সকল বস্তুই সুন্দররূপ দেখা যাইতে ছিল। বস্ত্রমধ্যগত অগ্নিকণার ন্যায় দুরন্ত বসন্ত, কুমারীর হৃদয় স্তরে স্তরে দগ্ধ করিতে ছিল, লজ্জায় ম্রিয়মানা হইয়া কি ভাবিতে ছিলেন এমন সময়ে রাজকুমারী হঠাৎ মস্তক উন্নত করিয়া ভবনস্থ রাজা ও রাজকুমারদিগের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। এক একখানি করিয়া সকল গুলি দেখিলেন। অনন্তর পর্য্যঙ্ক হইতে নামিয়া প্রতিমূর্ত্তি সকলের নিকট চক্ষু লইয়া দেখিতে লাগিলেন। কুমার তুল্য সুকুমার বিজয়কিশোরের মোহনমূর্ত্তি তাঁহার নয়নে নিপতিত হইল। কুমারের উৎফুল্ল নয়নকমল কুরঙ্গাক্ষীর নয়নের সহিত মিলিল। আন্তরিক ভাবমাত্রই নয়নের ভাবে বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। আহা! প্রকৃত অনুরাগের কি অনুপম কার্য্য। ইহার অঙ্কুরোদয়ে নায়কনায়িকার প্রীতিপ্রফুল্লনেত্র এরূপ রমণীয় ভাব ধারণ করে যে কথা না কহিলেও আন্তরিক ভাব আপনাপনি প্রকাশ পাইয়া যায়। রাজকুমারী পুনঃ পুনঃ প্রতিমূর্ত্তিখানি দেখিতে লাগিলেন। নয়ন পরিতৃপ্ত হইল না আবার দেখিলেন কিছুতেই ক্ষোভ মিটিল না। প্রতিমূর্ত্তির

নীচে কুমারের নাম অঙ্কিত ছিল, পড়িয়া শরীর শিহরিয়া উঠিল, আবারও পড়িলেন শেষে জপমালা হইল। ক্রমে কুমারী আত্মবিস্মৃতা হইলেন কুমার যেন সম্মুখে উপস্থিত দেখিতে লাগিলেন। হৃদয়, মন, দেহ সমস্ত অর্পণ করিলেন। মিলিত জীবন হইয়া তাঁহার সুখদুঃখের ভাগিনী হইবেন বলিয়াই প্রতিশ্রুত হইলেন। অনন্তর পর্য্যঙ্কে আসিয়া বসিলে, সমস্তই স্বপ্নাবলোকিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

ইত্যবসরে সখী সরলা কোন কার্য্যোপলক্ষে ভবনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। বিজয়ধ্যানাবলম্বিতা নলিনী চমকিয়া উঠিলেন। এতক্ষণ একরূপ অজ্ঞান অবস্থাতেই ছিলেন, কারণ বিজয়চোর তাঁহার জ্ঞানরত্ন হরণ করিয়াছিল এক্ষণে জ্ঞানের উদয় হওয়ায় বিজয়-বিচ্ছেদাগ্নি সহসা তাঁহার হৃদয়কন্দরে জ্বলিয়া উঠিল। একে বসন্তের প্রবল পীড়ন, তাহাতে আবার বিজয়ের বিচ্ছেদানল, সমধিক দগ্ধ করিতে লাগিল। কোমলাঙ্গী বালিকার প্রাণে আর কত সহিবে। দুঃসহ ক্লেশ আর সহ্য করিতে না পারিয়া লজ্জাকে বিজয়-বিরহানলে ভস্মীভূত করিয়া নভোমণ্ডল পরিভ্রষ্ট নক্ষত্রমালার ন্যায় পর্য্যঙ্ক হইতে পতিতা ও সংজ্ঞাশূন্যা হইলেন। শরীরে সাত্ত্বিকভাবের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল, দেহ বিকম্পিত ও এমনই উত্তপ্ত হইল যে, প্রতি লোমকূপ হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল বহিষ্কৃত হইতে লাগিল। নাসিকা হইতে অনলমিশ্রিত অনিলের ন্যায় অনবরত দীর্ঘনিশ্বাস নির্গত হইতে লাগিল। নয়নজলে যেন স্বর্ণের কমল ভাসিতে লাগিল, হেম অঙ্গ ধূলিধূসরিত হইল, কনকপুষ্প-শোভিত কবরিবন্ধন বিমুক্ত হইল। কাদম্বিনী নিন্দিত সুবেণী সকল মন্ত্রৌষধি প্রভাবে তেজোহীন ফণিনীর ন্যায় কুণ্ডলাকৃতি ধারণ করিল। অনলোত্তপ্ত সলিলের ন্যায় দেহ হইতে অবিরত স্বেদজল বহিষ্কৃত হইতে লাগিল। নীলকণ্ঠনিভ পট্টবসন স্বেদজলে সিক্ত হইয়া গেল, অকলঙ্ক মুখশশী কৃষ্ণপক্ষীয় শশীর ন্যায় ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল, করকমল নিদাঘকালীন সরোবরস্থ সরোজের

ন্যায় আরক্ত হইল। মুক্তাহারশোভিত কঠোর কুচদ্বয়ের উপরে চুচুকরূপ কালভ্রমর থাকায় বোধ হইল যেন কুমারীর অন্তরস্থ বিজয়-বিচ্ছেদানলের ধূম উঠিতেছে।

চপলা ও সরলা সহসা রাজনন্দিনীর অসম্ভাবনীয় ভাবান্তর দর্শন করিয়া যেন উন্মাদিনী প্রায় হইল। শিরে যেন বজ্রাঘাত হইল, আয়ত লোচনে চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দর্শন করিতে লাগিল। সরল অন্তরে কুচিন্তাগরল আসিয়া প্রবেশ করিল, স্বচ্ছ মানসসরোবর সহসা সংশয়শৈবালে সমাচ্ছন্ন হইয়া আনন্দ অরবিন্দকে আবরণ করিল। মৃগনয়ন হইতে দরদরিত জলধারা পতিত হইয়া হৃদয়স্থ কুচ-পদ্মকে প্লাবিত করিল। উভয়ে এইরূপ ভাবে কিয়ৎকাল রাজকুমা-রীকে অবলোকন করিয়া হায়! কি হইল, একি সর্ব্বনাশ এই বলিয়া করু-ণস্বরে রোদন করিতে লাগিল। সরলা কহিল চপলে! কই ইতি-পূর্ব্বে কুমারীর অঙ্গেত কোন ব্যাধির লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই, তবে কেন সহসা এ বিষম কুলক্ষণ নিরীক্ষণ করিতেছি। স্বর্ণময়ীর স্বর্ণ-কান্তি কেন কলঙ্কিত দর্শন করি। সখি! এত জ্বরের লক্ষণ নয়, তাহা হইলে কদম্বকুসুমের ন্যায় দেহ কণ্টকিত হইবে কেন? এ সক-লই সাত্বিক ভাবের আবির্ভাব; দেখ বাতাহত সহস্রদলপদ্মের ন্যায় কোমল কলেবর মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতেছে। সখি! তবে কি শরীরে বিষময় বিষম বিরহ চিহ্ন? তাহাইবা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। সেরূপ হইলে অবশ্যই আমাদের নিকট প্রকাশ করিতেন, এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিয়াও রাজকুমারীর রোগের কারণ ও মনের ভাব কিছুই বুঝিতে না পারায়, তাহাদের নয়ন হইতে অবিরল ধারায় বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। অনন্তর রাজবালাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, রাজনন্দিনি! সহসা আপনার শরীরে এরূপ ভাবান্তর হইবার কারণ কি? বিকসিত মুখপঙ্কজ মুকুলিত কেন? হেম-কান্তি কলেবর ধরায় কি জন্য? চন্দ্রাননি! আপনার নয়ন কি নিমিত্ত নিমীলিত হইয়া অনবরত অশ্রুজল মোচন করিতেছে?

শরীরের চম্পকপ্রভা কি জন্য পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে? কুমারি! আমরা আপনার চিরানুগতদাসী, আমাদের নিকট মনের ভাব ব্যক্ত করিতে লজ্জা কি? বলিলে বরং তাহার প্রতীকার হইবারই সম্ভাবনা।

কুমারী অপেক্ষাকৃত চেতনালাভ করিয়া হৃদয়তস্কর বিজয়কিশোরের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে সখীদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়সখি সরলে! চপলে! অকারণ আমার জন্য কেন রোদন করিতেছ? আমাতে কি আবার আমি আছি, চিত্রপটাঙ্কিত ঐ রাজনন্দন আমার জীবন মন সমস্ত অপহরণ করিয়াছেন; এখন আমাতে কেবল দেহমাত্র অবশিষ্ট আছে। যে পর্য্যন্ত আমি ঐ মোহনমূর্ত্তি না পাইব তাবৎকাল ধরণীজননীর অঙ্কে অবস্থিতি পূর্ব্বক মূর্ত্তিকে হৃদয়মন্দিরে বসাইয়া অনশনে একাগ্রমনে আরাধনা করিব, নয়নজলে স্নান করাইব, ক্রন্দনকুসুমে পাদপদ্ম পূজা করিব, অনুতাপঅগুরুচন্দন তাঁহার কোমল অঙ্গে মাখাইব, অবশেষে বিরহানলে জীবনকে আহুতি প্রদান করিয়া পূজাবিধি সম্পন্ন করিব। সখিগণ! সেই চিত্তচোরকে পাইবার জন্য আমি মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়াছি; অতএব নিবারণ করিতেছি বারম্বার আমাকে বিরক্ত করিওনা, এই বলিতে বলিতে কুমারী উচ্ছলিত বিরহবেগ সম্বরণ করিতে অসমর্থা হইয়া পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিতা হইলেন। সখীরা সরোবর হইতে সত্বর সুশীতল মৃণাল ও শৈবাল আনয়ন করিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

এইরূপ ভাবে কৌমুদীভূষিতা রজনীর ত্রিযাম অতীত হইল, ক্রমে শেষযাম উপস্থিত, পৃথিবী নিস্তব্ধ, কেবলমাত্র মলয়মারুতের সন্ সন্ শব্দ ও সময়ে সময়ে এক একটি বিহঙ্গমের পক্ষবিধূনন শব্দ ও কাহার কাহার বা অপরিস্ফুট স্বর শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। যোগিগণ যোগাসন হইতে উত্থিত হইয়া ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সিপ্রানদীর তীরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। শশধর-

প্রণয়িনী কুমুদিনীর প্রেমসুধা পান করিয়া বিয়োগবিধুরাঅবলা কুলবালাদিগের দেহ দহন পূর্ব্বক আস্তে আস্তে পশ্চিমদিকে গমন করিতে লাগিলেন। অভিসারিকা নায়িকারা নায়কের মনস্তুষ্টি করিয়া সবেগে ভবনের দিকে ধাবিতা হইল। অলিকুল মধুপানে মত্ত হইয়া গুণ্ গুণ্ রবে বসন্তের গুণ গান করিতে লাগিল। ক্রমে রজনী প্রভাতা। সখীদের সেবায় রাজতনয়া চেতনা লাভ করিলেন। মুখে কেবল বিজয়কিশোর, ! হায় আমার হৃদয়ের নাথ বিজয় কিশোর কোথায়। সখি! আমার সুখের নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া কে এমন নিদারুণ মর্ম্মবেদনা দিল? কে আমার নয়নের মণি হরণ করিয়া আমাকে অন্ধ করিল? আমার হৃদয় ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন বিজয় রত্নকে কে চুরি করিল? সহচরি! আমার জীবন না লইয়া জীবিত নাথকে কে লইল তোমরা বলিতে পার? সখি! আর কি আমার হৃদয়াকাশে বিজয়শশী উদিত হইবে না? এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে নয়নজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল। হৃদয়ের বসন শিথিল হইয়া ধরায় পতিত হইল। অধরপল্লব উৎকম্পিত ও নাসিকা হইতে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হইতে লাগিল। কেশপাশ স্খলিত হইল। উভয় সখীতে কেহবা নয়ন জল প্রোক্ষন, স্তন মণ্ডলে বসনাচ্ছাদন ও কেহবা স্রস্ত কেশপাশ সংযত করিতে লাগিল। বিষম বিরহ সন্তপ্তা রাজতনয়া সমদুঃখ সখিদ্বয় সহ সে দিবা সেইরূপেই অতিবাহিত করিলেন। রজনী উপস্থিত হইলে কুমারী বিজয়কিশোরকে উদ্দেশ করিয়া নানারূপ আক্ষেপ করত বলিতে লাগিলেন। হা হৃদয় নাথ! অধীনী কি পুনর্ব্বার আপনার অনুপম ভুবনমোহন রূপ নিরীক্ষণ করিতে পারিবে? হা চিত্তহর! অভাগিনীর শ্রবণযুগল কি আপনার বাক্যামৃত পান করিয়া আর পরিতৃপ্ত হইবেনা? হা হৃদয়বল্লভ! আপনার সুকোমল পদপাঙ্কজের পরিচর্য্যায় কি দাসীর করদ্বয় নিযুক্ত হইবেনা? ইত্যাকার বহুবিধ বিলাপের পর সে রজনী প্রভাতা হইল।

এইরূপে কতক দিন গত হইতে লাগিল। শশিমুখী রাজকুমারী কৃষ্ণপক্ষীয় চন্দ্রমার ন্যায় দিন দিন অবসন্ন হইতে লাগিলেন। শরীরে কঙ্কালমাত্র সার হইল ; কিন্তু তথাপি লাবণ্যের কোন অপচয় হয় নাই। হিমানীসিক্ত পদ্মিনীর ন্যায় শোভাশালিনী হইলেন। এক দিন রজনীযোগে রাজনন্দিনী সখিদ্বয় সহ অলিন্দে উপবিষ্টা ছিলেন, জ্যোৎস্নাময়ী পূর্ণিমার রজনী। বসন্তানিল উদ্যানস্থ বৃক্ষসকলকে কাঁপাইয়া সুমন্দ বহিতেছিল। কুমারী, বিজয়কিশোর-সম্বন্ধে নানাকথাপ্রসঙ্গে সখিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখি! যেরূপ ব্রহ্মার কতিপয় ক্ষণে দেবতাদিগের এক যুগ তদ্রূপ সম্ভোগী যুবকযুবতীগণের কতিচিৎক্ষণে বিরহিণীদিগের এক যুগ বলিয়া নিরূপিত না হয় কেন? এই নিদারুণ বিরহযন্ত্রণা সংসারের মধ্যে কোন্ ব্যক্তিকে না আক্রমণ করিয়াছে? অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেখ গিরিশভাবিনী সতী পতির বিচ্ছেদানলে সন্তাপিতা হইয়া সুশীতলতা লাভের জন্যই হিমালয় হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ত্রিলোকগুরু মহাদেবের ললাটপটে নয়নচ্ছলে প্রিয়ার বিরহানল নিরন্তর ধক ধক রূপে জ্বলিতেছে। প্রিয়সখি! আমার বোধ হয় বহ্নিসন্তাপ হইতেও বিরহসন্তাপ অতি গুরুতর। তাহা না হইলে পতিব্রতাগণ দুর্ব্বিসহ বিরহসন্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া পতির সহিত চিতানলে প্রবেশ করিবে কেন? অনন্তর সহসা শশাঙ্কের প্রতি কুমারীর দৃষ্টি পতিত হওয়ায় সঙ্গিনীগণকে কহিতে লাগিলেন সহচরি! আকাশে কি অরুণের উদয় হইয়াছে? সখি! নিশাতে ত ভানুর উদয় সম্ভব নহে। তবে কি দাবানল, তাহাই বা কি রূপে সম্ভব হয়, সেত অরণ্যেই হইয়া থাকে। সখি! তবে কি উহা দেবরাজের বজ্র, তাহা হইলেও ত নীরদের সঞ্চার হইত। প্রাণাধিকে! আমার বোধহয় ভুজঙ্গীরূপা যামিনী নভোমণ্ডলে মস্তকের মণি রাখিয়া আমার জীবনপবন ভক্ষণ করিতে সমাগত হইয়াছে।

সরলা ও চপলা কুমারীর ঈদৃশ ভাব দর্শন করিয়া হাস্যাননে

সাদর সম্ভাষণ পুরঃসর তাঁহাকে কহিলেন কুমারি! আপনি কি উন্মত্তা হইয়াছেন? জানেন না কি, গগণস্থ ঐ উজ্জ্বল পদার্থের নাম চন্দ্র। শ্রবণমাত্র অমনি কুমারী কহিলেন সখি! তবে তুমি ঐ চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করদেখি ঐ নিষ্ঠুর কোন্ গুরুর সমীপে এরূপ দহন করিতে শিখিয়াছে? মহাদেব হইতে, কি বাড়বানল হইতে? হে সখি! তুমি আমার বাক্যে ঐ দেবাধমকে জিজ্ঞাসা করদেখি ঐ পামর কি নিমিত্ত বিরহিণীবধরূপ দুষ্কর্ম্ম আচরণ করে? যদি ঐ দোষাকর নিশাকর নিজ জন্মভূমির মহত্ত্বকেও গণনা না করে, না করুক, কিন্তু যে স্থানে উহার অবস্থিতি সেই হরশিরের মহিমা কি বিস্মৃত হওয়া উচিত? হা চন্দ্র! যে সময় অগস্ত্যমুনি সমুদ্র পান করিয়াছিলেন তোমাকেও যদি সেই সঙ্গে উদরস্থ করিতেন তাহা হইলে অবলা বিরহিণীরা তোমার উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ পাইত। সখি! তোমাকে এক পরামর্শ বলি গৃহমধ্য হইতে আমার দর্পণ আনয়ন কর এবং নিজহস্তে এক লৌহময় মুদ্গার ধর যখন ঐ চন্দ্র দর্পণমধ্যে প্রবেশ করিবে তখন অবলা অহিতকারী ঐ দেবাধমকে আঘাত করিয়া চূর্ণ করিবে আর যেন উহার মুখ দেখিতে না হয়। প্রিয় সহচরি! এত তিরস্কারেতেও যখন উহা আমার প্রতি দৌরাত্ম্য করিতে ছাড়িতেছে না, তখন আমি উহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছি। আর কিছুই নয় বিরহানলে আমার দেহ ভস্মসাৎ হইলে সেই ভস্মদ্বারা স্বীয় কলঙ্ক মার্জ্জনা করত অকলঙ্ক হইবে, পাপাত্মা এইরূপ মনন করিয়াছে।

নিতান্ত বিরহাকুলা রাজবালা চন্দ্রকে নানা প্রকার তিরস্কার করণান্তর হৃদয়স্থ দুর্নিবার্য্য মদনকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে অনঙ্গ! তোমাকে দেব বংশাবতংস কে বলে? তোমার মত কৃতঘ্ন ত আর নাই, আমাকে আশ্রয় করিয়া আমাকেই দহন করিতেছ? তুমি কি জাননা, বিশ্বাসঘাতকতা অপেক্ষা আর গুরুতর পাপ কিছুই নাই। বিশ্বাসহন্তার নরকেও স্থান হয় না! রে নির্ব্বোধ মদন!

তোর কি এ বোধ নাই যে আশ্রয় বিনষ্ট হইলে আশ্রিত জনও বিনষ্ট হয়। যে গৃহে বাস কর তাহাতেই অগ্নি দেওয়া কি তোমার দেবতা ধর্ম্ম। রে দুর্ম্মতে মন্মথ! তুই যদি মহাপাতকী না হইবি? হর কোপানলে ভস্মীভূত হইলে পতিপরায়ণা রতি কেন তোর অনুমৃতা হয়নাই? হে স্মর! তোমার প্রকৃত ভাব কিছুই বুঝিতে পারি না। তুমি নিষ্ঠুর নও কারণ তাহা হইলে আমাকে এতক্ষণ নষ্ট করিতে, সকরুণও নও, তাহা হইলে তোমার কর হইতে শরাসন স্খলিত দেখিতে পাইতাম। তুমি নির্ম্মম বলিয়াই বিধাতা তোমাকে পুষ্পময় বাণ প্রদান করিয়াছেন। যদি অন্য কোন বাণ প্রাপ্ত হইতে তাহা হইলে এই জগৎ অচিরে রসাতল যাইত। একে রাজনন্দিনীর বিম্বাধর প্রিয়তমের অধর রসাভাবে পরিশুষ্ক ছিল, তাহাতে আবার এই সকল বাক্য প্রয়োগ করায় তাঁহার অধরপল্লব অতিশয় পরিম্লান হইল, বোধ হইল যেন কন্দর্প কুমারীর অপ্রিয় বাক্যে অবমানিত হইয়া তাঁহার প্রতি শোষণবাণ নিক্ষেপ করিলেন। রাজবালা মন্মথের শরে পরিবিদ্ধ হইয়া অচৈতন্যাবস্থায় ধরাশায়িনী হইলেন। চপলা ও সরলা কখন কুমারীর স্তনমণ্ডলে সুস্নিগ্ধ কমলদল বিন্যাস, কখন হৃদয়ে তালবৃন্ত বীজন, কখন বা শরীরে চন্দন লেপন করিতে লাগিল। রাজকুমারী এইরূপ দুঃসহ বিরহযন্ত্রণা অনুভব করত যার পরনাই অসুখে দিনযামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজপুত্র বিজয়কিশোর মন্ত্রিপুত্র প্রিয়ব্রত সঙ্গে অশ্বারোহণে বিলাসোদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মালবদেশ রাজনন্দিনীর উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। কুমারীর প্রাপ্ত্যাশারূপ অমূল্য মণি পথের কেবলমাত্র সম্বল। সঙ্গী কেবল অনম্বারণীয় সাহস ও বল মাত্র। কুমারের মন ত পূর্ব্বেই গমন করিয়াছিল, দারুণ বিরহানলে দেহ সন্তপ্ত ছিল, কুমারীর প্রণয়সরোবরে সেই দগ্ধ দেহকে শীতল করিবার জন্য হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া গমন

করিতে লাগিলেন। আহা! কুমার নবীন প্রেমিক বইত নহেন, প্রেম যে অকুলজলধি বিশেষ তাহা ত জানেন না, ইহার পারে যাইতে হইলে যে কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা, কত শত দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে হয় তাহা একবার মনেও ভাবিলেন না। ভাবিবেনই বা কেমন করে, তাঁহার মন ত তাঁহাতে তখন ছিল না। আহা! রাজকুমার যখন নানা বিপদাকীর্ণ ভীষণ পথিমধ্যে গমন করিতে লাগিলেন তখন পথশ্রমে তাঁহার সুবর্ণনিন্দিত বর্ণ বিবর্ণ হইয়া আসিল। কমলের ন্যায় কোমল কলেবর আরক্ত বর্ণ হওয়ায় বোধ হইল যেন কমলের শোভা সংহৃত করিয়াছেন বলিয়াই, প্রভাকর প্রখর করদ্বারা তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছে। আহা কি দুঃখের বিষয়! একে বিচ্ছেদহুতাশনে শরীর অহরহ দগ্ধ হইতেছে, তাহাতে আবার প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের দৌরাত্ম্যে যন্ত্রণার একশেষ হইল। এই রূপে উভয়ে কখন তরুমূলে উপবেশন, কখন বা অশ্বারোহণে মন্দ গতিতে গমন করিতে লাগিলেন। হায় বিরহ কি ভয়ঙ্কর! ইহার প্রভাবে মন সততই চঞ্চল থাকে, একস্থানে ক্ষণকাল মাত্রও অবস্থিতি করিতে দেয় না। মরিব কি বাঁচিব এ জ্ঞান থাকে না। অমূল্য জীবনধনেও মায়াহীন হইতে হয়। কুমার কোন ক্লেশকেই ক্লেশ বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন না। নানা কষ্ট সহ্য করিয়া দিন দিন বন, উপবন, গিরিসঙ্কট ও দুর্গম স্থান সকল অতিক্রম করিতে লাগিলেন। রজনীযোগে তরুতলে তৃণশয্যায় বাহু উপধান করিয়া শয়ন করিতেন, কিন্তু নিদ্রা হইত না। যে যামিনীতে কুমার স্বপ্ন সন্দর্শন করেন, সেই সময় হইতেই নিদ্রা চক্ষুর অন্তরাল হইয়াছিল, সেই সময় হইতেই কুমার পানাহার বিবর্জ্জিত হইয়াছিলেন। তবে কেবলমাত্র কুমারীর নামামৃত পান করিয়া যথাকথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতেছিলেন।

এক দিন উভয়ে গমন করিতে করিতে তৃণ ও তরুবিহীন বালুকাকণা সমাচ্ছাদিত কালান্তের বাসস্থান তুল্য অতি ভয়ানক এক প্রান্তর ভূমিতে আসিয়া পড়িলেন, তখন দিবাকর সহস্রকর

বিস্তার পূর্ব্বক মস্তকোপরি বিরাজ করিতেছেন। বালুকাকণায় সূর্য্যের অংশুজাল পতিত হওয়ায়, বোধ হইল যেন অতি বিস্তীর্ণ জলাশয় প্রান্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে। পিপাসার্ত্ত কুরঙ্গ সকল জলভ্রমে সেই দিকে ধাবিত হইয়া জীবনধন বিসর্জ্জন দিতেছে। প্রিয়ব্রত সহ রাজকুমারও বিচ্ছেদপিপাসা শান্তি করিবার জন্য মৃগের ন্যায় সেই দিকে ধাবিত হইলেন। অনলোত্থিত ধূমের ন্যায় চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। স্বেদজলে শরীর সিক্ত হইয়া আসিল। নীলোৎপল নয়ন রক্তোৎপল হইল। শরীর ঘূর্ণায়-মান, ঘনরস সমাচ্ছন্ন অশনি পতনের ন্যায় কুমার অশ্ব হইতে পতিত হইলেন। পতিত হইবামাত্র অগ্নিকণাসদৃশ বালুকাকণা সকল তাঁহার কোমলাঙ্গ দগ্ধ করিতে লাগিল। হা নির্ম্মম বিধে! যাঁহার অন্তরে তুষানলের ন্যায় বিচ্ছেদানল প্রবিষ্ট হইয়া যারপরনাই যন্ত্রণা দিতেছে; তাহার উপর আবার বিষম বিবস্বানের উৎপীড়ন, কি আশ্চর্য্য! কুমারকে সহসা বিকলাঙ্গ হইয়া অশ্বহইতে পতিত দেখিয়া, বিশুদ্ধ বান্ধব প্রণয়াসক্ত প্রিয়ব্রত তদ্দণ্ডেই নিজ তুরঙ্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রাণাধিক রাজকুমারকে অঙ্কে গ্রহণ করত উত্তরীয় বসনদ্বারা বীজন করিতে লাগিলেন। আহা! প্রিয়ব্রত যখন শিথিলাঙ্গ রাজকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন, বোধ হইল যেন প্রান্তরস্থ মরীচিকা সরোবরে রক্তোৎপল দ্বয় ভাসমান হইল। প্রিয়ব্রতের পদযুগল দগ্ধ ও সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মিত হইলেও তরুবরের ন্যায় স্বকীয় ছায়া প্রদানে সূর্য্যোত্তাপ নিবারণ করিতে লাগিলেন। নলিনি তুমি এক্ষণে কোথায় আছ? তোমার বিরহে কুমারের কি অবস্থা ঘটিয়াছে এই সময় আসিয়া একবার দেখ? অনন্তর অন্তরীক্ষে সহসা একখান মেঘ উদিত হইয়া সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলিল, বোধ হইল যেন দেবোপম কুমারদ্বয়ের কষ্ট দর্শন করিয়া দেবরাজ স্বীয় বাহনদ্বারা সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিলেন। ক্রমে কুমার অপেক্ষাকৃত লব্ধবল হইয়া অশ্বো-পরি আরোহণ করত মন্ত্রিপুত্র সহ মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে জলদদল সহ বর্ষাকাল সমুপস্থিত. নভোমণ্ডল সতত নব নীরদ নীলাম্বরে আচ্ছন্ন, ধারাধর হইতে নিরন্তর ধারা পতিত হইয়া পথ ঘাট পঙ্কময় করিয়া তুলিল। মেঘের অতি ভয়ঙ্কর গভীর গর্জ্জনে জীব সকল কম্পিত। জগৎ সর্ব্বদা মেঘাবৃত থাকায় একরূপ অন্ধকারময়। কেবল মধ্যে মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ী বিদ্যুম্মালা ভুবনকে উজ্জ্বল করিতেছে। নদী সকল পয়োধর সহযোগে নবযুবতীর ন্যায় অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করত অহঙ্কারে হেলিয়া দুলিয়া গমন করিতে লাগিল। মদমত্ত করিণীর ন্যায় বিষম যৌবনমদে উন্মাদিনী হইয়া সৈকত ভূমি প্লাবিত ও নিজ কূল ভগ্ন করিতে উদ্যতা হইল। নবঘন দর্শনে শিখণ্ডীকুল মনের উল্লাসে বিচিত্র চিত্রিত পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। পিপাসার্ত্ত চাতক অন্তরীক্ষে উড্ডীন হইয়া নব নীরপানে পরিতৃপ্ত হইল। বর্ষার নূতন জল পাইয়া মণ্ডুকমণ্ডলী মাতিয়া উঠিল। দিবাবিভাবরী মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় খাল, বিল, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা, জলাশয় প্রভৃতি জলে পরিপূর্ণ হইল। বিষম নিদাঘতাপে পরিশুষ্ক তৃণ, লতা, তরু প্রভৃতি নবাঙ্কুরিত ও নব পল্লবিত হওয়ায় বোধ হইল যেন বসুন্ধরাদেবী নানা বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া বর্ষাঋতুর মন ভুলাইতেছেন। কেতক ও কদম্বের কুসুম-সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইল। আতা, আনারস, পেয়ারা প্রভৃতি ফল সকল পাকিয়া উঠিল। কৃষকেরা মনের উল্লাসে সিক্ত-বাসে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিল।

মন্ত্রিপুত্র সহ রাজকুমার, পথিমধ্যে প্রাবৃট কালের এই সকল অসহ্য ক্লেশ ভোগ করত গমন করিতে লাগিলেন। ক্লেশের অবধি রহিল না। কখন অশ্ব সহ পঙ্কে পতিত, কখন বা তুরঙ্গমের গ্রীবা অবলম্বন করিয়া স্রোতস্বতী উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। কোন সময়ে বৃক্ষের শাখা ভগ্ন হইয়া মস্তকে পতিত হইতেছে; কোন সময়ে করকা বর্ষণে দেহ জর্জ্জরীভূত হইতেছে। দেহের জল দেহেই শুষ্ক হইতেছে, কিন্তু নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিতেছে। এইরূপে কএক

দিন অতিবাহিত হইলে পর, এক দিবস অপরাহ্ন সময় তাঁহারা নিবিড় শ্বাপদ সমাকীর্ণ বিশাল তরুলতা সমাচ্ছন্ন এক ভীষণ অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একে বর্ষাকাল তাহাতে আবার সম্মুখে সায়ং সময়। চতুর্দ্দিকে হিংস্র জন্তু সকল বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। রাত্রিযোগে তাহারা যে ভীষণ হইয়া উঠিবে তাহার আর সন্দেহ কি? অরণ্যানী দর্শনে কুমার ও প্রিয়ব্রত জীবনের আশা ও তৎসহ জীবনের জীবন নলিনী প্রাপ্তাশা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। অশ্বদ্বয়কে নিকটস্থ এক অশোক তরুমূলে বন্ধন করিয়া উভয়ে তথায় উপবিষ্ট হইলেন। অধ্বশ্রমে একান্ত ক্লান্ত তাহাতে আবার সমস্তদিন অনাহার। কুমারকে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর দেখিয়া প্রিয়ব্রত বনবৃক্ষ হইতে ফল আনয়ন করিতে গমন করিলেন। রাজপুত্র বারম্বার নিষেধ করিলেন, তথাপি শুনিলেন না। তিনি ফলানয়ন করিতে প্রস্থান করিলে, কিছুকাল পরেই সহসা পশ্চিমদিক হইতে একখান নীলবর্ণের মেঘ উঠিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত গগণ মেঘে আবৃত হইয়া গেল। অকালে সন্ধ্যা ভ্রম হইতে লাগিল। জলধরদেহ অবলম্বন করিয়া সৌদামিনী মুহুর্মুহুঃ নৃত্য করিতে লাগিল। গভীর ঘন গর্জ্জনে সকলেই কম্পিত। উত্তরোত্তর ঘোর ঘনঘটার বৃদ্ধি ভাবই লক্ষিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই প্রবল ঝঞ্ঝাবাত সহ অবিরল ধারায় বারি বর্ষণ হইতে লাগিল। সন্ধ্যা সমাগমেই ঘোরতর অন্ধকার। কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, এই ঘোরা রজনীতে ভীষণ অরণ্য মধ্যস্থ অশোক তরুমূলে কুমার একাকী উপবিষ্ট, আপনার কি হইবে এবং প্রাণসম প্রিয়ব্রতেরইবা কি হইল, ইহার কোন চিন্তাই তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই, একমাত্র নলিনী চিন্তাই প্রবল। সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় কিন্তু নলিনীচিন্তায় তাঁহার হৃদয় আলোকময়। ক্রমে রজনীর সঙ্গে সঙ্গে ঝড়বৃষ্টিও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অদূরস্থ অশ্বদ্বয় অশনিপাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল, কুমার স্বচক্ষে দর্শন করিলেন। এবং তদ্দ

শনে ভয়ে ভীত ও কম্পিত কলেবর হইয়া অশোক তরুমূল হইতে যেমন উত্থিত হইবেন অমনি পবনের প্রবল বেগে যে কোথায় গমন করিলেন, তাহার কিছুই নির্ণয় রহিল না।

রত্নাভিলাষী যদ্রূপ রত্ন উত্তোলন করিবার নিমিত্ত মহাধন প্রাণধনের আশা বিসর্জ্জন দিয়া কুজ্ঝটিকাসমাচ্ছন্ন অপার পারাবারে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার অনুসন্ধান করে; কুমারের ক্ষুধা শান্তির কারণ মন্ত্রিপুত্র প্রিয়ব্রতও তদ্রূপ নিজ জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া জীবনাধিক কুমারের জীবনরক্ষার্থ ফলানুসন্ধানে অসীম দুর্গম বনমধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করিলেন। কতক্ষণে তাপিতচিত্ত ক্ষুধার্ত্ত রাজসুতকে ফল প্রদান করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিব, বিশুদ্ধ প্রণয়াসক্ত প্রিয়ব্রতের মনোমন্দিরে এই চিন্তাই বলবতী। আহা কি দুঃখের বিষয়! একে ত ঘোরা তামসী, তাহাতে আবার গগণমার্গে ঘন ঘনজাল পরিব্যাপ্ত হইয়া গভীর গর্জ্জন করিতেছে, কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, মধ্যে মধ্যে বজ্রপাতনের অতি ভয়ঙ্কর ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। বর্ষোপল সহ অবিশ্রান্ত জল বর্ষণ হইয়া তাহার দেহ জড়ীভূত করিয়া তুলিল। কুমারানুগত প্রিয়ব্রত এই সকল দুঃসহনীয় দুঃখকে দুঃখ জ্ঞান না করিয়া কিরূপে রাজকুমারের প্রাণ রক্ষা করিবেন, সত্যব্রত সাধুদিগের ঈশ্বরভাবনার ন্যায় এই চিন্তাই তাঁহার হৃদয়ে সতত জাগরূক হইতে লাগিল। তাঁহার কষ্টের শেষ রহিল না, কখন মহীরুহে মস্তক সংস্পর্শ হওয়ায় ঘূর্ণায়মান হইয়া ধরাশায়ী হইতেছেন, ক্ষণকাল পরেই উত্থিত হইয়া হায়! কুমারের কি হইল বলিয়া রোদন করিতেছেন, পরক্ষণেই আবার তাড়িতের আনুকূল্যে বৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া মন্দ মন্দ গতিতে গমন করিতে উদ্যত হইতেছেন; সর্ব্বশরীর কণ্টকবিদ্ধ হইতেছে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই, রাত্রিচর পশুগণ গভীর নিনাদে বন আন্দোলিত করিতেছে একবার ফিরিয়াও চাহিতেছেন না, মুখে কেবল রাজনন্দনকে ফল প্রদান করিতে পারিলাম না, আমার মত নরাধম

জগতে আর কে আছে, অনবরতই কেবল এইরূপ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হওয়ায় ফল-শালী বোধে সিংহশাবক যেমন অচলে উত্থিত হয়, তিনিও তদ্রূপ অবলীলাক্রমে তাহাতে আরোহণ করিলেন। ফল অন্বেষণে নিযুক্ত হইতেছেন, এমন সময়ে অনিলাঘাতে অবলম্বিত শাখাদ্বয় সহ ভূতল-শায়ী হইলেন। শরীরে যৎপরোনাস্তি আঘাত লাগিল, প্রাণ ওষ্ঠা-গত হইল, জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন। বড় আশা ছিল কুমার-কে নলিনী সহ মিলাইয়া সার্থকজীবন হইবেন, সে আশায় এক্ষণে জলাঞ্জলি দিলেন। প্রিয়ব্রত ক্রমে অপেক্ষাকৃত লব্ধবল হইয়া নিক-টস্থ গিরিগুহায় প্রবেশ করিলেন। শরীরে শোণিতস্রোত প্রবাহিত, নাসিকায় ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস, বক্ষঃস্থল কম্পমান। স্বীয় শরীরে অশেষ যন্ত্রণা হইলেও কুমারের কি হইল এই চিন্তাই চিত্ত অধিকার করিয়া বসিল। হায়! আমি কেন তাঁহাকে একাকী রাখিয়া আসিলাম, কেনইবা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া না আনিলাম, আমি কি নিষ্ঠুর, প্রাণাধিক স্বর্ণবিহঙ্গকে ভীষণ ভয়শঙ্কুল বিপিনরূপ ব্যাধহস্তে অনা-য়াসে সমর্পণ করিয়া আসিয়াছি। আমার মত নির্দ্দয় নরপিশাচ আর দ্বিতীয় নাই। হায়! কুমারবিরহে এখনও আমি জীবিত আছি। আমি আর কি সেই বিয়োগবিধুর রাজসুতের দর্শন পাইব। এতদিনে কি জগদীশ্বর আমার অকৃত্রিম অনুপম অমল প্রণয়পথের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। এইরূপ বহুবিধ বিলাপানন্তর প্রিয়ব্রত নভোমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন রজনীর শেষাবস্থা, নক্ষত্র সকল প্রভাহীন, দুই একটি পক্ষী নিড়াভ্যন্তর হইতে মুখ বহির্গত করিয়া উষাদেবীর প্রতীক্ষা করিতেছে। গগণমার্গে জলদদল স্ববল প্রকাশ পূর্ব্বক খণ্ড খণ্ড হইয়া স্বস্থানে গমন করিতে লাগিল।

প্রিয়ব্রত আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। দুর্ব্বল কেশরি-শিশুর ন্যায় শেষা রজনীতে শশব্যস্ত হইয়া কুমারানুসন্ধানে গিরিগুহা

হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। অনিলোপদ্রবে শাখিশাখা সকল ভগ্ন হইয়া পথাবরোধ করিয়াছে। বিপৎকালে কোন বাধাই বাধা বলিয়া বোধ হয় না। তিনি শার্দ্দূলশাবকের ন্যায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরুবর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনরূপেই স্থান নিরাকরণ করিতে পারিলেন না। তখন শিরে করাঘাত পূর্ব্বক করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ক্রমাগত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে পূর্ব্বদিক পরিষ্কৃত হইয়া আসিল। মন্ত্রিপুত্র অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ক্রমে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন অশনিপাতে অশ্বদ্বয় মৃত্যুশয্যায় পতিত রহিয়াছে। ভূকম্পের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ভূমি সহসা কম্পমান হইল, চঞ্চলচিত্তকে কুমারবিষয়িণী কুচিন্তাজালে ঢাকিয়া ফেলিল। অন্তঃকরণে কুমারের পুনর্দ্দর্শনাশা এককালে তিরোহিত হইল। মণিবিচ্যুত ফণীর ন্যায় চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কোন দিকেই কুমারের মোহন মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি অর্কশূন্য অবনীর ন্যায় জলশূন্য গভীর সাগরের ন্যায় চন্দ্রহীন রজনীর ন্যায় সমস্তই অন্ধকারময় দর্শন করিতে লাগিলেন। জীবিত দেহে অগ্নিসংযোগে যেরূপ যন্ত্রণা অনুভূত হয়, প্রিয়ব্রত বিজয়চিন্তায় তদ্রূপ অস্থির হইয়া উঠিলেন। ধূলিলুণ্ঠিত দেহে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে প্রিয়তমের উদ্দেশে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অরণিকাষ্ঠ যেমন অগ্নি উদ্গার করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহার নেত্র হইতে বহুকাল সঞ্চিত অশ্রু উদ্গত হইতে লাগিল। প্রবল শোকানলে তাঁহার বিশাল লোচন ও পূর্ণচন্দ্রসুন্দরবদনমণ্ডল ছিন্নবৃন্ত পঙ্কজের ন্যায় একান্ত ম্লান হইয়া আসিল। করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কৃপানিধান! আমি যে আপনার চিরানুগত, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় আছেন? আমি যে অকূল সাগরে ভাসিতেছি, একবার আসিয়া দেখা দিউন। রে পাষাণ হৃদয়! কুমারের মোহন

মূর্ত্তির অদর্শনে এখনও বিদীর্ণ হইলি না। নলিনি! তুমি কি আমার প্রাণাধিক রাজকুমারকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছ? কেন আমাকে বলিয়া গেলে না? কুমার! আপনি কি আমাকে শঠ ও কপটপ্রণয়ী বোধে বনমধ্যে বিসর্জ্জন দিয়া গমন করিয়াছেন? একবার দেখা দিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল করুন।

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে প্রিয়ব্রত উন্মত্ত প্রায় হইলেন। জ্ঞানশূন্য হইয়া কি চেতন কি অচেতন সম্মুখে যাহাকে দর্শন করেন, তাহাকেই কুমারের কথা জিজ্ঞাসা করেন। কখন বনদেবীকে, কখন তরু সকলকে, কখন বা মহীধরকে সম্বোধন করিয়া কুমারের কুশল জিজ্ঞাসা করেন। উন্মাদাবস্থায় গমন করিতে করিতে ক্লেশের অবধি রহিল না। কখন পঙ্কে প্রবিষ্ট, কখন বা হ্রদে পতিত, কোথাও বা লতায় জড়িত ও কণ্টকে ক্ষতদেহ হইতে লাগিলেন। নানা বন, উপবন, পর্ব্বত, গুহা প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দিবাভাগে পর্য্যটন এবং রজনীকালে তরুতলে দূর্ব্বাদলোপরি বাহু উপধান করিয়া বিজয়চিন্তা, এইরূপে দিন যামিনী অতিবাহিত হইতে লাগিল। কোথায় যাইতেছেন, কোথা-য়ই বা যাইবেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। যে দিকে দুই চক্ষু যাইত সেই দিকেই যাইতেন বস্তুতঃ তিনি এককালে কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর এইরূপ অশেষ প্রকার মানসিক ও শারীরিক কষ্ট ভোগ করত কিছুদিন পরে মহীপতি প্রতাপাদিত্যের রাজধানী প্রতাপগড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভূপাল প্রতাপাদিত্য দান, দয়া, দাক্ষিণ্য, প্রজারঞ্জন প্রভৃতি সদ্গুণে জগদ্বিখ্যাত ছিলেন। নৃপতির প্রভাবতী নাম্নী এক পরম রূপবতী ও গুণবতী কন্যা ছিল। কন্যাটি অতি সুশীলা ও নম্রপ্রকৃতি; বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর, তদবধি বিবাহ হয় নাই। অবনিপতি অন্তঃপুরের অদূরবর্ত্তী এক পরম রমণীয় উদ্যান ছিল। উদ্যান নানাবিধ পুষ্প

ও বলবান্ বৃক্ষ সকলে শোভিত। মধ্যস্থলে বহুবিধ জলজপুষ্পে পরিশোভিত এক বিমল জলাশয়। রাজাজ্ঞানুসারে রাজনন্দিনী প্রভাবতী প্রিয়সখী ইন্দুপ্রভা, কাঞ্চনলতা, কাদম্বিনী ও শ্যামলতা সহ কৌমুদীভূষিতা রজনীর ন্যায় উদ্যানস্থ এক রমণীয় ভবনে অবস্থিতি করিতেন। সখীরা সকলেই সুশীলা, সুরসিকা, সুরূপা ও সরলহৃদয়া। রাজনন্দিনী তাহাদিগকে প্রাণ হইতেও অধিক ভাল বাসিতেন। রাজবালা যখন নানালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া গজরাজগমনে বিচরণ করিতেন; তখন তাঁহাকে দেবকন্যা বলিয়া বোধ হইত। প্রভাবতীর প্রভায় ও অঙ্গসৌরভে উদ্যান সর্ব্বদাই আলোকময় ও সুবাসিত ছিল। নবযৌবন সম্পন্না রাজনন্দিনী প্রভাবতী মনোমত সঙ্গিনী সকলে পরিবৃতা হইয়া নানাবিধ আমোদ প্রমোদেই কালযাপন করিতেন।

ঘোর বর্ষার সময় প্রিয়ব্রতের কুমার সহ বিচ্ছেদ হয়। ক্রমে বর্ষা বিগত হইল, শরৎ আসিল, আর সেরূপ অবিরল ধারায় বৃষ্টি হয় না। পথের কর্দ্দম শুষ্ক হওয়ায় পথিকের কষ্ট দূর হইল, কৃষকদের আনন্দের সীমা নাই, সমস্ত মাঠ শ্যামল ধান্যবৃক্ষে শোভিত, সরোবর সুবিমল বারিরাশি পরিপূর্ণ ও বিকসিত শতদলে শোভিত, সুরভি ভার বহন করিয়া সমীরণ মন্দ মন্দ বাহিত হইতেছে, কাশকুসুম সকল প্রান্তরে শোভা পাইতেছে, জীবমাত্রেই পুলকিত, মধ্যে মধ্যে অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হয়, গ্রীষ্মও একেবারে যায় নাই, শিশিরও পড়িতে আরম্ভ হইল, এইরূপ নাতিশীতোষ্ণ সময়ই লোকের সমধিক মনোরম। নভোমণ্ডল পরিষ্কৃত, শরচ্চন্দ্রের শোভার সীমা নাই, সম্মুখে শারদীয়পূজা, লোক সকল আনন্দসাগরে মগ্ন, এইরূপ সময় একদিন প্রিয়ব্রত কুমারের অন্বেষণ করিতে করিতে অধ্বশ্রমে একান্ত ক্লান্ত হইয়া রাজবালা প্রভাবতীর উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন! তখন বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর নিকটে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, এক বকুলতরুমূলে বাহু উপাধান করিয়া

শয়ন করিলেন। প্রগাঢ় নিদ্রা আসিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিল। বকুল পল্লবরূপ ব্যজন হস্তে কুমারের সেবা করিতে লাগিল। এখানেত প্রিয়ব্রতের অপর কোন পরিচারিকা নাই, যে পরিচর্য্যা করিবে! আহা! যিনি ব্রহ্মর্ষিদেশে বিলাসোদ্যানস্থ সুখসেব্য ভবনে কুমার সহ সেই কোমল শয্যায় শয়ন করিতেন; অদ্য তিনিই তরুমূলে শয়ন করিয়া গাঢ়নিদ্রিত হইয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! সকলই সময়ের গুণ বলিতে হইবে, মন্ত্রিসুতের বর্ত্তমান অবস্থা দর্শন করিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। কুমার! এই সময় একবার আসিয়া নিদ্রিত প্রিয়ব্রতকে দর্শন কর? জাননা যে তুমি ইহাঁর দুরবস্থার মূল, তোমার প্রতি ইহাঁর হৃদগত অনুরাগই এই অবস্থার নিদান। প্রিয়ব্রত, তুমিই ধন্য পুরুষ, যতদিন জগৎ থাকিবে ততদিন তোমার যশোরূপ পূর্ণচন্দ্রমা অক্ষয় হইয়া সর্ব্বত্র আলোকময় করিবে।

প্রিয়ব্রত এইরূপ ভাবে নিদ্রিত আছেন এমন সময়ে রাজকুমারী প্রভাবতীর সখী সকল কনকনির্ম্মিত কুসুমভাজন হস্তে পুষ্পচয়ন করিতে আসিল। মনের আনন্দে পুষ্পচয়ন করিতেছে, হঠাৎ কাঞ্চনের চঞ্চলদৃষ্টি নিদ্রিত পান্থের উপর পতিত হইল। স্থিরনয়নে নয়নরঞ্জনের অপরূপ রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অন্যান্য সখী সকলকে সাদরসম্ভাষণ পুরঃসর কহিল, সখীগণ! শীঘ্র আসিয়া এক আশ্চর্য্য দর্শন কর। ঐ দেখ নভোমণ্ডলের দ্বিজরাজ ভূতলে বিরাজ করিতেছেন, না সহচরি তাহা হইলে ত কলঙ্ক থাকিত এ যে নিষ্কলঙ্ক। আর দিবাভাগে নিশাকরের উদয়ই বা কি রূপে সম্ভবে। বলিতে বলিতে তাহারা সকলেই অগ্রসর হইয়া দেখিলেন চন্দ্র নয় এক চন্দ্রবদন মানব। কাদম্বিনী কহিল ইহাঁকে সামান্য মনুজ বলিয়া বোধ হয় না, এরূপ অপরূপ রূপ ত কখনই মনুষ্যের সম্ভবে না, আমার বোধহয় কোন দেব বা গন্ধর্ব্বকুমার শাপগ্রস্ত হইয়া ধরায় সমাগত হইয়াছেন। আহা! সখীগণ দেখদেখি কেমন সুচারু নয়নযুগল, কিবা নাসিকা, কিবা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুগঠ

ঠন, কোন স্থানেও কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। বিধাতা বুঝি সকল পদার্থের সারাংশ দিয়া এই পুরুষরত্নকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সখি! সম্প্রতি উনি নিদ্রিত, নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রা ভঙ্গ করা ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য। এক্ষণে চল রাজকুমারীকে এই বিষয় অবগত করি। এই বলিয়া সকলে রাজবালা প্রভাবতীর নিকট গমন করিল।

অনন্তর সখীগণ রাজনন্দিনীর নিকট সমুপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জ-লিপুটে নিবেদন করিল কুমারি! অদ্য পুষ্পচয়ন করিতে করিতে আমরা এক অনুপম ভুবনমোহন রূপ সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়াছি; এমন রূপবান্ পুরুষ আর কখনও অবলোকন করি নাই। তিনি বকুলমূলে নিদ্রা যাইতেছেন আমরা জাগরিত করিতে সাহস করিলাম না। এই কথা শ্রবণমাত্র কুমারী শশব্যস্ত হইয়া ভবন হইতে বহির্গত হইলেন। আহা! প্রভাবতী যখন সখী সকলে মিলিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন, বোধ হইল যেন রোহিণী তারাগণ সহ নভোমণ্ডল পরিত্যাগ পুর্ব্বক ভূমণ্ডলে চন্দ্রের অন্বেষণে সমাগত হইয়াছেন।

ক্রমে তাঁহারা বকুলমূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রিয়ব্রত তখনও নিদ্রা যাইতেছিলেন, আহা! দৈবের কি নির্ব্বন্ধ, অনঙ্গের কি বিচিত্র কার্য্য। নিদ্রিত নিরুপম নরোত্তম পুরুষরত্ন দর্শনমাত্র সরলা রাজনন্দিনীর বিমল অন্তঃকরণে প্রেমবীজ অঙ্কুরিত হইল। সিন্ধু যেমন ইন্দুর উদয়ে উচ্ছলিত হইয়া উঠে, তদ্রূপ অপরিচিত পুরুষের মুখেন্দু সন্দর্শনে রাজবালার আনন্দসাগর উথলিয়া উঠিল। তাঁহার সরল প্রাণ নবাগত ব্যক্তির সহিত সখ্য করিবে বলিয়াই যেন অতিশয় অস্থির হইল। রাজনন্দিনীর অঙ্গ মনুজশ্রেষ্ঠ পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইবে বলিয়াই যেন আনন্দে পুলকিত হইল। কুমারীর বামনয়ন স্পন্দিত হইয়া ভাবিপরিণয়সূচক সুচিহ্ন প্রদর্শন করিতে লাগিল। প্রভাবতী মনে মনে সেই অপরিচিত পথিকের কণ্ঠদেশে মনোমালা অর্পণ করিলেন।

বিষাক্ত ব্যাধবাণে হরিণী যেমন পরিবিদ্ধ হয়, সুতীক্ষ্ণ অনঙ্গ-বাণে কুমারী তাদৃশ বিদ্ধ হইয়া অজ্ঞাতকুলশীল নিদ্রিত পুরুষের একান্ত পক্ষপাতিনী ও তাঁহার প্রেমাভিলাষিণী হইলেন দেখিয়া লজ্জা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। মনোগত ভাব প্রকাশ না করিলেও সখীরা বুঝিতে পারিল, যে প্রভাবতী সাত্ত্বিক ভাবাক্রান্ত হইয়াছেন। সখী ইন্দুপ্রভা কুমারীর তাদৃশ ভাবান্তর দর্শন করিয়া ইন্দীবর নয়ন আরক্তবর্ণ করিয়া রাজনন্দিনীকে প্রেমভৎর্সনা পূর্ব্বক কহিতে লাগিল। ছি ছি রাজকুমারি! তুমি সকল সুনীতি পরিজ্ঞাত হইয়া ও সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরিণামে এই করিলে? একজন অজ্ঞাতকুলশীল পুরুষকে দর্শন করিয়া এককালীন বিমুগ্ধ হইলে? ও ব্যক্তি দেব কি দানব, গন্ধর্ব্ব কি মায়াবী, তাহার কিছুই অনুসন্ধান করিলে না। সহসা শরীরে সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব, স্বেদার্দ্র অঙ্গ, কি আশ্চর্য্য! এককালীন সকলই বিপরীত। পরপুরুষের জন্য শরীরস্থ সুনীতি কুনীতির সহিত বিনিময় করিতে উদ্যত হইলে? সুশীলা হইয়াও শরীরের অমূল্য ভূষণ শীলতার কণ্ঠে শিল বন্ধন করিয়া অশীলতাসাগরে ভাসাইতে প্রবৃত্ত হইলে? লজ্জাবতী হইয়াও একজন অপরিচিত পুরুষের জন্য অঙ্গের অনুপম অমূল্য রত্ন লজ্জারত্ন পরিত্যাগ করিয়া নির্লজ্জতারূপ ঘৃণিত লৌহাভরণ দেহে ধারণ করিতে অভিলাষিণী হইলে? মহাবংশ সম্ভূত হইয়া পথিকের সহিত প্রণয় করিতে ইচ্ছা? গৌরবান্বিত অকলঙ্ক রাজবংশকে সামান্য পথিকের কারণ অতি জঘন্য কলঙ্কপঙ্কে নিমগ্ন করিতে চেষ্টা? ছি ছি রাজকুমরি! এমন অন্যায় কার্য্য কদাচ করিও না, এই বলিয়া ইন্দুপ্রভা ক্ষান্ত হইল। হিতার্থ ও সুনীতি পরিপূর্ণ ইন্দুপ্রভার বাক্য সকল, বর্ষা সলিলসেকপ্রভাবে ভূবিবরোত্থিত অতি ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় রাজকুমারী প্রভাবতীকে দংশন করিল। বিষের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আয়ত নয়নযুগলের জল মুছিতে মুছিতে সখীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ইন্দুপ্রভে! যাহা কহিলে সকলই

সত্য ও ন্যায়ানুগত, কিন্তু আমি ঐ পুরুষরত্নকে দর্শনমাত্র জীবন যৌবন মন সমস্ত উঁহার পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছি। তোমাদের উপদেশ কিছুতেই আমার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। উঁহার ঐ মূর্ত্তি-রূপ মোহনবাণ আমার মনোমৃগকে এককালীন বিদ্ধ করিয়াছে। এক্ষণে উপদেশে আর ফল ফলিবে না, যাহাতে ঐ নরোত্তমকে জাগরিত করিতে পার সত্বর তদ্বিষয়ে যত্নবতী হও, আমার মন কিছুতেই ধৈর্য্য মানিতেছে না।

কুমারীর কাতর বাক্যেই যেন প্রিয়ব্রতের নিদ্রা ভঙ্গ হইল; প্রভাবতী অমনি অবগুণ্ঠনবতী হইয়া ইন্দুপ্রভার পশ্চাদ্ভাগ হইতে গুপ্তভাবে তাঁহার সেই অনুপম রূপমাধুরী অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নয়নের ক্ষোভ কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। রাজনন্দিনী অবগুণ্ঠনবতী হইয়াও নীরদাচ্ছাদিত সৌদামিনীর ন্যায় মধ্যে মধ্যে পথিকের প্রতি অমোঘ কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মনে মনে নবযৌবনতরণীর কাণ্ডারী করিবেন বলিয়া, প্রভাবতী স্বকীয় যৌবনপ্রভা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কুমারীর হৃদয়পদ্ম পথিকের করাকণে বিকসিত হইবে বলিয়াই, যেন থাকিয়া থাকিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। আহা কি আশ্চর্য্য! যে নয়ন-ভঙ্গিতে যোগিগণের যোগ ভঙ্গ ও দেবতাদিগের মন বিচলিত হয়, কুমারীর সে সুভাব ভঙ্গি প্রিয়ব্রতের নিকট বিফল হইল। রাজ-নন্দিনী ত জানেন না, যে পথিকের পবিত্র অন্তঃকরণে বিজয়বিচ্ছেদা-নল সংলগ্ন হইয়া তাঁহাকে সকল সুখে বঞ্চিত করিয়াছে। বিয়োগ-কাতর পথিক যে বিশুদ্ধ বন্ধু প্রেমের একান্ত ভিখারী, এখন এ প্রেমের ত অভিলাষী নহেন, যে কুমারীর কটাক্ষবাণে ব্যথিত ও রূপে বিমোহিত হইবেন; বন্ধুশোকে তাঁহার রাজীবনেত্র হইতে অবিরত জলধারা পতিত হইতেছে।

ক্ষণকাল পরে পথিক পাবকোত্তেজিত বৃহৎকায় ব্যালিগর্জ্জনের ন্যায় একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক হায়! "বন্ধু আমাকে

পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলেন" এই বাক্য উচ্চারণ করত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তুনয়নের জল মোচন করিতে করিতে তরুমূলে উপবিষ্ট হইলেন। নয়নোত্তোলন করিয়া দর্শন করিলেন, সম্মুখে সুরঙ্গনা তুল্য সুরূপা পঞ্চ নবযুবতী নারী দণ্ডায়মানা। দর্শনমাত্র কাতরবাক্যে ও সজলনয়নে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে নবযুবতী-গণ! আমার বন্ধুকে কি আপনারা দর্শন করিয়াছেন, যদ্যপি দর্শন করিয়া থাকেন তবে আমাকে তাঁহার কুশল সম্বাদ প্রদান করিয়া সুস্থ করুন।

ইন্দুপ্রভা পথিকের ঈদৃশ ভাবান্তর দর্শন করিয়া কোকিল কণ্ঠস্বরে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল হে মহাভাগ! আপনার সুভাগমনে উপবন পবিত্র ও আমরাও কৃতার্থ হইয়াছি। অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগের নিকট নিজগুণে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলে একান্ত বাধ্য হই। আপনি কোন্ দেশ ও বংশকে সমুজ্জ্বল করিয়াছেন? কি জন্যইবা আপনার অনঙ্গ তুল্য অঙ্গ বিবর্ণ? কি কারণেইবা আপনার সজল নয়ন? চন্দ্রানন বিরস কি নিমিত্ত? সতত অন্যমনস্ক হইবার কারণ কি? আপনার বন্ধু কোন্ মহোদয় মানব? কেনইবা তাঁহার চেষ্টা করিতেছেন? আকৃতি প্রকৃতি ও সুচিহ্নিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন সন্দর্শন করিয়া আপনাকে সামান্য মানব বলিয়া বোধ হয় না। নিশ্চয় কোন মহাবংশ সম্ভূত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি। হে পুরুষ প্রধান! এই সকল বিষয় অকপট হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া আমাদের কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।

প্রিয়ব্রত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সজলনয়নে ও কাতর-বচনে দেবতনয়া তুল্য কন্যাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সুন্দরীগণ! আমার অন্তরের কথা যদ্যপি আপনারা শ্রবণ করিতে একান্তই অভিলাষিণী হইয়া থাকেন, বলি শ্রবণ করুন। কালিন্দীতীরবর্ত্তী মহাতীর্থ স্থান ব্রহ্মর্ষিপ্রদেশে আমার জন্মস্থান। মহাবল পরাক্রান্ত মহীপতি কেশরীবীর্য্য তথায় রাজত্ব করেন। আমি নৃপতির

প্রধান অমাত্যের একমাত্র অপত্য, আমার নাম প্রিয়ব্রত। রাজার একমাত্র সন্তান তাঁহার নাম বিজয়কিশোর। মদীয় সৌভাগ্য বশতঃ শৈশবকাল হইতে রাজপুত্রের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া একত্র শয়ন, একত্র বিদ্যাধ্যয়ন প্রভৃতি করিয়া আসিতেছিলাম। ক্রমে আমরা বিষম যৌবনপদবীতে আরোহণ করিলে, বিলাসার্থ মহারাজ আমাদিগকে বিলাসকাননে প্রেরণ করেন, উভয়ে প্রমোদোপবনে নানাবিধ আমোদ প্রমোদে কালযাপন করিতেছি এমন সময় দুরন্ত বসন্তকাল সমাগত হইল। একদিন রজনীযোগে রাজনন্দন সুরম্য হর্ম্মোপরি শয়ন করিয়া আছেন, নিদ্রিতাবস্থায় মালবদেশরাজনন্দিনী হেমনলিনীকে স্বপ্নে সন্দর্শন করিয়া এককালীন জ্ঞানশূন্য হইলেন। এমন কি তাঁহার জন্য উন্মত্তপ্রায়, আমি কত প্রবোধবাক্যে শান্ত্বনা করিতে লাগিলাম, কিছুতেই তাঁহার হৃদয় হইতে রাজদুহিতাকে নিরাকৃত করিতে পারিলাম না; অগত্যা কুমারের অভিলাষ পূরণার্থ রাজা ও রাজ্ঞীর অজ্ঞাতসারে উদ্যান হইতে বহিষ্কৃত হইলাম। পথিমধ্যে কষ্টের শেষ রহিলনা। একদিন সহসা শ্বাপদশঙ্কুল নিবিড়ারণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন সায়ংকাল, তাহাতে আবার বর্ষাকাল, ঘোর ঘনঘটার আড়ম্বর, এই সময়ে কুমারকে পথশ্রমে অতীব ক্লান্ত দেখিয়া বন্য ফলাহরণার্থ তাঁহার নিকট হইতে ফলোদ্দেশে গমন করিলাম। রমণীগণ! সেই গমনই আমার কাল হইল। প্রত্যাগমন করিয়া আর তাঁহার চন্দ্রানন দর্শন করিতে পাইলাম না। এই বলিয়া প্রিয়ব্রত রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইলেন।

প্রিয়ব্রতের রোদন ও মূর্চ্ছা যেন প্রভাবতীর পবিত্র অন্তরে শেল সম যন্ত্রণা দিতে লাগিল। কুমারীর কুরঙ্গ নয়নদ্বয় হইতে প্রবলবেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিল। তাঁহার মনকে নানা সংশয়জালে আবরণ করিল। তখন তিনি অতিশয় অস্থির

হইয়া বুদ্ধিমতী ইন্দুপ্রভাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সখি! আমার মন ও প্রাণ এই নবাগত পথিক হরণ করিয়াছেন, আমিও মানসে উহাঁকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, যদ্যপি আমার জীবনে তোমাদের আশা থাকে, তবে যে রূপে হউক আমার সহিত উহাঁকে মিলিতজীবন করিয়া দাও। এই বলিয়া রাজকুমারী স্বহস্তে হতচেতন মন্ত্রিসুতের সেবা করিতে লাগিলেন; সখীরাও তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণপরে প্রিয়ব্রত সংজ্ঞালাভ করিলে, বুদ্ধিমতী ইন্দুপ্রভা তাঁহাকে সাদর সম্বোধন পুরঃসর কহিলেন, গুননিধান! আমরা একে স্ত্রীজাতি তাহাতে অল্প বুদ্ধি আপনাকে যে কোন হিতোপদেশ প্রদান করি এ অতি অসম্ভব; সে কেবল শৃগালী হইয়া কেশরীর বিক্রম প্রকাশ মাত্র। তবে আমাদের অন্তরস্থ মলীনা ক্ষীণমতি অধীরা হইয়া কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছে, অতএব নারীজন সুলভ চিত্তচপলতা মার্জ্জনা করিবেন। হে সদাশয়! এই অনিত্য সংসার মধ্যে বিধাতা কর্ত্তৃক বিচ্ছেদ ও প্রণয় উভয়ই সৃষ্ট হইয়াছে। মানবগণ কখন প্রগাঢ় প্রণয়ার্ণবে নিমগ্ন হইয়া কতই সুখানুভব করিতেছে, কখনবা বিষম বিচ্ছেদানলে দগ্ধ হইয়া অসীম ক্লেশ ভোগ করিতেছে, কিন্তু কিছুই চিরস্থায়ী নহে। বিরহান্তে প্রণয়, প্রণয়ান্তে বিরহ, ইহা চিরনিরূপিত। তবে প্রণয়ের পর বিচ্ছেদ বড়ই অসহনীয়। অনলের দাহিকাশক্তি অপেক্ষা বিরহদাহিকাশক্তি সহস্রগুণে গুরুতর ও কষ্টপ্রদ হইলেও ভবাদৃশ ধীরপ্রকৃতি ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তির এরূপ অধৈর্য্য ও উদ্ভ্রান্তচিত্ত হওয়া অবিধেয়। বরং অহিতকর অধৈর্য্য স্থলে হিতসাধন ধৈর্য্যকে স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতিকার সাধনে যত্নবান হওয়াই উচিত। উন্মত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইলে কি কখন অভিলাষ সফল হইতে পারে? পুরুষশ্রেষ্ঠ! দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ আপনার বন্ধুবিচ্ছেদ হইয়াছে সত্য, এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিতে দেখা যায়। আর দেখুন রাজ-

নন্দন বিজয়কিশোর অবিবেচক অদূরদর্শী ও হীনবীর্য্য নহেন, যে তাঁহার অনিষ্টাশঙ্কা করিতেছেন। তিনি রাজপুত্র, অবশ্যই বীর্য্যশালী ও বিচক্ষণ; তিনি যে সহসা কোন বিপদে পতিত হইবেন এ অতি অসম্ভব। কুমার নিশ্চয়ই নিরুদ্বেগে আছেন সন্দেহ নাই। হে নরশার্দ্দূল! ভ্রান্তবুদ্ধিরাই প্রিয়বিচ্ছেদকে হৃদয়নিহিত শল্য বলিয়া জ্ঞান করে আপনার মত ধীমান ব্যক্তির তাদৃশ পথাবলম্বী হওয়া কি সাধুসঙ্গত? সামান্য লোকের ন্যায় শোকের বশীভূত হওয়া আপনার অনুচিত। প্রবল বায়ু উপস্থিত হইলে যদ্যপি পাদপ ও পর্ব্বত উভয়ই তুল্যরূপ বিচলিত হয় তবে তাহাদের উভয়ে আর প্রভেদ কি?

ইন্দুপ্রভার ঈদৃশী সুললিত সদুপদেশাবলী পরিসমাপ্ত হইলে, সখী শ্যামলতা প্রিয়ব্রতকে কহিলেন, ধীমন্! আপনি যে রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এ রাজ্য মহীপাল প্রতাপাদিত্যের। যে উদ্যানে অবস্থিতি করিতেছেন, এটি রাজনন্দিনী প্রভাবতীর বিলাসোদ্যান। আমরা রাজবালার সঙ্গিনী, আর আমার দক্ষিণ পার্শ্বে এই যে অবগুণ্ঠনবতী নবযুবতীকে দর্শন করিতেছেন, ইনিই রাজনন্দিনী প্রভাবতী। মহোদয়! আপনার রূপে মোহিত হইয়া রাজকুমারী স্বীয় জীবন, মন ও যৌবন ভবদীয় পাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছেন। এমন কি মনে মনে মনোমালা আপনার সুচারু কণ্ঠে সমর্পণ করিয়া নিজ জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করত তব প্রেমাভিলাষিণী হইয়া দণ্ডায়মান আছেন। অতএব গুণসিন্ধো! অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া অবলার মনোরথ সফল করুন। আমাদেরও একান্ত ইচ্ছা দাসীভাবে আপনার চরণকমলের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হই। ইহা অপেক্ষা আমাদের অধিক সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে। হে সুধীর প্রধান! আর সন্তাপ করিবেন না, আপনারা উভয়ে এই উদ্যানে তারা সহ চন্দ্রের ন্যায় অবস্থিতি করুন। আমরা অদ্যই বেগবান্ অশ্বসহ শত শত সৈনিক পুরুষ কুমা-

রের অনুসন্ধানার্থ দিগ্দিগন্তে প্রেরণ করিতেছি। কুমারের জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না। অবিলম্বেই তাঁহার কুশল সম্বাদ প্রাপ্ত হইবেন।

স্ফটিকমণির প্রতিবিম্ব যেমন মৃৎপিণ্ডে প্রতিফলিত হয় না তদ্রূপ সখীদের সদুপদেশ প্রিয়ব্রতের দগ্ধহৃদয়ে স্থান পাইল না। তিনি সখীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সখীগণ! তোমরা যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিলে সকলই সুমিষ্ট ও শুভদ কিন্তু তোমাদের মুখনিঃসৃত অমৃতোপম বাক্য সকল আমার প্রজ্বলিত অন্তরে পতিত হইবামাত্র ভস্মসাৎ হইয়াছে। অবলাগণ! বটবৃক্ষ যেমন সৌধতল ভেদ করিয়া থাকে তদ্রূপ বিজয়ের বিচ্ছেদরূপ শোকতরু আমার হৃদয় ভেদ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এ নিদারুণ শোক কুমারব্যতীত কিছুতেই শান্ত হইবে না, রাজনন্দন আমাকে যে দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়াছেন, জীবদ্দশায় যে তাহা হইতে উদ্ধার পাইব তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। সীমন্তিনীগণ! দুঃখের কথা কি কহিব যাঁহাকে মুহূর্ত্ত-কাল অদর্শনে দেহে জীবন থাকা কঠিন হইয়া উঠিত, অদ্য কত দিন হইল সেই মোহন মূর্ত্তির দর্শনে বঞ্চিত আছি। হায়! আর কি সেই কুন্দকুট্মলদশন মহাপুরুষকে দর্শন করিতে পারিব। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার তেজঃপুঞ্জ কলেবর কণ্টকিত হইল। তখন তিনি উচ্ছলিত শোকাবেগ সহ সজলনয়নে অবগুণ্ঠনবতী প্রভাবতীকে সাদরসম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন চন্দ্রাননে! তুমি যখন স্বয়ংই এই বিয়োগার্ত্ত অভাজন জনে আত্মমন সমর্পণ করিয়াছ, তখন জগদীশ্বর অবশ্যই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন এবং যদি প্রজা-পতি অনুকূল থাকেন তাহা হইলে অবশ্যই এ শুভ ঘটনা ঘটিবে। রাজনন্দিনি! তজ্জন্য মনস্তাপ করিও না। আমি তব সন্নিধানে অঙ্গীকার করিতেছি যে যদি কখন জগদীশ্বরের কৃপায় জীবনাধিক রাজকুমারের অকলঙ্ক বদনচন্দ্রমা দর্শন করিতে পারি, যদি আমার অন্তরস্থ প্রজ্বলিতানল কখন কুমারাবলোকনরূপ সলিলে শীতলতা

লাভ করিতে পারে, যদি আমার দগ্ধজীবনতরু তাঁহার মৃতসঞ্জীবনী মোহিনী মুর্ত্তির সহযোগে পুনর্ব্বার মুকুলিত হয়, যদি এ পাপাননে আর কখন রাজনন্দন বলিয়া সম্ভাষণ করিতে পারি, লজ্জাশীলে! যেরূপ তারা সহ তারাপতি, যেমন সৌদামিনীর নবঘন, রতির রতিপতি তদ্রূপ যদি কখন বিজয়কিশোরের বামে মালবদেশরাজনন্দিনী নলিনীকে বসাইতে পারি, যদি বিজয়রূপ বিশুদ্ধ স্বর্ণবৃক্ষে ললিত নলিনীরূপ সুবর্ণলতা বেষ্টিত করিয়া জন্ম সার্থক করিতে পারি, সুন্দরি! নিশ্চয়ই বলিতেছি তাহা হইলেই পুনর্ব্বার তোমার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিব তখন যাহা করিতে হয় করিবে। এক্ষণে কুমারের মঙ্গলের জন্য সত্যনিষ্ঠ হইয়া সতত সত্যময়ের সাধনা কর তাহা হইলেই অনায়াসে সফলমনোরথ হইতে পারিবে। রাজকুমারি! সম্প্রতি আমি কুমারের উদ্দেশে যোগীর বেশে মালবদেশে গমন করিব। তোমরা সকলে একত্রিত হইয়া আমাকে যোগীর বেশ সাজাইয়া দাও।

ইন্দুপ্রভা দেখিলেন যে রাজকুমারপ্রাপ্তি ব্যতীত মন্ত্রিসুতের কিছুতেই ধৈর্য্য হইবে না, বরং মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা। অগত্যা পথিকের বাক্যানুসারে তাঁহাকে যোগীর বেশ সাজাইতে বাধ্য হইলেন। প্রিয়ব্রতের কোমলাঙ্গে ভস্ম লেপন করিতে ইন্দুপ্রভার হস্ত বিকম্পিত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ তিনি মনে মনে এ সময়ে আপনাকে শত শত ধিক্কার দিতে ছিলেন, কি করেন ভবিষ্যতে রাজবালার ইষ্ট সিদ্ধ হইবে বলিয়াই যেন তাহার সন্তোষের জন্য স্বহস্তে এমন স্বর্ণ দেহে ভস্ম মাখাইলেন। বিক্ষিপ্ত কেশপাশে বেণী বন্ধন করিয়া জটাভার বাঁধিয়া দিলেন। কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা, করকমলে অক্ষমালা, কটিদেশে কুরঙ্গচর্ম্ম, ইন্দুপ্রভা যখন একে একে সকলগুলি পরিধান করাইলেন তখন প্রিয়ব্রতের দেহ অভিনব অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল এবং তরুণ অরুণের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ সম্পন্ন হইয়া উঠিল। আহা! বিমল বান্ধব প্রেমের কি অনন্ত মহিমা

সময়ে, অমৃতও বিষবৎ বোধ হয়, প্রিয়ব্রত অদ্য অনায়াসে অমৃতময়ী প্রভাবতীকে বিষধরী বোধে পরিত্যাগ করিলেন। অদ্য মন্ত্রিপুত্র রাজকুমারীর সহ মিলনসুখ অনায়াসে বিসর্জ্জন দিয়া বন্ধুর জন্য এই নবীন বয়সে নবীন সন্ন্যাসী হইলেন। প্রভাবতীও যোগীর রূপাবলোকনে মোহিত হইয়া যোগিনী হইতে মনে বাসনা করিলেন, কিন্তু হইলে কি হয় যোগী যে এখন সে সুখে বঞ্চিত, এখন রাজবালার সে ইচ্ছা কোন ফলোপধায়িনী হইল না।

অনন্তর প্রিয়ব্রত প্রিয়ানুরাগের বশম্বদ হইয়া প্রথমতঃ কুমারীর তদনন্তর তাঁহার সহচরীদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক মালবদেশাভিমুখে গমন করিলেন। এদিকে প্রভাবতী সখীগণ সহ উদ্যানে থাকিয়া প্রিয়ব্রত যেন আমার প্রাণনাথ হয়েন, এই উদ্দেশে সতত শিবারাধনায় নিযুক্ত রহিলেন। প্রিয়ব্রত বিরহে রাজবালার মুখমণ্ডল প্রাভাতিক নক্ষত্রের ন্যায় ক্রমে ক্রমে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিল এবং দিন দিন অঙ্গযষ্টি অতিশয় কৃষ হইতে লাগিল। এইরূপে কতক দিন যায় একদিন রাজমহিষী উদ্যানে আসিয়া কুমারীর তাদৃশ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, সখীরা আদ্যোপান্ত সমস্ত তাঁহাকে কহিল। মহিষী শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইলেন এবং রাজাকে তদ্বিষয় অবগত করা আবশ্যক বোধে সমস্ত কথা তাঁহার নিকট কহিলেন। রাজা সবিশেষ সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া বলিলেন, মহিষি! প্রভাবতী আমাদের একমাত্র সন্ততি, সংসারাশ্রমের একমাত্র অবলম্বন, আমাদের জীবনবৃক্ষের একমাত্র ফল, তাহাকে সৎপাত্রস্থ করি আমার একান্ত বাসনা। অনেকেই বিবাহার্থী হইতেছে, সে কাহাকেও বরমাল্য দেয়নাই, আমিও তাহার অনভিমতে একার্য্য সমাধা করিতে ইচ্ছা করিনা। ব্রহ্মর্ষিদেশাধিপতি মহীপাল কেশরীবীর্য্য চরাচরে খ্যাত এবং তাঁহার মন্ত্রীও বিশেষ প্রতিষ্ঠাভাজন শুনিয়াছি। যাহাহউক মহিষি! প্রাণাধিকা কন্যা যে যোগ্যপাত্রে নিজ প্রীতি অর্পণ করিয়াছে ইহা শুনিয়া আমি যার-

পর নাই আনন্দিত হইলাম। কুমারীকে চিন্তা করিয়া শরীর ক্ষয় করিতে নিষেধ করিও। মন্ত্রিসুত যখন একরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন তখন অবশ্যই অচিরে আসিবেন। সখীদিগকে কুমারীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া দাও। রাণী রাজাজ্ঞানুসারে সতত কুমারীর সেবায় তাহাদিগকে নিয়োগ করিয়া দিলেন।

এদিকে মন্ত্রিসুত সন্ন্যাসীবেশে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া অবশেষে মালবদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজ্যের নানাস্থানে কুমারের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কোথাও সেই রাজপুত্রের সন্ধান পাইলেন না, তখন সন্ন্যাসীর মনোমধ্যে কার্ত্তিকেয় তুল্য কুমারের অনিষ্টাশঙ্কা বলবতী হইল। হায়! আর বুঝি তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবেনা, এইরূপ খেদবাক্যে নানাবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া রাজনন্দনের আগমন পথাশা প্রতীক্ষায় ' মালবদেশরাজনন্দিনী নলিনীর উদ্যানের প্রান্তভাগে ধবলগিরি সম এক অত্যুন্নত মন্দির দর্শন করিলেন। যোগী মন্দ মন্দ গমনে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দর্শন করিলেন, মন্দিরমধ্যে হেমপিঠোপরি প্রশান্ত মূর্ত্তি আশুতোষ বিরাজ করিতেছেন। সে প্রশান্তমূর্ত্তি সন্দর্শনে মনের মলিনতা বিনষ্ট হইয়া বিশুদ্ধ ভক্তিভাবের উদয় হয়। আশুতোষের অনুকম্পায় যেন সন্ন্যাসীর সন্তপ্ত মানসার্ণবে কুমারপ্রাপ্তিরূপ আশ্বাস ঊর্ম্মিমালা আন্দোলিত হইতে লাগিল। তখন তিনি আশু মনোরথ সফল হইবে বলিয়াই, যেন সে পবিত্র স্থানে অবস্থিতি পূর্ব্বক একান্তমনে মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন।

অনন্তর একদা রাজনন্দিনীর সঙ্গিনীসরলা ও চপলা বিয়োগকাতরা কুমারীর সহিত বিজয়কিশোরের আশু শুভ সঙ্ঘটন কামনায় আশুতোষের আরাধনা জন্য শিবালয়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের পরিধেয় পট্টবসন, হস্তে কনকময় কুসুমভাজনে চন্দনলিপ্ত নানাবিধ সুগন্ধিকুসুম, কক্ষে জাহ্নবীজলপূর্ণ হেমকুম্ভ। দেখিবামাত্র বোধহইলযেন দেব কন্যাদ্বয় পশুপতি পূজার্থ ধরাতলে সমাগত হইয়াছেন। যোগী

তখন প্রজ্জ্বলিত অনলের সম্মুখীন হইয়া বন্ধুসহ মিলন জন্য ভবভাবনায় নিমগ্ন আছেন, এমন কি বাহ্যজ্ঞান শূন্য। এমন সময়ে চপলা ও সরলা সহসা নবীন সন্ন্যাসীর অত্যাশ্চর্য্য ভুবনমোহনরূপ নিরীক্ষণ করিয়া এককালীন বিস্ময়ান্বিত ও শিবপূজা বিস্মৃত হইল। কক্ষের কুম্ভ করকমলের কুসুমভাজন ভূতলে পতিত হইল। যোগীর মোহনরূপ দর্শন করিয়া সখীদের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। নির্নিমেষলোচনে তাঁহার সেই ললিতরূপ মাধুরী দর্শন করিতে লাগিল। চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণপরে সরলা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক চপলাকে কহিল, চপলে! এমন রূপত কখন নয়নে নিরীক্ষণ করি নাই, জ্ঞান হয় অনঙ্গদেব পূর্ব্বাপরাধ ক্ষালনার্থ সন্ন্যাসীর বেশে মন্দিরে অবস্থিতি করিতেছেন। কিম্বা শিবসুত ষড়ানন স্বর্গচ্যুত হইয়া যোগীর বেশে জনকের উপাসনায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তদ্ভিন্ন মনুষ্যেরত কখনই এরূপ রূপ সম্ভবপর নহে। সখি! অধিক কি, যোগীকে দর্শন করিয়া মন প্রাণ সকলই অধীর হইল।

চপলা কহিল সরলে! আমারও ঐ দশা ঘটিয়াছে যাহাহউক সন্ন্যাসীর পরিচয় লওয়া আবশ্যক, এই বলিয়া উভয়ে সন্ন্যাসীর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করত বলিল, হে নবীন সন্ন্যাসিন্! যোগী হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি কোথায় শিক্ষা করিয়াছেন? আপনি সাধু হইয়া কিরূপে সাধুবিগর্হিত কার্য্য করিলেন? যাহা হউক এবং আপনি যেই হউন, অবলা দ্বয়ের মন আপনা কর্তৃক [illegible]ত হইয়াছে। প্রত্যর্পণ করিলে উপবনাভিমুখে প্রতিগমন করি। সখীদ্বয়ের ধর্ম্মবিগর্হিত চোরাপবাদ মহাপাপ বাক্য শ্রবণে সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ হইল।

সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ করাই চপলা ও সরলার উদ্দেশ্য ছিল, উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে দেখিয়া তাহারা পরমাহ্লাদিত হইল। তখন উভয়ে সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, নবীন যোগীবর!

আপনি কে? কোথায় হইতেই বা আসিয়াছেন? দর্শন করিলে আপনাকে যোগী বলিয়া বোধ হয় না। এ নবীন বয়সে এ দারুণ ব্রতে ব্রতী হওয়া আপনার কখনই সম্ভব হইতে পারে না। আপনি যদি যথার্থই যোগী হইবেন, তাহা হইলে বিমর্ষবদন ও নয়নে বারি-বর্ষণ কেন? যদি বলেন প্রেমাশ্রু তাহাই বা কিরূপে সম্ভবে? তাহা হইলে বদনে অবশ্যই হর্ষবিধুর উদয় থাকিত এবং যদি সেই মঙ্গলময়ের চিন্তাই আপনার বলবতী হইত, তাহা হইলে মৌনের সহিত মনোস্তুরিত হইয়া মুখে মহানন্দ প্রকাশ করিতেন; আপনার যে সকলই বিপরীত দেখিতেছি। আপনার ভাবাবলোকনে আমাদের বোধ হয়, কোন প্রিয়জনের বিরহরূপ বৃহৎকায় বিষাক্ত শৈলখণ্ড শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে অশেষ যন্ত্রণা দিতেছে। কিম্বা কোন কুহুকিনী রমণীর কুহকজালে জড়িত হইয়া অশেষ প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। আহা কি দুঃখের বিষয়! এ নবীন যৌবন-কালে কি আপনাকে সন্ন্যাসীর বেশ শোভা পায়? ঐ স্বর্ণ নিন্দিত সৌন্দর্য্য শরীরে কি ভস্ম মাখা সাজে, এ দারুণ বেশ কি কেহ দেহে প্রাণ থাকিতে দর্শন করিতে পারে? নবীন সাধো! নিজগুণে স্বীয় পরিচয় প্রদানে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করুন।

নবীন যোগী যদিও বিজয়বিয়োগার্ত্ত তথাপি তাহাদের সুললিত বাক্যে এবং বুদ্ধি কৌশলে পরমাপ্যায়িত হইয়া মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। যখন রমণীদ্বয় আমার হৃদয়নিহিত প্রকৃত ভাব অনায়াসে অনুভব করিল, তখন ইহারা সামান্যা নারী বলিয়া বোধ হয় না। অতএব ইহাদের নিকট মদীয় মর্ম্মবেদনা ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া তিনি সুকুমারী কামিনী দ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অবলে! তোমাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতির পরিচয়ে আমি যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছি। স্ত্রী বুদ্ধিতে যাহা অনুভব করিয়াছ তাহা সত্য, তোমাদের নিকট স্বভাব গোপন করা আর আমার যুক্তি সঙ্গত নহে। যদি আমার আন্ত-

রিক ভাব অবগত হইতে তোমরা একান্ত অভিলাষিণী হইয়া থাক, বলি শুন।

সুন্দরীগণ! আমি প্রাণাধিক রাজনন্দন বিজয়বিচ্ছেদ রোগগ্রস্ত হইয়া সেই দুর্ব্বিসহ বিরহরোগের উপসম হেতু যোগীর বেশ ধারণ করত, প্রিয় জনানুসন্ধানে নানা স্থানে পরিভ্রমণানন্তর অবশেষে মালবদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। প্রিয়ব্রতের মুখ হইতে এই বাক্য নিঃসৃত হইতে না হইতেই নয়নজল অঙ্গবিভূতি বিধৌত করিয়া অজিনবাসকে আর্দ্র করিল। তখন সখীদ্বয় সন্ন্যাসীর সজলনয়ন অবলোকন করিয়া কহিল, হে বিয়োগাতুর নব বিরহিন্‌! মালবদেশের নাম করিয়াই যে, নেত্রনীরে ভাসিলেন ইহার কারণ কি? করুণা প্রকাশপূর্ব্বক বলুন।

তদনন্তর প্রিয়ব্রত কহিলেন, অয়ি কুতূহলাক্রান্তে! দুঃখ ও মনস্তাপের কথা তোমাদের নিকট আর কি বলিব; ব্রহ্মবিদেশাধিপতি কেশরীবীর্য্যের পুত্র বিজয়কিশোর পিত্রাদেশানুসারে যৌবন সমাগমে রাজবাটীর অনতিদূরস্থ বিলাসোদ্যানে অবস্থিতি করিতেন। এই মন্দভাগ্য সেই রাজার মন্ত্রিপুত্র, সৌভাগ্য বশতঃ শৈশবকাল হইতে রাজপুত্র আমাকে অনুপম সৌহৃদ্যশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া কত দয়া কত মমতা প্রকাশ করিতেন। এমন কি মুহূর্ত্তকাল চক্ষুর অন্তরাল হইলে চতুর্দ্দিক শূন্যময় দর্শন করিতেন। উল্লিখিত বিলাসোদ্যানে আমিও তাঁহার সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। বসন্তকাল সমাগত, একদিন রজনীযোগে রাজনন্দন মালবদেশরাজনন্দিনী নলিনীকে স্বপ্নে সন্দর্শন করিয়া এক কালে জ্ঞান শূন্য হইলেন। এক্ষণে সেই নলিনীই আমার সমস্ত শোকের মূল। তাহার উদ্দেশে আসিতে পথি মধ্যে প্রাণ সম কুমার বিজয় কিশোরকে হারাইয়াছি। এই বলিয়া প্রিয়ব্রত উচ্ছলিত বিরহবেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

সখীদ্বয় ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীকে মূর্চ্ছিত দর্শন করিয়া উভয়ে অমনি

পট্টবসনাঞ্চলে তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিল। তাহাদের অঞ্চলানিলে নবযোগী সংজ্ঞা লাভ করিলে, সরলা সানন্দচিত্তে বলিতে লাগিল, হে নবীন সন্ন্যাসীন! যাঁহার বিচ্ছেদে আপনার কোমলাঙ্গ জর্জ্জরিত, তাঁহার বিরহে আমাদের প্রাণাধিকা রাজনন্দিনী নলিনীও জ্বলিতেছেন। এমন কি তাঁহার সরোজনয়নযুগল হইতে সততই প্রবল বেগে বাষ্পবারি প্রবাহিত হইতেছে। রাজবালা চিত্রপটে বিজয়কিশোরের ভুবনমোহন মূর্ত্তি দর্শনাবধি প্রাণ মন সমর্পণ এবং মানসে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। এক্ষণে বিনোদিনী বিলাসোদ্যানে বিজয়ের বিরহরূপ বিকাররোগগ্রস্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। মহাভাগ! বিকার ব্যাধির যাবতীয় কুলক্ষণ কুমারীতে সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। অভ্যন্তরস্থ বিজয়বিরহানলে দেহে অবিরত দাহ, মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা হওয়াতে অস্থি সন্ধি স্থল ও শিরোদেশ দারুণ ব্যথিত, অনবরত রোদন করায় কুরঙ্গ নয়ন দ্বয় কোকনদের ন্যায় রক্তবর্ণ। বিজয় কোথায় বিজয় কোথায় সর্ব্বদাই এই প্রলাপবাক্য। অনবরত দীর্ঘনিশ্বাসই তাঁহার শ্বাস, অনশনব্রতাবলম্বনই তাঁহার অরুচি, তাঁহার প্রতিবাক্যই ভ্রমসম্বলিত, বিচ্ছেদবেদনায় নিদ্রাদেবী দেহ হইতে দূরীভূত হইয়াছেন। ব্যাধির প্রতীকার বিরহে দিন দিন তনু ক্ষীণ হইতেছে। অধিক বলিব কি, বিজয় ভাবনারূপ বদ্ধবায়ুতে সময়ে সময়ে কুমারীর উদর স্ফীত হওয়ায়, বোধ হয় যেন তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। এখনও যে কুমারীর কঙ্কালাবশিষ্ট দেহে যে কিজন্য জীবন আছে, তাহা বলিতে পারি না, হে বিয়োগবিধুর! বিজয় ধ্যান ও ক্রন্দন ব্যতীত কুমারী এক্ষণে আর কাহারও সহিত সহবাস ও আলাপ করেন না। বিজয়বান্ধব! আমাদের সৌভাগ্য ক্রমেই আপনার এস্থানে শুভাগমন হইয়াছে, এক্ষণে এই অবস্থায় শিবালয়ে অবস্থিতি করুন, আমরা বিরহিণী নলিনীকে আপনার শুভাগমন সুসম্বাদ প্রদান করিতে গমন করি। কল্য আবার পুনর্ব্বার আপনার চরণকমল দর্শন

করিব। এই বলিয়া সখীদ্বয় যোগীর নিকট হইতে বিদায় হইল।

সখীরা গমন করিলে প্রিয়ব্রত মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! আমি ভাবিয়াছিলাম কুমার কেবলমাত্র স্বপ্নে কুমারী নলিনীকে দর্শন করিয়াছেন বই ত নয়, স্বপ্ন কিছু সকল সত্য হয় না, হয় ত কুমার সফলমনোরথ হইতে পারিবেন না, চিরজীবন তাঁহাকে বিচ্ছেদ দাবদাহে দগ্ধ হইতে হইবে। কিন্তু সখীগণ মুখে যাহা শুনিলাম তাহাতে ত আর সে ভাবনা নাই। কুমারী নলিনীও কুমারের চিত্রপট দর্শনে উন্মাদিনী, কুমারে যে যে লক্ষণ কুমারীতেও অবিকল তাহাই; এই এক নূতন রকমের প্রণয় সঞ্চার, ইহাকেই প্রকৃত প্রণয় কহে, ইহার পরিণাম অমৃতময়। উভয়েই উভয়ের মনে গাঁথা, সাক্ষাৎকার হইলে না জানি আরও কি হইবে। ঘোর বিচ্ছেদ যামিনী অবসান প্রায়, আমার নিশ্চয়ই প্রতীতি হইতেছে কুমার অচিরে আসিবেন। মিলনারুণ উদিত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। যাহাই হউক সখীগণমুখে কুমারীর বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কুমার বিজয়কিশোরের সহিত আমার পুনর্দ্দর্শনরূপ শুষ্ক আশালতা উজ্জীবিত হইল।

এদিকে ভিষক যেমন বিকারগ্রস্ত রোগীর রোগোপশমার্থ ঔষধি লইয়া আহ্লাদিতান্তঃকরণে রোগীর সন্নিধানে গমন করত ব্যাধি শান্তির কারণ স্বহস্তে সেবন করায়; চপলা ও সরলা তদ্রূপ বিজয় সম্বাদরূপ ভেষজ সহ সানন্দিতমনে সবেগে বিয়োগিনী নলিনীর বিষম বিরহবিকার শান্তি করণার্থ উপবনাভিমুখে গমন করিল। কিয়ৎকাল পরে ধরাসনে পতিতা বিরহব্যথিতা রাজসুতার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া করপুটে নিবেদন করিল, বিয়োগাতুরে! আর বিলাপ করিবেন না। আপনি যাঁহার চিত্রপট দর্শনে ব্যথিত, সেই মহোদয়ও আপনাকে স্বপ্নে দেখিয়া পিতা মাতা গুরুজন ও রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তোমার অন্বেষণে বন্ধু মন্ত্রিপুত্র সহ বহিষ্কৃত

হইয়াছেন। পথে দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ তাঁহাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। সম্প্রতি তাঁহার বন্ধু উদ্যানের প্রান্তভাগস্থ শিবালয়ে যোগীর বেশে অবস্থিতি করিতেছেন। আমরা অদ্য শিবপূজার্থ শিবমন্দিরে গমন করিয়াছিলাম। সহসা সেই নবাগত নবীন যোগীকে দর্শন করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, তিনি অকপটহৃদয়ে আদ্যোপান্ত সমস্তবৃত্তান্ত আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিলেন। সেই কারণেই আমাদের আসিতে অদ্য এত বিলম্ব হইয়াছে; অতএব শোকাতুরে! শোক সম্বরণ করুন। অচিরাৎ আপনার মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। কুমার বিজয়কিশোর অতি সত্বরেই আসিতে পারেন।

যেমন দীনবালা সহসা মণিমালা প্রাপ্ত হইলে আনন্দিত হয়, সখীদের মুখনিঃসৃত বিজয়বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া রাজবালা তদ্রূপ আনন্দসলিলে ভাসিলেন। বিজয়কিশোর ত্বরায় আসিবেন, এই বীর্য্য-শালী ঔষধ প্রাপ্তিমাত্র তাঁহার ব্যাধির অর্দ্ধ পরিমাণে শান্তি হইল। বিজয় প্রাপ্তাশারূপ শুষ্কলতা সহসা মুকুলিত হইল। তাঁহার মনের সন্দেহ ঘনজাল বিজয় বার্ত্তারূপ বায়ু প্রভাবে অনেকাংশে অন্তরিত হইল। তখন তিনি সখীদ্বয়কে প্রিয়সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, হে প্রিয় সখীগণ! তোমরা অদ্য আমাকে যে সম্বাদ শ্রবণ করাইলে, এমন অমূল্যরত্ন অবনিমণ্ডলে কি আছে যে তাহা তোমা-দিগকে প্রদান করিয়া সন্তোষ লাভ করি। নিজ প্রাণ সম্প্রদানেও এ উপকারের প্রতিশোধ হইতে পারে না। অতএব আমি অদ্য হইতে তোমাদের নিকট মহোপকারশৃঙ্খলে চিরবন্দী থাকিলাম। এক্ষণে তোমরা প্রাণনাথের প্রিয়তম বন্ধুকে সর্ব্বদা সযত্নে রক্ষা করিবে, এবং তাঁহার সমীপে সর্ব্বদা থাকিবে। যদি অদৃষ্টক্রমে সুসম্বাদ দাতা প্রাণনাথের প্রণয়ীরূপ পবিত্র অমূল্য মণি হস্তে প্রাপ্ত হইয়াছ, দেখিও যেন অবহেলায় হারাইও না। সখি! সতত সাবধানে কার্য্য করিবে। সরলা ও চপলা রাজকুমারীর অনুমত্যনুসারে সচিব-

সুত সন্নিকটে যাইয়া সতত শান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে আশ্বস্ত ও তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

এদিকে রাজকুমার বিজয়কিশোর অরণ্যে প্রিয়ব্রতকে হারাইয়া নানাবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। হায় আমি কি পাষণ্ড! দগ্ধ উদরের জন্য জীবনাধিক বন্ধুকে অনায়াসে সায়ংকালে শ্বাপদশঙ্কুল সমন সদন সম মহারণ্যে কেমন করিয়া দেহে জীবন থাকিতে প্রেরণ করিলাম। এ নির্দ্দয় নরাধমের পাপীয়সী ক্ষুধাই কি, বন্ধুর প্রাণান্তের কারণ হইল? মাদৃশ নৃশংসের রাজবংশে জন্ম? আমি সঙ্গে আনয়ন করিয়া অবশেষে জঘন্য জীবনের জন্য সেই প্রাণ-সম পরম বন্ধুকে মমতাশূন্য হইয়া স্বহস্তে কাননরূপ কালান্তের করাল-গ্রাসে নিক্ষিপ্ত করিয়া এখনও জীবিত আছি? হায় আমার কি কঠিন প্রাণ! হে প্রিয়তম! কল্পপাদপভ্রমে বিষবৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলে? তাহা না হইলে নির্ঘৃণ নিশাচরের ন্যায় আমি এরূপ নিদারুণ আচরণ করিব কেন? সখে! শৈশবকাল হইতে আমার দুঃখে দুঃখী ও আমার সুখে সুখী হইয়া সতত ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে সহবাস করিতেছিলে। সুহৃদশ্রেষ্ঠ! পরিণামে আমি কি তাহার এই প্রতিশোধ দিলাম? আহা! এত দিনের পর আমি পবিত্র প্রণয়পিঞ্জরাবদ্ধ হিতৈষী হিমাংশুনিভ হিরণ্ময় হৃদয়রত্ন বিহঙ্গমকে সামান্য কারণে নির্দ্দয় নিষা-দের হস্তে সমর্পণ করিলাম। অদ্য আমি প্রাণসম প্রিয়জন বিনিময়ে ঘোর বিচ্ছেদকে ক্রয় করিলাম। আহা! আর কি সেই সচ্চরিত্র মিত্রের সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া মনকে পরিতুষ্ট করিতে পারিব? আর কি তাঁহার প্রফুল্ল মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া আমার শোকাচ্ছন্ন বিষণ্ণান্তঃকরণ পুলকিত হইবে? হায়! আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া কেন বন্ধুকে বনে পাঠাইলাম। হা তাত! হা মাতঃ! হা মন্ত্রিবর! হা মাতঃ প্রিয়-ব্রত জননি! আপনারা এ সময়ে আসিয়া একবার দেখিয়া যাউন। প্রিয়ব্রত বিরহে আমার কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, হা হৃদয়হারিণি

নলিনি! তুমি কোথায় আছ? এ দুঃসময়ে যদি একবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইত অথবা তোমারই জন্য আমি এই জনশূন্য ভীষণ গহনে বন্ধুবিয়োগজনিত অশেষ প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতেছি। ইহা যদি একবার জানিতে পারিতে, তাহা হইলেও আমি আত্মাকে অনেক পরিমাণে কৃতার্থ জ্ঞান করিতাম। উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে কুমারের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, আর বাক্য নিসঃরণ হইল না। তখন কেবল নয়নজলে ধরাতল অভিষেক করিতে লাগিলেন।

আহা কি দুঃখের বিষয়! একে কুমারের অন্তরে কুমারী নলিনীর বিরহপাবক অবিরত জ্বলিতেছে, তাহাতে আবার প্রিয়ব্রতের বিচ্ছেদপবন সংস্পর্শ হওয়ায়, দ্বিগুণীভূত হইয়া উঠিল। কুমার দুর্দ্দান্ত অনলানিলের উৎপীড়ন অত্যন্ত অসহ্য বোধে দাবাদগ্ধ মৃগের ন্যায় সে স্থান হইতে বহিষ্কৃত হইয়া উদ্দেশ্যপথে গমন করিতে লাগিলেন। সুরাপায়ী ভারবাহী ব্যক্তির পথ গমনের ন্যায় বিয়োগবিধুর বিজয় দেহনাশক দুর্ব্বিষহ দুঃখভারাক্রান্ত হইয়া চলিতে অসমর্থ হইলেন। তাঁহার পদকমল টলিতে লাগিল, কখন ধরায় পতিত হইতেছেন, কখন উঠিতেছেন, এইরূপ ভাবে যাইতে যাইতে কখন অরণ্য মধ্যে জীবহন্তা হিংস্রক জন্তু সকলের সম্মুখীন হইয়া জীবনের আশা ত্যাগ করিতেছেন; কখন বা কুম্ভীর প্রভৃতি ভীষণ জলজন্তু সমাকীর্ণ নদ নদী সকল পাপ প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া অবলীলাক্রমে পার হইতেছেন। হা বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল, যে রাজনন্দন দিব্যরথে আরূঢ় হইয়া সুসজ্জিত সহস্র সহস্র অস্ত্রশস্ত্রধারী মহাবল সৈনিক পুরুষ ও চতুরঙ্গ দল বেষ্টিত হইয়া দেবেন্দ্রের ন্যায় দিক আলোকময় করিয়া গমন করিতেন। অদ্য কিনা সেই রাজকুমার তোমার লিখনানুসারে একাকী কেবলমাত্র বিচ্ছেদকে সঙ্গে করিয়া পদব্রজে গমন করিতেছেন। তুমিও ধন্য তোমার লিখনও ধন্য। এইরূপে কুমার বিজয়কিশোর

নানা কষ্ট ভোগ করত অবশেষে ভুপাল রাজ্যোপান্তে উপস্থিত হইয়া ক্রমশঃ রাজ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

একদিন দিনমণি অস্তাচল চূড়াবলম্বন পূর্ব্বক অস্তমিত হইলে, সরোবরে কমলিনী নায়কবিরহে নিমীলিত হইল। বিহগকুল আকুল হইয়া স্ব স্ব কুলায় ও কন্দরে প্রস্থান করিয়া শাবকগণকে পক্ষপুটে আচ্ছাদন পূর্ব্বক মহানন্দে বিশ্রাম করিতে লাগিল। অন্ধকার ক্রমে ক্রমে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। দেখিতে দেখিতে যামিনীর প্রথম যাম অতীত হইয়া গেল। একে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর নিশা, তাহাতে আবার সেই সময়ে অকস্মাৎ নভোমণ্ডলে নীলবরণ নীরদের গভীরগর্জ্জন শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনতিবিলম্বে স্থূলধারায় বর্ষণ হইতেও আরম্ভ হইল। ঘোরতর তমোবাসে দশদিক আচ্ছন্ন করিল। যখন বিদ্যুল্লতা স্ফূর্ত্তিমতী হইয়া দিক সকলকে আলোকিত করিতে ছিল; কেবল সেই সময়েই বহির্ভাগস্থ তৃণতরুলতা প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হইতে ছিল। এমন সময়ে রাজনন্দন বিজয়কিশোর ভুপাল রাজ্যের রাজবাটীর অনতিদূরবর্ত্তী এক অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বিরহ বিচলিত চিত্ত তখন যে কিরূপ ভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে? তখন তিনি সঙ্গীশূন্য পথভ্রষ্ট পথিকের ন্যায় নরমাংসাহারি নির্দ্দয় প্রাণিসঙ্কুল মহারণ্যে একাকী দণ্ডায়মান, বারিহীন মীনের ন্যায় শরীর কম্পমান, পাবকস্পর্শ প্রকাণ্ড বিষধরের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস তাঁহার নিরুপম নাসিকা হইতে নির্গত হইতে লাগিল। ঘোরান্ধকারময়ী বিভাবরীতে শ্মশানভূমি সন্দর্শনে যেরূপ মন চঞ্চল, কণ্ঠশুষ্ক ও প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, অরণ্য মধ্যে বিজয়কেও অদ্য তদবস্থ লক্ষিত হইয়াছিল। অনন্তর কি করিবেন কিছুই উপায়ান্তর স্থির করিতে না পারিয়া সমীপস্থ এক প্রকাণ্ড কদম্ব বৃক্ষোপরি আরোহণ পূর্ব্বক উত্তরীয় বসনে শাখিশাখায় কটিদেশ বদ্ধ করত অনিদ্রিতাবস্থায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

মহারাজ চন্দ্রশেখর এই রাজ্যের রাজা, তিনি সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত ও সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। স্রোতস্বতী সকল যেমন সাগরকে সেবা করে তদ্রূপ প্রজাগণ মহারাজের পরিচর্য্যা করিয়া যারপর নাই পরিতুষ্ট হইত। মহীপতির অতুল ললিত লাবণ্যবতী হিরণ্ময়ী নাম্নী এক কন্যা ছিল। কন্যা কিশোর কাল উত্তীর্ণ হইলে যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলেন। মিত্রমরীচিকায় মুক্তামালা যেমন প্রতিফলিত হইয়া থাকে তদ্রূপ হিরণ্ময়ীর হেমাঙ্গে তরলবৎ লাবণ্যরাশি প্রতিভাত হইতে লাগিল। মরীচিমালিবিভিন্ন কমলিনীর ন্যায় নবযৌবন লাঞ্ছিত কোমলাঙ্গে অনুপম মনোহর শোভা ধারণ করিল। অলৌকিক সৌন্দর্য্য মাধুরীও দিন দিন আবির্ভূত হইতে লাগিল। নিশিথিনী যেমন নিশানাথের দ্বারা রমণীয় হয়, সরোবর যেরূপ সরোজশোভায় শোভিত হয়, হিরণ্ময়ী দ্বারা সেইরূপ সমস্ত রাজপুরী এককালীন অলঙ্কৃতা হইয়া উঠিল। ভূপাল চন্দ্রশেখর লক্ষ্মীর ন্যায় প্রাণাধিকা দুহিতাকে দর্শন করিয়া কতই সুখানুভব করিতে লাগিলেন।

বহুদিবসাবধি কোন কারণ বশতঃ ভূপালের সহিত রাজ্যস্থ এক বলী ও সম্পত্তিশালী ব্যক্তির বিরোধ থাকায়, সেই দুঃসাহসিক, রাজ্যাভিলাষী বিপক্ষের ন্যায় সতত বসুধাধিপতির অনিষ্ট চিন্তা করিত কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে সক্ষম হয় নাই। বাস্তবিক শৃগাল হইয়া সিংহের অমঙ্গল চেষ্টা করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহা অতি অসম্ভবনীয় হইলেও সেই দুর্দ্দান্ত ছদ্মবেশে গুপ্তভাবে রাজবাটীর চতুর্দ্দিকে চোরের ন্যায় প্রতিদিন কখন প্রদোষ সময়ে কখন বা রজনীযোগে ভ্রমণ করিত।

যে রজনীতে রাজনন্দন বিপদগ্রস্ত হইয়া বৃক্ষোপরি অবস্থিতি করিতে ছিলেন, সেই দিবস প্রাতঃকালে রাজমহিষী কুমারী হিরণ্ময়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎসে! অদ্য কৃষ্টাচতুর্দ্দশী তিথি, তুমি সায়ং সময়ে সখীগণ সহ বাটীর বহির্ভাগস্থ শিবালয়ে যাইয়া অশিব-

নাশক অন্নপূর্ণাপতির পূজা করিতে গমন করিও। প্রাণাধিকে! তোমার মত বয়সে রাজবালাদিগের মধ্যে মধ্যে মনোমত পতি লাভার্থ মঙ্গলপ্রদ মহাদেবের পূজা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কল্যাণকাঙ্ক্ষিণী জননীর প্রীতিপ্রদ পবিত্র বাক্য শ্রবণমাত্র, নন্দিনী অমনি স্মিতাননে মাতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। অনন্তর কুমারী দিবাভাগে অনশন ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক সায়ংকালে সখী সকলে সম্মিলিত হইয়া বিমল মনে সচন্দন বিল্লদল ও শতদলে শোভিত হেমময় পাত্র স্বহস্তে লইয়া গজেন্দ্রগমনে শিবালয়ে গমন করিতে লাগিলেন। গমন সময়ে বোধ হইল যেন, শাপভ্রষ্টা হইয়া ধরাতলে উমা, উমাপতির পরিচর্য্যার্থ গমন করিতেছেন। ধর্ম্মমনা হইয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে কেশরী যেমন সহসা আয়তলোচনা কুরঙ্গীকে লইয়া গমন করে তদ্রূপ উল্লিখিত রাজদ্রোহী ছদ্মবেশী নরপিশাচ মৃগনয়না শরচ্চন্দ্রনিভাননা রাজনন্দিনীর কোমল ভুজবল্লী ধারণ পূর্ব্বক তূর্ণগতি তুরঙ্গোপরি আরোহণ করাইয়া বায়ুর ন্যায় নিমেষ কাল মধ্যে অলক্ষিত হইল। সখীরা এই দারুণ দুর্ঘটনার সংবাদ কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া রাজা ও রাজ্ঞীর নিকট বলিল। দম্পতী শ্রবণমাত্র দুঃখ ও শোকে একান্ত কাতর হইয়া মুখে হাহাকার শব্দ করিতে লাগিলেন। সুশীলা হিরণ্ময়ীর কুবার্ত্তা শ্রবণে রাজ্যস্থ সকলেই মহাশোকে নিমগ্ন হইল। তদ্দণ্ডেই অসংখ্য সৈন্য সামন্ত রাজকুমারীর উদ্দেশে ধাবিত হইল।

এদিকে সেই নরপিশাচ নিজ মনোভিলাষ পরিপূরণার্থ কুলবালা রাজবালাকে সঙ্গোপনে সংহৃত করিয়া মারুত মুখস্থ পরিশুষ্ক পলাশের ন্যায় রাজপুরীর অনতিদূরস্থ অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর সেই অচৈতন্যা হিরণ্ময়ী প্রতিমাকে এক কদম্ববৃক্ষমূলে কঠিন মৃত্তিকাসনে রক্ষা করিয়া তাঁহার কোমলাঙ্গ সুরাপায়ী ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান শূন্য নরপশুর ন্যায় কঠোর কর দ্বারা বারম্বার স্পর্শ করিতে উদ্যত, কিন্তু কোন রূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। অসদভিলাষী

মনে জানে না, যে সতী নারীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে দেবতাদিগেরও হৃৎকম্প হইয়া থাকে, সামান্য মানবের ত কথাই নাই, তথাপি সে পাপাত্মা কুমারীকে নানাবিধ যন্ত্রণা দিতে লাগিল। দুষ্টের উৎপীড়নে ও ঈশ্বরানুকম্পায় হিরণ্ময়ী সহসা সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখিলেন নিবিড়ারণ্য; সম্মুখে দানবের ন্যায় কালোপম এক পুরুষ দণ্ডায়মান, মধ্যে মধ্যে শরীর স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই সকল দেখিয়া তিনি জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন এবং অমূল্যরত্ন সতীত্বরত্ন কিরূপে রক্ষা করিব, এই ভয় তাঁহার সরলহৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিল। হায়! এখন আমি কি করি, এই বনমধ্যে কাহারইবা শরণাগত ও চরণাশ্রিত হইয়া এই অকূল বিপদপারাবার হইতে উত্তীর্ণ হই। এই বলিয়া চীৎকার শব্দ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে নিরব হইয়া এই অদৃষ্টপূর্ব্ব অসম্ভবনীয় দৈবদুর্ঘটনা মনে আন্দোলন করত হতবুদ্ধি ও মৃতপ্রায় হইয়া রহিলেন। দুর্ভাবনারূপ দুর্নিবার দীপশিখা তাঁহার হৃদয়মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া অশেষ প্রকার যন্ত্রণা দিতে লাগিল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সতীত্ব মহাধন সংরক্ষণার্থ সত্যময়কে উদ্দেশ করিয়া কাতরবাক্যে বলিতে লাগিলেন, হে কৃপানিধান! আমি কৃতাঞ্জলি ও কাতর হইয়া বিনয় করিতেছি, আপনি আমার অপ্রতিবিধেয় অপার বিপদবারিধিতে তরণিস্বরূপ হইয়া পার করুন। হে লজ্জানিবারণ! কৃপাবলোকনে দ্রুপদরাজনন্দিনী দ্রৌপদীর ন্যায় দুরপণেয় বিপদার্ণবে নিমগ্না এই অবলা কুলবালাকে রক্ষা করুন। হে মৃত্যো! তুমি ভিন্ন এসময়ে আর কেহই আমার হিতকারী হইতে পারিবে না। আমি তোমার পদাশ্রিত হইতেছি, শীঘ্র আমার জীবন লও, তাহা হইলেই আমি এই ঘোর বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাই। হে মাতঃ বসুন্ধরে! একবার দ্বিধা হও তাহা হইলেই তোমার প্রিয়তমা তনয়া তোমাতে প্রবেশ করিয়া রক্ষা পায়।

এইরূপ নানা আক্ষেপ করিয়া পরিশেষে ফণিনীর ফণানিঃসৃত

নিশ্বাসবায়ু যেমন সমীপস্থ জীবসকলকে নিস্তেজ করিয়া তুলে, তদ্রূপ নৃপসুতার সুদীর্ঘ নিশ্বাসমিশ্রিত কাকুতি বাক্য সেই অপরিচিত পাপাসক্ত পুরুষাধমকে তেজোহীন করিল! রে দুরাশয়! তুই কি জানিস্ না, এই অনিত্য সংসারমধ্যে মনুষ্য জন্ম দুর্লভ জন্ম! চতুরশীতি লক্ষ জন্মান্তে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্যবলে জীবগণ এই ভূমণ্ডলে দুর্লভ মানবদেহ ধারণ করিয়া থাকে। এরূপ উৎকৃষ্ট জন্ম ধারণপূর্ব্বক পশুবৎ রিপুবশম্বদ হইয়া দুর্গতি দুস্তর সাগরে নিমগ্ন হওয়া কি তোর উচিত? রে মনুজাধম! শরীরের সুশোভন সনাতন ধর্ম্মধন নিধন করিয়া অধর্ম্মকে অঙ্গে স্থান দিস্ না। রে দুর্ম্মতে! তুই কি জন্য স্ত্রীজাতির একমাত্র অমূল্যভূষণ সতীত্বভূষণ হরণ করিতে উদ্যত হইতেছিস্? তোরে বারম্বার বলিতেছি যে ধর্ম্মরূপ মহাফলকে বিসর্জ্জন দিয়া সতীর সতীত্বনাশ রূপ মহাপাপপঙ্কে নিপতিত হওয়া কখনই উচিত নয়। রে দুরভিসন্ধে! ধর্ম্মবিগর্হিত ক্ষণিক সুখের জন্য স্বর্গমার্গ কলুষকণ্টকে রুদ্ধ করিয়া, কেন নিরয়গামী হইতে অভিলাষী হইয়াছিস্? রে পাপাকাঙ্ক্ষিন্! তোরে বিনয় করিয়া বলি! কুলকামিনীর একমাত্র কুলগৌরবান্বিত মহাধন সতীত্বধনকে হরণ করিস্ না। রে পাপমতে! পতঙ্গ যেমন দীপালোক দর্শন করিয়া আহ্লাদিত মনে তাহাতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে, তুই তদ্রূপ স্বল্প কাল সুখের নিমিত্ত চির অসুখদ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া সুদুর্লভ মানবদেহকে ভস্মসাৎ করিস্ না। হৃদ্বিদারক ও পাষাণভেদী কুমারীর এই সকল বাক্য সেই নরপশুর হৃদয়ে স্থান পাইল না; বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতররূপে রাজসুতাকে ক্লেশ দিতে লাগিল। যে স্ত্রী প্রকৃত সতী কাহার সাধ্য তাহার সতীত্বধন নষ্ট করে? হিরণ্ময়ী অদ্য বিপদে পতিত হইয়া সতীত্ব রক্ষার্থ একান্তমনে সেই সত্যময়কে আহ্বান করিতেছেন। যদি তিনি অবলার সেই ক্রন্দন না শুনিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বিপদভঞ্জন নামে কলঙ্ক হইত। ভূপালরাজনন্দিনী হিরণ্ময়ী অদ্য বিপদগ্রস্তা,

ঐ দেখ দুরন্ত নরপিশাচ তাঁহার অমূল্য সতীত্বধন হরণ করিতে উদ্যত, ঐ দেখ সতী ধূল্যবলুণ্ঠিতা মৃতপ্রায়া, তাঁহার বক্ষঃস্থল নেত্র-নীরে ভাসিয়া যাইতেছে। আহা! সতী ভাবিতেছিলেন, বুঝি দীননাথ তাঁহার ক্রন্দন শুনিলেন না, বুঝি তিনি তাঁহার বিনয়ে বধির হইলেন; কিন্তু তাহা কেন হইবে, তিনি অবশ্যই অবলার ক্রন্দন শুনিবেন এবং সতীর সতীত্ব রক্ষার্থ নিঃসন্দেহই প্রসন্ন হইবেন।

যখন সেই পাপাত্মা অবলা রাজবালার এইরূপ উৎপীড়ন করিতেছে; কোন রূপেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছে না। এমন সময়ে এক প্রবল পরাক্রান্ত বীর্য্যবান যুবাপুরুষ, যে বৃক্ষ-মূলে কুমারী ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া ধরাশায়িনী ছিলেন; সহসা সেই বৃক্ষোপান্ত হইতে অবতরণ করিয়া সেই নীচাশয় জীবাধমের কেশাকর্ষণ করত রজ্জুবদ্ধ লোষ্ট্রের ন্যায় ঘূর্ণায়মান করিয়া বৃক্ষগাত্রে বারম্বার আঘাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর পৃথ্বীতলে পাতিত করিয়া পুনঃ পুনঃ পদাঘাত দ্বারা দুষ্টের প্রাণ বিনষ্ট করিলেন। দুষ্টের দমন হইল, সতীর সতীত্বধন রক্ষা পাইল। আহা! কৌশলময়ের কি কৌশল, কেমন সুকৌশলে স্বকার্য্য সাধন করিলেন।

আহা দৈবের কি বিচিত্র কার্য্য! কুমার যে বৃক্ষোপরি আরূঢ় হইয়া যামিনী যাপন করিতেছিলেন, সেই বৃক্ষ মূলেই দুষ্ট কুমারীকে রক্ষা করে। তিনি বৃক্ষারূঢ় হইয়া আদ্যোপান্ত এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শন করিতে ছিলেন। অবলা রাজবালার প্রতি দুষ্টের রাক্ষসবৎ নিষ্ঠুরতাচরণ, নিদারুণ যন্ত্রণা প্রদান প্রভৃতি হৃদয়বিদারক ব্যাপার সমুদয় অবলোকন করিয়া কুমার আর কোন ক্রমেই পাদ-পোপরি স্থির থাকিতে পারিলেন না। আপনাকে শত শত ধিক্কার দিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি কি নরাধম! রাজকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া স্বচক্ষে এই ঘোর পাপ কার্য্য দর্শন করিতেছি! হায় আমি কি মমতা হীন! এই বলিয়া তদ্দণ্ডেই বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ

হইলেন। যিনি বিরহবেদনায় হীনবীর্য্য, ক্রোধে তখন তিনি কেশরীর ন্যায় পরাক্রমশালী হইয়া দুর্ম্মতির কেশাকর্ষণ করত অনায়াসে তাহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। অবলা কুলবালার মহাধন সতীত্বধন রক্ষা করিয়া কুমার অদ্য অনুপম চিত্তপ্রসাদ লাভ করিলেন। স্বপ্ন দর্শনাবধি কুমারের বিমলচিত্ত বিশুষ্ক ছিল, অদ্য কুমারী হিরণ্ময়ীর জীবন রক্ষা করায়, সেই বিশুষ্ক চিত্তক্ষেত্র বিমলানন্দবারিতে সিক্ত হইল। একটি অবলা নারীর দুর্লভ সতীত্বধন রক্ষা করিয়াছি, না জানি আমার নলিনী শুনিয়া কতই আহ্লাদিত হইবেন ও আমাকে কত ভাল বাসিবেন, এই চিন্তা তাঁহার আনন্দ লহরীকে দ্বিগুণিত করিতে লাগিল।

অনন্তর রাজনন্দন বিজয়কিশোর কুমারীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে ধূল্যবলুণ্ঠিতা কাতরা রাজাত্মজা লজ্জিত হইয়া সজলনয়নে ও কাতর বচনে কহিল, প্রাণপ্রদ! আমি এই রাজ্যেশ্বরের একমাত্র দুহিতা, আমার নাম হিরণ্ময়ী। মাতার আদেশানুসারে আমি অদ্য সায়ংকালে সখীসহ শিবপূজার্থ শিবালয়ে যাইতে ছিলাম, এমন সময়ে ঐ দুরাত্মা আমাকে বলপূর্ব্বক ধৃত করিয়া এই স্থানে আনয়ন করত অশেষ প্রকার যন্ত্রণা দিতে লাগিল। হে বিপদোদ্ধারক! ও ব্যক্তি কে, কোথায়ইবা উহার নিবাস, আমি ইহার বিন্দুবিসর্গও জানি না। হে অবলাকুলরক্ষক! যদি আপনি আমার কুল মান জীবন রক্ষা করিলেন; এক্ষণে অবলার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক গৃহে রাখিয়া আসিলে যারপরনাই উপকৃত হই। আমার জনক জননীর আমি ভিন্ন আর কেহই নাই। তাঁহারা হয়ত এতক্ষণ আমার অদর্শনে জীবন ত্যাগ করিয়া থাকিবেন; অতএব হে মহোপকারিণ! যদি আপনি আমার জীবন প্রদান করিলেন; এক্ষণে আমাকে গৃহে লইয়া যাইয়া আমার জন্য শোকাতুর মাতা পিতার প্রাণ প্রদান করুন।

রাজনন্দিনীর বিনয়পূর্ণ বাক্যাবসানে কুমার কাতরা রাজবালাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজাত্মজে! তজ্জন্য তুমি কাতরা হইও না। আমি এই দণ্ডেই তোমার বাক্য প্রতিপালন এবং রাজ-সন্নিধানে লইয়া গমন করিতেছি। রাজবালে! তুমি যখন আমার শরণাপন্ন হইয়াছ, তখন কোন চিন্তা ও ভয় নাই। আমার প্রাণ দিয়াও তোমার প্রাণ রক্ষা করিব। হে বিপদাপন্নে! এই রজনীতেই যদি একান্ত যাইতে অভিলাষিণী হইয়া থাক, তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, চল রাজভবনাভিমুখে গমন করি। এই বলিয়া উভয়ে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মৃদুমন্দ গমনে যাইতে লাগিলেন। তখন ঘোরাযামিনীর ত্রিযাম অতীত। তরুবৃন্দ হইতে তুষারবিন্দু নিপতিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে শীতল সমীরণে শাখিশাখা সকল প্রকম্পিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন রাজনন্দিনীর দুঃখে দুঃখিত হইয়াই, তাহারা প্রকৃতিসতীর নিকট প্রাতঃ সমাগম প্রার্থনা করি-তেছে। হিংস্র শ্বাপদ সকল প্রাণিগণের প্রাণনাশ করিয়া স্ব স্ব স্থানে সমাগত, এমন সময় নৃপতিসুত নিঃশঙ্কচিত্তে কুমারীকে লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাজবাটীর সমীপে সমুপ-স্থিত হইলে, অরুণদেব যেন সমস্ত রজনী রাজবালার শোকে ক্রন্দন করিয়া রক্তলোচনে পূর্ব্বাচল হইতে কুমারীকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। ক্রমে জগৎ আলোকময় হওয়ায় বোধ হইল যেন জগজ্জননী প্রিয়তমা তনয়াকে দর্শন করিয়া হাসিতেছেন। অবনি-পতিসুতা প্রাণদাতার সহিত অন্তঃপুরে শোকার্ত্ত নৃপদম্পতীর নিকট উপস্থিত হইয়া জনকজননী বলিয়া বারম্বার আহ্বান করিতে লাগি-লেন। কন্যার কোকিলকণ্ঠ নিঃসৃত স্বর তাঁহাদের শ্রবণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র চক্ষুরুন্মীলনপূর্ব্বক দর্শন করিলেন, কন্যা কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা এবং তাঁহার পার্শ্বভাগে এক নবীন সুন্দর পুরুষ, আহা! তখন যে তাঁহাদিগের কি সুখের সময় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে। চাতক চাতকী যেমন নবীন নীরদ দর্শনে, চকোর

চকোরী যেরূপ চন্দ্রমাবলোকনে আনন্দিত হয়, রাজা ও রাজমহিষী তনয়ার বিমল মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিয়া তদপেক্ষা অধিকতর হৃষ্টচিত্ত হইলেন। এমন কি তাঁহাদের মৃতদেহে যেন জীবন সংযোজিত হইল।

হিরণ্ময়ী জনকজননীর নিকট রজনীর সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে তাঁহারা বিস্ময়ান্বিত হইয়া ক্ষণকাল অন্তরে কুমারীর অভূতপূর্ব্ব দুর্ঘটনা মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। পরে প্রাণাধিক হৃদয়মণিকে অঙ্কে বসাইয়া পুনঃ পুনঃ মুখচুম্বন ও মস্তক আঘ্রাণপূর্ব্বক অপার প্রীতি লাভ করিলেন। নয়নে আনন্দবারি প্রবাহিত হইয়া কুমারীর কোমল অঙ্গকে অভিষিক্ত করিয়া তুলিল; কুমারীর প্রত্যাগমনবার্ত্তা শ্রবণে রাজ্যস্থ সমস্ত লোকই আনন্দসাগরে নিমগ্ন, অনন্তর মহীপতি চন্দ্রশেখর কন্যার জীবনদাতা নবীন পুরুষের আজানুলম্বিত বাহুযুগল, অত্যুন্নত স্কন্ধদেশ, রেখাত্রয়াঙ্কিত গ্রীবাদেশ, অতি বিশাল বক্ষঃস্থল, আকর্ণ নেত্র, স্বর্ণবিনিন্দিত বর্ণ, নাতি দীর্ঘ নাতি হ্রস্ব, সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত আকৃতি দর্শন করিয়া অজ্ঞাত নামধেয় অদৃষ্টপূর্ব্ব সেই তরুণ পুরুষরত্নের রূপলাবণ্যের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে নৃপতি নবীন যুবাকে সস্নেহ সম্ভাষণ পুরঃসর বলিতে লাগিলেন, "কুমারীর প্রাণরক্ষক! আপনি কে? কোথায় হইতেই বা সমাগত? আপনাকে দর্শন করিয়া সামান্য মানব বলিয়া বোধ হয় না। আপনি যে, কোন মহাবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহা যদি না হইবে, অঙ্গে রাজচক্রবর্ত্তীর চিহ্ন সকল প্রকাশ পাইবে কেন? হে পুরুষরত্ন! নিজ পরিচয় প্রদানে আমাকে সুখী করুন"।

ভূপতির বাক্যাবসানে কুমার সরল হৃদয়ে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় মহীপালের নিকট ব্যক্ত করিলেন। তখন রাজা সানন্দচিত্তে বিজয়কিশোরকে সম্মানের সহিত বিশুদ্ধ রত্নসিংহাসনে বসাইয়া

আত্মাকে কৃতার্থজ্ঞান করত অতি বিনীতবাক্যে বলিলেন, রাজনন্দন! আপনি যে জীবনাধিক কন্যারত্ন প্রত্যর্পণরূপ উপকার ঋণজালে আমায় জড়িত করিলেন, এ জাল হইতে কখনই মুক্ত হইতে পারিব না। তবে আমার একান্ত বাসনা যে উদ্ধৃত কন্যাকে আপনার করে সমর্পণ করিয়া জীবন সার্থক করি।

কুমার রাজার বাক্যে কিঞ্চিৎকাল নিরব থাকিয়া পরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজন! আপনি যাহা অনুজ্ঞা করিলেন তাহা আমার পক্ষে এখন যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। আমি একের প্রণয়াসক্ত হইয়া পিতা, মাতা, রাজ্য-ধন পরিত্যাগপূর্ব্বক তদুদ্দেশে পর্য্যটন করিতেছি এবং পথিমধ্যে প্রাণসম বন্ধুকে হারাইয়াছি। ভূপতে! আরও বিবেচনা করুন, আপনার তনয়ার আমি এক রূপ জীবন রক্ষা করিয়াছি বলিলেও বলা যাইতে পারে। প্রাণদাতার পরিণেতা হওয়া কতদূর সম্ভবপর তাহা আপনিই বিবেচনা করুন। তবে এইমাত্র আপনার নিকট অঙ্গীকার করিতে পারি, যে আমা হইতেও রূপবান্ ও গুণবান্ বুদ্ধিমান এবং বীর্য্যবান্ পুরুষশ্রেষ্ঠ প্রাণপ্রতিম আমার হৃত বন্ধুরত্নকে যদি কখন প্রাপ্ত হই এবং আপনার কন্যার যদি পুর্ব্বজন্মের সুকৃতি থাকে তাহা হইলে তাঁহাকে এখানে আনয়ন করিয়া উদ্ধৃত ভবদীয় সাধ্বী কন্যাকে তাঁহার করে সমর্পণ করিব। মহারাজও যোগ্যপাত্রে কন্যা বিন্যস্ত করিয়া জন্মসার্থক বোধ করিবেন। নরেশ! তাঁহার ন্যায় মনুজ জগতে অতি বিরল। কন্যার যদি শিবপূজার বল থাকে তাহা হইলেই সেই পুরুষরত্ন গলে বরমাল্যদানে সক্ষম হইবেন। রাজা কুমারের বাক্যে পরম পুলকিত হইয়া, "রাজনন্দন! অচিরে তোমার মনোভীষ্ট পূর্ণ হইবে" এই বলিয়া বারম্বার আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

কুমার ভূপালের নিকট হইতে বিদায় হইয়া মালবদেশাভিমুখে গমন করিলেন। দুর্গম পথিমধ্যে নানাবিধ কষ্টভোগানন্তর কিছুদিনের পর মালবদেশে উপস্থিত হইয়া নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া বেড়ান।

এক দিন দিবাভাগে ভ্রমণ করিতে করিতে যে শিবালয়ে বিজয়বিয়োগী মন্ত্রিপুত্র প্রিয়ব্রত অবিরল শোকাশ্রুপাত করিয়া শরীরক্ষয় করিতেছিলেন। সহসা রাজনন্দন তথায় উপস্থিত হইয়া অন্তরস্থ প্রাণাধিক প্রিয়ব্রতের বিচ্ছেদ ও হৃদয়বিলাসিনী নলিনীর বিরহ, অনিবার্য্য এই উভয় রোগোপশম জন্য উমাপতিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের সহিত শুভ সম্মিলন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে নবীন সন্ন্যাসী হঠাৎ প্রাণসম প্রিয়তম বন্ধুকে শিবালয়ে সমাগত দর্শন করিয়া অন্তরে যে কিরূপ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন তাহা তিনি ভিন্ন কে বলিতে পারে। বিজয়কিশোরকে দর্শন করিয়া তাঁহার তাপিতচিত্ত শীতল এবং বিষণ্নবদন প্রসন্ন হইল। তৃষ্টায় শুষ্ককণ্ঠব্যক্তি সম্মুখে সরোবর অবলোকন করিলে যেরূপ আহ্লাদিত হয়; প্রতপ্ত তপনতাপে তাপিত হইয়া সুবিমল স্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিলে শরীরসন্তাপ দূরীকৃত হইয়া যেরূপ প্রমোদ লাভ হয়, প্রিয়ব্রতও সেইরূপ বহুদিন বিচ্ছিন্ন প্রিয়বন্ধুর শরচ্চন্দ্রানন দর্শনে যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। নিদারুণ বিরহানল নির্ব্বাপিত হইয়া তখন তাঁহার অন্তরে সন্তোষসহ সুশীতল সুখসলিল প্রবাহিত হইতে লাগিল। নয়নযুগল হইতে শোকাশ্রু তিরোহিত হইয়া আনন্দবারি বিগলিত হইতে লাগিল। আহ্লাদোন্মত্ত যোগীবেশধারী প্রিয়ব্রত আর অভিনাসনে থাকিতে পারিলেন না। অমনি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন করত সহাস্যবদনে "রাজকুমার রাজকুমার" বলিয়া প্রেমসম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। হে নলিনীর প্রেমাভিলাষিণ্ রাজনন্দন! আমাকে কি চিনিতে পারিতেছেন না? কুমার! আমি যে আপনার চিরানুগত প্রিয়ব্রত, আপনার অদর্শনজনিত বিষম শোকদাহে অস্থির হইয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করত নানা স্থানে আপনার অন্বেষণ করিয়াছি; অবশেষে মালবদেশে আসিয়া আশুতোষের মন্দিরে অবস্থিতি করিতেছি। এক্ষণে নিবেদন এই আপনি

যাহার জন্য রাজ্যৈশ্বর্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া দীন হীন নরের মত ও উন্মত্তের ন্যায় পর্য্যটন করিতেছেন। তিনিও তবানুরাগিনী হইয়া অনশন ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক প্রমোদোপবনে ধরাসনে হা বিজয়! হা বিজয়! বলিয়া অবিশ্রান্ত ক্রন্দন করিতেছেন। এমন কি ত্বদীয় বিরহে বিনোদিনীর বিমলাঙ্গ বহুলপক্ষীয় বিধুকলার ন্যায় দিন দিন ক্ষীণ ও শোভাহীন। তবে যে এখনও জীবিত আছেন, সে কেবল নিরন্তর তব নামামৃত পান ও ধ্যান জন্য। সম্প্রতি তাঁহার সম্বাদ পাইয়াছি, তিনি এখন এই শিবালয়ের অদূরবর্ত্তী উদ্যানে অবস্থিতি করিতেছেন, কুমার! শুভ ঘটনার আর বিলম্ব নাই।

জন্মান্ধ ব্যক্তি চক্ষু প্রাপ্ত হইলে, ফণী মণি লাভ করিলে এবং দীন হীন জন হস্তে রত্ন প্রাপ্ত হইলে যেমন অসীম আনন্দিত হয়, তদ্রূপ রাজনন্দন বিজয়কিশোর, বহুদিবসের পর হৃতবান্ধবধন দর্শনে পরমাহ্লাদিত হইলেন। তাঁহার শরীরস্থ বন্ধুবিচ্ছেদ জনিত ব্যাধির প্রিয়ব্রত প্রাপ্তিরূপ ঔষধে উপশম হইল। তখন তিনি অপেক্ষাকৃত ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক বন্ধুকে বলিলেন, সখে! এ হতভাগার জন্য তোমাকে যে কত কষ্ট ও কত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইতেছে তাহা বলিতে পারি না। এমন কি আমার জন্য সন্ন্যাসী হইয়া স্বর্ণ দেহে ভস্ম প্রলেপন, অজিনবাস পরিধান, অনাহারে কালযাপন করিয়াছ। প্রাণাধিক! ইহা অপেক্ষা অধিক কষ্ট আর কি আছে? অভিন্নহৃদয়! অদ্য হইতে তুমি জীবলোকে এক প্রধান দৃষ্টান্তস্থল হইলে। অদ্য হইতেই মানবগণ মহীমণ্ডলে তোমার নামোল্লেখ করিয়া যথার্থ সৌহৃদ্য ও সাধুতার পরিচয় দিবে। তুমিই ধন্য, তুমিই প্রকৃত বন্ধু, যেহেতু চিরকালের জন্য জগন্মণ্ডলে বিশুদ্ধ বন্ধুতারূপ কীর্ত্তিস্তম্ভ সংস্থাপিত করিয়া জনসমাজে প্রশংসার ভাজন হইলে। নিশ্চয় তুমি অন্তিমে ধর্ম্মরূপ মহা মহীরুহের মোক্ষরূপ অমৃত ফলাস্বাদন করিবে। হে হিতাহেবিণ্ প্রিয়বন্ধো! তোমার অনন্ত গুণ-মালা আমার অন্তঃকরণে চিরকালের জন্য জপমালা হইল।

এইরূপ কথোপকথনের পর উভয় বন্ধুতে একাসনে সমাসীন হইয়া বিরহান্তর পথিমধ্যে যাঁহার যে যে দুর্ঘটনা হইয়াছিল, উভয়ে সেই সকল বিস্তারিতরূপে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। উভয়ে উভয়ের কথায় বিস্ময়ান্বিত ও কৌতূহলাক্রান্ত। তদনন্তর প্রিয়ব্রত বিজয় সমীপে নলিনী সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলেন। পরে প্রিয়ব্রত নবাগত রাজসুত সহ নবযুবতী সখীদ্বয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন সরলা ও চপলা প্রিয়ব্রতের পানার্থ করকমলে পয়ঃপূর্ণ পবিত্র কাঞ্চন পাত্র লইয়া মৃদুগমনে আসিতেছেন। দেখিয়া বোধ হইল যেন ভগবতী নবযোগীকে মহাযোগী বিবেচনা করিয়া ধরণীতলে জয়া বিজয়া সহচরীদ্বয়কে প্রেরণ করিয়াছেন। ক্রমে তাহারা তারাপতির মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিঞ্চিৎ পরেই সরলার সরোজনেত্র কুমারের প্রতি পতিত হওয়ায় আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া সে চপলাকে কহিল, চপলে! অদ্য আবার একি অপরূপ রূপ নিরীক্ষণ করি, রজতগিরি যে অদ্য হেমগিরিসহ মিলিত! সমুজ্জ্বল হীরকখণ্ডে প্রতপ্ত কাঞ্চনখণ্ড শোভিত! সখি! নবীন সন্ন্যাসীসহ সম্মিলিত ঐ যে কুমার তুল্য নবকুমারকে দর্শন করিতেছ, আমার বোধ হইতেছে উনিই বুঝি রাজবালার বিষম বিরহব্যাধির মহৌষধ স্বরূপ হইবেন। তাহা না হইলে উহাঁকে দর্শনমাত্র আমার বামনয়ন ও বামাঙ্গ স্পন্দিত হইবে কেন? সহসা অন্তরের দুঃখস্রোত দূরীকৃত হইয়া সুখস্রোত বাহিত হইবে কেন? প্রিয়সখি! এতদিনের পর বুঝি বিধাতা সদয় হইয়া রাজনন্দিনী নলিনীর বিবাহরূপ নলিনী প্রস্ফুটিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সরলার ঐ কথা শ্রবণমাত্র চপলা অমনি বলিল, সহচরি! ঐ নবীন নাগরকে দর্শন করিয়া আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে রাজবালার পরিশুষ্ক প্রণয়তরু অতি শীঘ্র পল্লবিত হইবে। অতএব সখি! আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে, চল সন্ন্যাসীর সমীপে যাইয়া নবাগত নবকুমারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলেই

সমস্ত জানিতে পারিব। এই বলিয়া উভয়ে উদাসীনের নিকট উপস্থিত হইল।

অনন্তর চপলা যোগীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল। বিয়োগিন্! আপনার অজিনাসনে আসীন অভিনবাগত অনঙ্গতুল্য রূপবান্ দ্বিতীয় নবীনযুবা পুরুষ কে? আপনার সঙ্গেইবা ইহাঁর কিরূপ সম্বন্ধ? কি জন্যইবা উনি এস্থানে সমাগত? এই সকল বিষয় অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করিলে আমাদের অস্থির চিত্ত সুস্থতা লাভ করে।

চপলার কথা শ্রবণ করিয়া প্রিয়ব্রত হাস্যাননে বলিতে লাগিলেন "শোভনে! আমি যাঁহার বিরহে এতাবৎকাল যাপন করিতেছিলাম, অদ্য সেই পরম বান্ধবের শুভাগমন হইয়াছে।" এই মহোদয়ই ব্রহ্মদেশাধিপতি মহারাজ কেশরীবীর্য্যের তনয় ইহাঁরই নাম বিজয়কিশোর, ইনিই সকল সুখের অধিকারী হইয়াও একমাত্র স্বপ্নাবলোকিত মালবদেশরাজদুহিতার প্রণয়ের ভিখারী, এমন কি তাঁহার জন্য আহার নিদ্রা শয়ন প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিয়াছেন। মুখে কেবল "নলিনী নলিনী" এই বাক্য বারম্বার উচ্চারণ ভিন্ন আর অন্য কথা নাই। ভাল, তোমরাত রাজকুমারের সকল বিষয় বিদিত হইলে? এক্ষণে শারদীয় মেঘমালার উৎসঙ্গস্থিতা বিদ্যুল্লতার ন্যায় কুমার সহ কুমারীকে মিলিত করিয়া এই রাজধানীকে অমরাবতীর ন্যায় সমুজ্জ্বল কর? রতি সহ রতিপতির ন্যায় বিজয়নলিনীকে দর্শন করিয়া জীবন সফল ও নয়নের তৃপ্তিসাধন কর। বিশেষতঃ রাজনন্দিনীও বিয়োগাতুরা? অতএব হে সুন্দরীগণ! বিষম বিরহবিধূদয়ে সুদুঃখিতা নিমীলিতা নলিনীকে বিজয়সম্মিলনরূপ অরুণোদয়ে আনন্দিত ও বিকসিত কর। বসন্ত মুখাবলোকিতা চ্যুতলতিকার ন্যায় বিজয়ের বিমল বিধুবদন প্রদর্শন করাইয়া বিয়োগিনী রাজনন্দিনীকে শোভিত কর। হে মৃগনয়নে! অধিক আর তোমাদিগকে কি বলিব, যাহাতে উভয়ের বিরহবেদনা নিবারণ ও শুভ সংঘটন সত্বর হয় তদ্বিষয় যত্নবতী হও?

সরলা ও চপলা প্রাণাধিকা নলিনীহৃদয়তস্কর বিজয়কিশোরকে অবলোকন করিয়া সানন্দে সুখসিন্ধুতে সন্তরণ করিতে লাগিল। তাহাতে আবার হর্ষোন্মিত তরঙ্গমালা ও সুআশাস্রোত একত্রিত হইয়া সখীদ্বয়ের হৃদয়স্থ রাজনন্দিনীর অমঙ্গল চিন্তারূপ উচ্চতীরভূমি এককালীন ভগ্ন করিল। চপলা হৃষ্টচিত্তে সরলাকে বলিল, সরলে! এতদিনের পর বিজয় বুঝি বিরহিণী নলিনীর হৃদয়স্থ বিচ্ছেদানলে অবিচ্ছেদ অম্বু প্রদান করিতে আসিয়াছেন। সহচরি! আর এস্থানে থাকায় আবশ্যক নাই শীঘ্র চল। বিষম বিরহবিকার রোগাক্রান্তা কুমারীকে এইবার যাইয়া বিজয় আগমনরূপ বিজয়ভৈরব নামক অমোঘ বটিকা সেবন করাইয়া সুস্থ করা যাউক। এইবার নিশ্চয় রোগের অবশিষ্টাংশ দূরীকৃত হইবে, এই বলিয়া উভয়ে রোগনাশক বিজয়আগমনরূপ মহৌষধ লইয়া হাসিতে হাসিতে দ্রুতগতি বিজয়চিন্তায় অনিদ্রিতা রাজসুতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

সরলা ও চপলা যখন কুমারী সমীপে উপস্থিত হইল, তখন তাহাদের অঙ্গ আনন্দে পুলকিত। চারুচন্দ্রাননে হাস্যকৌমুদী প্রকাশমান। অন্তরে অনন্তানন্দ স্রোত বাহিত হইয়া মধ্যে মধ্যে কোমলাঙ্গীদের অঙ্গকে কম্পিত করিয়া তুলিতেছে। তখন তাহারা কুন্দকোরক বিনিন্দিত দশনশ্রেণী বিকাশ করিয়া রহস্যমিশ্রিত বাক্যা-লাপপূর্ব্বক অশেষ আনন্দানুভব করিতেছিল। অনন্তর সরলা চপলাকে কহিল, সখি চপলে! এমন আশ্চর্য্য কি কখন দর্শন করিয়াছ যে দিনমণি উদিত হইলে পদ্মিনী মুকুলিতা থাকে? কুমুদবান্ধবোদয়ে কি কখন কুমুদিনী মলিনা ও শ্রীহীনা হইয়া থাকে? সুচতুরা নলিনী সখীদ্বয়ের ভাব ভঙ্গিতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, অবশ্যই তাঁহার সম্বন্ধীয় কোন না কোন সুমঙ্গল সূচনা হইয়া থাকিবে, তাহাতে আবার তাহাদের উপহাসমিশ্রিত বাক্যের যথার্থ ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সেই অনুভব দৃঢ়ীভূত হইল। বাস্তবিক মাঙ্গলিক বিষয়ের

সুলক্ষণ অনেকাংশে বাক্য দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে এবং নিরাশ চিত্তক্ষেত্রে সহসা আশারও সঞ্চার হয়।

মদনোম্মাদিনী নলিনী যেন তাহাদের বাক্যে আশ্বাসিত হইয়াই বলিলেন, সহচরীগণ! অদ্য কেন তোমাদিগকে এরূপ আনন্দিত দর্শন করি। কই, আর একদিনও ত এরূপ ভাব অবলোকন করি নাই? অদ্য কেন অভিনব ভাবরসের আবির্ভাব হইল? তোমাদের ভাবভঙ্গি ও সহাস্যানন দর্শন করিয়া আমার বোধ হইতেছে, এতদিনের পর বুঝি এ অভাগিনী বিরহিণী নলিনীর বিরহবিকার শান্তি ও নিরানন্দচিত্ত প্রসন্ন মূর্ত্তি হইবে। দুরদৃষ্ট দূরীকৃত হইয়া সৌভাগ্য-সূর্য্যের উদয় হইবে, অন্যথা কেন তোমাদের কথায় ও তোমাদের আকৃতি প্রকৃতি দর্শন করিয়া অকস্মাৎ আমার অপ্রকৃতিস্থ চিত্ত প্রকৃতিস্থ হইল। বিধাতা কি এতদিনের পর আমার প্রতি সদয় হইবেন? সুচারুহাসিনি! আর মনোভিলাষ প্রকাশ করিতে বিলম্ব করিও না, ত্বরায় ব্যক্ত কর?

চপলা তখন হাসিতে হাসিতে কহিল, রাজনন্দিনি! এমন কিছুই নহে, আমরা উভয় সখীতে মনে মনে একটি কল্পনা করিয়াছি। আপনার এই উদ্যানে হেমলতা জড়িত হেমতরু রোপণ করিয়া প্রাণপণে তাহার মূলদেশে যত্নরূপ আলবাল বাঁধিব এবং তাহাতে স্বকপোল কল্পিত আদিরস পূর্ণ বাক্যবারি সেচন করিয়া পরিবর্দ্ধিত করিব। অদৃষ্ট ক্রমে যদি তাহাতে আশু মধুপূর্ণ পবিত্র প্রণয় প্রসূন প্রস্ফুটিত হয়, উভয়ে দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক জ্ঞান করিব। চন্দ্রাননে! সেই জন্যই অদ্য অসীম আনন্দে নিমগ্না। ইহা ব্যতীত আমাদের অন্য অভিসন্ধি নাই।

নলিনী সখীদের অসাময়িক রহস্যে ঈষৎ কুপিতা হইয়া কহিলেন, বৃথা বাক্যব্যয় কেন কর? এ রহস্যের সময় নয়। একে বিচ্ছেদ জ্বালা, তাহার উপর তোমাদের জ্বালা, আমি অবলা হইয়া কত সহ্য করিব। তোমাদের অন্ত পাওয়া ভার। তোমরা যে বাকপটু এবং

সুরসিকা তাহা আমি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছি, এক্ষণে বৃথা কথা ও রহস্য পরিত্যাগ করিয়া সরলভাবে মনোগত ভাব প্রকাশ কর।

সরলা ও চপলা সহসা রাজনন্দিনীকে কুপিতভাবাপন্ন দর্শন করিয়া লজ্জিত হইল এবং বিনম্রবদনে কহিল, কুমারি! দাসীদের উপর বিরক্ত হইবেন না, সম্প্রতি সুসম্বাদ শ্রবণ করুন? চারুশীলে! অদ্য শিবপূজাচ্ছলে শিবালয়ে গমন করিয়া দর্শন করিলাম, আপনার হৃদয়হারি বিজয়কিশোর এখানে উপস্থিত হইয়া বন্ধুসহ শিবালয়ে বিরাজ করিতেছেন। লাবণ্যময়ি! তাঁহার রূপের কথা কি কহিব, অনন্তও শতমুখে বলিয়া শেষ করিতে পারেন না। বরবর্ণিনি! কেনই না হইবে, যে যেমন তাহার ভাগ্যে তেমনই ঘটিয়া থাকে। যাহা হউক বিজয়কিশোর আপনার তুল্য নায়কই বটেন। নলিনী বিজয়ভানুতেই শোভা পায়। বিধুমুখি! আপনি যখন নিজ সৌন্দর্য্যাদিগুণ দ্বারা অতি গম্ভীর স্বভাব বিজয়কিশোরের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছেন তখন এই অবনিতলে আপনার তুল্য ধন্যা আর কেহই নাই। জলনিধিকে আন্দোলিত করা অপেক্ষা চন্দ্রচন্দ্রিকার অধিক প্রশংসা আর কি আছে। এক্ষণে বরাননে! আমাদের এই প্রার্থনা যেমন শশিসহ নিশা এবং নিশাসহ শশী শোভিত হয় তদ্রূপ বিধাতা কুমারসহ আপনাকে এবং আপনার সহিত কুমারকে সতত শোভিত করুন। সুমুখি! আমাদের জ্ঞান হয় আপনি অবনিমণ্ডলে কুমারের তপস্যারূপ আশ্চর্য্য কল্পবৃক্ষ তুল্য হইয়া জন্ম ধারণ করিয়াছেন। আপনার মনোহর করাগ্রবর্ত্তী নখরেখা তাহার অঙ্কুর, সুবঙ্কিম ভ্রূযুগ্ম তাহার দ্বিপত্র, আপনার রমণীয় অধর তাহার পত্রাঙ্কুর, করযুগল তাহার পল্লব, আপনার ঈষৎ হাস্য তাহার মুকুল, সুকুমার অঙ্গ তাহার কুসুম এবং আপনার কমলকুট্মল বিনিন্দিত কুচদ্বয় তাহার ফল স্বরূপ হইয়াছে।

সখীদের বিমল বিধুমুখ বিনির্গত অমৃতময় বিজয়আগমন সুস-

ম্বাদ শ্রবণ করিয়া কুমারীর বিরহবিকার এককালীন শান্ত হইয়া আসিল। তখন তাঁহার কোমলাঙ্গে নির্ম্মল গৌরকান্তিছটা ও সুন্দর মুখমণ্ডলে মৃদুমন্দ হাস্য প্রকটিত হইল। নীলাব্জনিভ নয়ন যুগল অভিনব শ্রীধারণ করিল। অপাঙ্গে আরক্ত ছটা স্ফূর্ত্তি পাওয়ায় বোধ হইল যেন অন্তরস্থ বিরহানল নয়নকোণ হইতে বাহির হইয়া পলাইতেছে। দিবাকরোদয়ে কমলিনী যেমন বিকসিত হয়, বিজয়আগমন শ্রবণে তদ্রূপ শ্রীহীনা মলিনা নলিনী প্রফুল্লিতা ও শোভাশালিনী হইলেন। সুখসরোবরে যেন হেমনলিনী ভাসিতে লাগিলেন। অনন্তর কুমারী ধরাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, সুখদুঃখভাগিনী সঙ্গিনীগণ! অদ্য তোমরা আমাকে যে সুসম্বাদ শ্রবণ করাইয়া সুস্থ করিলে, সখীগণ! বলদেখি, কি ধন প্রদানে ইহার প্রতিশোধ ও আমার ক্ষোভ নিবৃত্ত হয়। 'আমার বোধ হয় পূর্ব্ব জন্মে তোমরা আমার প্রাণাধিকা সহোদরা ছিলে, কোন না কোন কারণ বশতঃ এই জন্মে বয়স্যা ভাবে ছলনা করিতে আসিয়াছ। এক্ষণে বিধাতার নিকট কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি, যেন জন্মজন্মান্তরে তোমাদের মত হিতৈষিণী সহচরী প্রাপ্ত হই। সখি! এক্ষণে যাহাতে সেই হৃদয়নাথকে একবার দেখাইতে পার, তদ্বিষয়ে যত্নবতী হও, আমার মন আর ধৈর্য্য মানে না।

সে দিন কুমারী সখীদ্বয় সহ কুমার সম্বন্ধীয় নানা কথা প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিলেন। স্থির হইল পরদিন অপরাহ্ণে শিবমন্দিরে যাইয়া প্রাণবল্লভকে দর্শন করিয়া জন্ম সার্থক করিবেন। অদ্য সেই সুখের দিন সুপ্রভাত হইল। অদ্য বিজয় সহ নলিনীর নয়নে নয়নে মিলন, মনে মনে অনেক দিন পূর্ব্বেই মিলিয়াছিল। অদ্য কুমারীর দিন আর যায় না, অপরাহ্ণ আর আইসে না, সুখের সময় আসিয়াও আইসে না, প্রতিমুহূর্ত্ত যুগসহস্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কখন কখন বা উর্দ্ধে দৃষ্টি করিতেছেন, ইচ্ছা হইতেছে হস্ত দিয়া সূর্য্যদেবকে সরাইয়া দেন, সূর্য্য নাকি নলিনীপ্রণয়ী, অল্পক্ষণ পরেই নাকি সেই

নলিনী হস্তছাড়া হইবে, পরক্ষণেই আবার বিজয়হস্তগত হইবে, এই ভাবিয়াই যেন যাইয়াও যাইতেছেন না, ইচ্ছা করিয়া বিলম্ব করিতেছেন এবং প্রখর করকণ্টক দ্বারা বিজয় সন্নিধান গমনপথ রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। বাস্তবিক স্বর্ণপদ্ম প্রাপ্ত হইলে সামান্য পদ্মের লালসা কে করে? কুমারী সততই চঞ্চল, কখন গৃহে, কখন বাহিরে, বস্তুতঃ বহুদিন ব্যাপি বিচ্ছেদের পর শুভ মিলনদিনে প্রণয়ী ও প্রণয়িণীর উভয়কেই ইতস্ততঃ করিতে হয়।

ক্রমে দিবাবসান হইয়া আসিল, বিজয় দর্শনার্থ নিরূপিত সময় উপস্থিত হইল। কুমারী, সখী সরলা ও চপলা সহ মিলিত হইয়া উদ্যান হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। বিজয় সমীপে যাইবেন বলিয়া বিশেষরূপ বেশভূষা কিছুই করিলেন না, অথবা জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর অঙ্গে কি সামান্য খদ্যোতভূষণ শোভা পাইয়া থাকে? যে নায়িকা নানা বেশ ভূষায় ভূষিতা হইয়া নায়কের মন হরণ করিতে চেষ্টা করে, তাহার প্রেম প্রকৃত প্রেম নহে এবং যে নায়কও কেবলমাত্র কৃত্রিমবেশ বিন্যাস জনিতরূপে মোহিত হইয়া প্রেমপাশে বদ্ধ হয়, সে প্রেম রূপজ প্রেমমাত্র। প্রাতঃকালীন শিশিরবিন্দুর ন্যায় সে প্রেম অল্পকাল স্থায়ী। কুমারী অদ্য কৃত্রিম বেশভূষার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া স্বাভাবিক অনুপম সৌন্দর্য্যে চতুর্দ্দিক আলোকিত করত মহানন্দে গমন করিতে লাগিলেন। দেখিলে বোধ হয় যেন রোহিণী সখীসহ শিবললাটস্থ স্বীয় পতির বিমোচনার্থ শিবালয়ে গমন করিতেছেন। ক্রমে তাঁহারা শিবালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুমার তখন প্রিয়ব্রতসহ একাসনে আসীন। প্রিয়ব্রত দর্শন করিলেন, পরিচিতা সহচরীদ্বয়সহ সুরাঙ্গনা হইতেও রূপবতী স্থির সৌদামিনী স্বরূপা এক নবীনা ললনা লজ্জিতাননে মন্দিরদ্বারে দণ্ডায়মানা। সেই নবাগত রমণীরত্নের অঙ্গমাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যরাশি সন্দর্শন করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, এই নেত্রললামভূতা লাবণ্যময়ী রমণীই বুঝি কুমারের হৃদয়বিলাসিনী হইবেন। ইহাঁর নামই বুঝি হেমনলিনী।

এই রমণীই যদি প্রকৃত রাজকুমারী হয়েন, কুমার যদি নারীগর্ব্ব খর্ব্ব কারিণী এই কামিনীর জন্যই উন্মাদগ্রস্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কুমারের সমগ্র দুঃখ ও ক্লেশ সার্থক এবং জন্ম সফল।

প্রিয়ব্রত আর অজিনাসনে থাকিতে পারিলেন না। গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, সুন্দরীগণ! আর কতক্ষণ দণ্ডায়মানা থাকিবেন, উপযুক্ত স্থানে আসন পরিগ্রহ করুন? তাঁহারা বিজয়বান্ধবের সুমধুর সম্ভাষণে সন্তুষ্ট হইয়া পাষাণাসনে আসীন হইলেন। আহা! কুলবালা অবলাদিগের অঙ্গে সমুজ্জ্বল অমূল্য লজ্জারত্ন কি শোভা পায়। যে রাজনন্দিনী চিত্রপটাঙ্কিত কুমারের মোহনমূর্ত্তি দর্শনাবধি শরীরের সুশোভন লজ্জাভরণ বিমোচন করিয়াছিলেন, অদ্য সেই কুমারী কুমারকে সাক্ষাৎ অবলোকন করিয়া পরিত্যক্ত ভূষণ পুনর্ব্বার অঙ্গে ধারণ করিলেন। যাঁহার অঙ্গবসন সতত শিথিল হইত, অদ্য কি না তিনি অবগুণ্ঠনবতী হইয়া বসিলেন। তিনি এখন লজ্জাময় হ্রদে নিমগ্না হইলেন। সরলা প্রিয়ব্রতকে সাদরসম্বোধন করিয়া বলিল, মন্ত্রিসুত! এই যে অবগুণ্ঠনবতী নবযুবতীকে দর্শন করিতেছেন, ইনিই কুমারের স্বপ্নাবলোকিতা নলিনী। আমাদের মুখে কুমারের শুভাগমন বার্ত্তা শ্রবণে অধীরা হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

কুমার অখণ্ড ভূমণ্ডলের অমূল্য রত্নভূতা কুসুমশরের অমোঘ মোহন অস্ত্রস্বরূপা অসামান্যা রূপলাবণ্যময়ী অবগুণ্ঠনবতী নবীনা নলিনীকে দর্শন করিয়া অপার সুখসিন্ধুতে ভাসিলেন। উন্মথিত মহানন্দলহরী হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে লাগিল। অন্তরস্থ বিরহানল কুমারীদর্শনরূপ সুখসলিলে নির্ব্বাপিত হইল। স্বপ্নদর্শন দিবসাবধি যে চন্দ্রাস্য হাস্য রহিত হইয়াছিল, অদ্য সে আনন স্মিতানন হইল। যিনি পিতা মাতার মায়া কাটাইয়া ও রাজ্যৈশ্বর্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া নিরাশপূর্ণ প্রেমার্ণবে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে অদ্য তিনি অকূলসাগরের কূল প্রাপ্ত হইলেন। যে কুমার, কুমারীর মোহিনী

মূর্ত্তি চকিতের ন্যায় দর্শন করিয়া নিরন্তর নয়ননীরে ভাসিতেছিলেন, অদ্য তিনি সেই সৌন্দর্য্য সর্ব্বস্বীভূতা স্বপ্নাবলোকিতা রাজসুতাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া শুষ্ক মনোরথ বৃক্ষকে পল্লবিত বোধ করিলেন। নলিনীর অলৌকিক সৌন্দর্য্যমাধুরী সন্দর্শনে কুমার মনে মনে বিবেচনা করিলেন, বহুলা মহিলা সৃষ্টি দ্বারা বিধাতা যে অভ্যাসশক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা আমার নলিনীতেই প্রকাশিত।

অনন্তর চপলা সরলাকে কহিল, সরলে! অদ্য ... কি আশ্চর্য্য দর্শন করি, জলদোদয়ে সৌদামিনী স্ফূর্ত্তিমতী না হইয়া নিশ্চিন্তা থাকিতে দেখিয়াছ? বসন্ত সমাগমে চ্যূতলতিকা অলি পরাঙমুখ। একি কালক্রমে যে সকলই বিপরীত দেখিতেছি? যিনি কুমারের অদর্শনে লোকলজ্জা ভয় প্রভৃতি না করিয়া অবিরত নয়নজল ত্যাগ করিতেন, অদ্য তিনি তাঁহার হৃদয়নাথকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া সেই সকলকে অনায়াসে অঙ্গে ধারণ করিলেন। যিনি চিত্রপট দর্শনাবধি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া অবগুণ্ঠন কেমন তাহা জানিতেন না, এখন কি না তিনি অন্তরের অমূল্যরত্ন বিজয়রত্নকে দর্শন করিয়া অবগুণ্ঠনবতী হইয়া রহিলেন। যে নলিনী নিরন্তর চিত্তচোরকে পাইবার জন্য কাতরস্বরে হা হৃদয়বল্লভ! হা প্রাণনাথ! হা জীবিতেশ্বর! বলিয়া ক্রন্দন করিতেন, এখন কি না তিনি সেই প্রাণেশ্বরকে সমক্ষে অবলোকন করিয়া সে রব দূরীকৃত করত তাহার স্থলে নীরবকে নিযুক্ত করিলেন। সখি! তবে এতদিন রাজনন্দিনী কি আমা... নিকট বাহ্যিক প্রণয় প্রদর্শন করিতেন? যদি কুমারীর হৃদয়ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রণয় অঙ্কুরিত হইত, তাহা হইলে কি, কোমলাঙ্গী এখন স্বীয় মুখকমল হৃদয়কমলে সংস্থাপিত রাখিতেন? অবশ্যই রাজকুমারী চন্দ্রাননের বাক্যামৃত প্রদানে কুমারের চিরপিপাসা শান্তি করিতেন।

চপলার কথা সরলাকে ভাল লাগিল না, কুমারীকে চপলা অন্যায় প্রণয়ভৎর্সনা করিল দেখিয়া, সরলা ঈষৎ কুপিত হইয়া তাহাকে কহিল, চপলে! তুমি নামেও চপলা, তোমার কথাও চপলতাপূর্ণ,

তোমার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, তাহা হইলে তুমি কখনই অকারণ কুমারীর দোষ দিতে না। স্ত্রীলোকে কে কোনকালে অগ্রে কথা কয়। তোমার সকলই সৃষ্টি ছাড়া, তুমি কি জাননা যে কুলকামিনীদের লজ্জা এবং অবগুণ্ঠনই অঙ্গের প্রধান চিহ্ন। অকুল কলঙ্কসাগরে যাহারা ঝাঁপ দিয়াছে, নির্লজ্জতা মুখরতা তাহাদেরই প্রয়োজন। কুলকামিনীগণ কে কোথায় লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া পুরুষের সহিত প্রথমে কথা কহিয়া থাকে? কুমারী, কুমারপ্রেমে আবদ্ধ এবং কুমারও কুমারীর জন্য লালায়িত, ভাল, সে সব কথা সত্য বটে কিন্তু তাহা হইলেও একবার কুমারের স্বভাব পরীক্ষা করিয়া দেখাত উচিত? আর দেখ, যাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কুমারী অধীরা ও উন্মত্তাপ্রায় হইয়াছিলেন, তাঁহাকে অদ্য সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া কুমারীতে কি আর কুমারী আছেন, যে কুমারের সহিত কথা কহিবেন।" চপলে! তুমি কুমারীর সব দোষ দিলে, আমিত তাঁহার কিছুমাত্র দোষ দেখিতে পাই না, কুমারেরই সব দোষ। তুমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখ, ছায়াই দেহের অনুকরণ করে, দেহ কিছু ছায়ার অনুকরণ করে না। কুমার যদি কথা কহিতেন, তাঁহার ছায়া স্বরূপা কুমারীও তাহা হইলে তৎপরে কথা কহিতেন। আর দেখ, অলি প্রথমতঃ গুণ্‌গুণ্‌রবে পদ্মিনীকে মোহিত করত তাহার মধুপান করে, পদ্মিনী কি অগ্রে তাহাকে মধুপান করিতে আহ্বান করে? কুমার যদি অগ্রে কথা কহিতেন, তাহা হইলে কুমারী অবশ্যই তাঁহার সুমধুর বাক্যামৃতদানে কুমারকে সুখী করিতেন। আর দেখ, যে চোর পরিশেষে চৌর্য্যবস্তুর অনাদর করে, সেই বা কেমন অকৃতজ্ঞ চোর।

সখীদ্বয় এইরূপ নানাবিধ রহস্যে নিযুক্ত হইল। এদিকে হেমনলিনী রতিকান্ত বিনিন্দিত প্রাণকান্তের কমনীয় কোমল কান্তি দর্শন করিয়া পুলকিতাঙ্গ হইয়া উঠিলেন। সলিলবিহীনা তরঙ্গিনী যেমন ধারাধরকে লাভ করিয়া প্রবল বেগবতী হইয়া উঠে তদ্রূপ কুমারকে দর্শন করিয়া রাজনন্দিনীর অন্তরে অনির্ব্বচনীয় আনন্দতরঙ্গ

উত্থিত হইল। তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য অবলোকন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, বুঝি রতিপতি উমাপতির প্রচণ্ড লোচন-রূপ বহ্নিকুণ্ডে নিজদেহকে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পবিত্র হইয়া মহীতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। চিরাভিলষিত কুমারের সমাগম লাভে এককালে আনন্দ ও মোহ রসে নিমগ্ন হইলেন। সুখসিন্ধু উথলিয়া উঠিল, সাত্ত্বিকরসে শরীরে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। মদনোন্মাদিনী নলিনী আর অধোবদনে থাকিতে সমর্থা হইলেন না। এক একবার অবনত মস্তক উন্নত করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে অবগুণ্ঠন মধ্য হইতে আয়ত নয়নের অমোঘ অপাঙ্গবাণ প্রাণনাথের প্রতি সন্ধান করিতেছেন। পাছে কেহ দর্শন করে, এই ভয়ে কখন কখন সচকিতে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছেন। কুমারী এইরূপভাবে আকর্ণনেত্রে অব্যর্থ কটাক্ষবাণ সংযোজিত করিয়া কুমারের প্রতি নিক্ষেপ করায় তিনি এককালে অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন। তিনিও নলিনাক্ষের ললিত ভাবভঙ্গি দ্বারা নলিনীর প্রচণ্ড নয়নবাণ খণ্ডন করিতে লাগিলেন। যখন নলিনী নয়নবাণ নিক্ষেপ করিতে ছিলেন, সেই সময়ে যদি লজ্জা প্রতিবন্ধক না হইত, কাহার সাধ্য সে শরসন্ধান হইতে মুক্তিলাভ করে। কুরঙ্গনয়নার সে কটাক্ষকৃপাণে কত শত যোগী ঋষি মুনিগণের মস্তক ঘূর্ণিত হয় কিন্তু কুমার সে শর অনায়াসে সহ্য করিতেছেন। কেনইবা তাহা তাঁহার সহ্য না হইবে, যিনি স্বপ্ন দর্শন দিবসাবধি যে মোহিনীমূর্ত্তিকে হৃদয়মন্দিরে সংস্থাপন করিয়া অনায়াসে দুর্গমপথ প্রান্তর ও পর্ব্বত প্রভৃতি অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন, তিনি যে অদ্য কুমারীর কমলনেত্রের কটাক্ষশর সহ্য করিবেন, তাহার আর বিচিত্র কি ? এইরূপ ভাবে উভয়ে নিজ নিজ আয়ত নয়নরঙ্গাঙ্গনে নীলমণিনিভ তারকারূপ নর্ত্তকী চতুষ্টয়কে সুঠামে নাচাইতে লাগিলেন। উভয়ে উভয়ের কৌশল পরিপূর্ণ নয়নভঙ্গিতে বিমোহিত।

সরলার কুমারের প্রতি চৌরাপবাদ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রিয়ব্রত

আর কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলেন না। অমনি সরলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সুন্দরি! কুমার সম্বন্ধে যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিলে ইহা কি ন্যায়ানুগত, না তোমার নিজের ইচ্ছামত? যদি তুমি অন্যায় ন্যায় বিচার করিয়া বলিতে তাহা হইলে কখনই উল্লিখিত বাক্য সকল প্রয়োগ করিতে না। আমার বোধ হয় তুমি নিজের ইচ্ছামতই বলিতে ছিলে, হাস্যাননে! তোমাদের রাজনন্দিনী ক্ষীণাঙ্গী হইয়াও লজ্জারূপ দুস্তর তরঙ্গিণী সন্তরণ করত কুমারের কোমল হৃদয়ে প্রবিষ্টা হইয়া পলকের মধ্যে তাঁহার মন প্রাণ হরণ করিয়া চলিয়া আসিলেন। বল দেখি তাহার পর কি কুমারী আর কুমারের অনুসন্ধান করিয়া ছিলেন। কুমারত নিজে আসিয়া কুমারীর মন হরণ করেন নাই। যদি বল কুমারের প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া মোহিত হন ভাল, সে প্রতিকৃতি ত কুমারীরই নিকটে ছিল। কিন্তু স্বপ্নাবলোকিতা নলিনীমূর্ত্তি কুমারের নিকট ক্ষণমাত্র ছিল কিনা সন্দেহ। এখন বল দেখি কেচোর, আমার কুমার না তোমাদের কুমারী। সুচতুরে! আর বৃথা বাদানুবাদে প্রয়োজন নাই। কাহারইবা দোষ দিব, উহাঁরা উভয়েই উভয়ের পবিত্র প্রেমে আবদ্ধ। কুমারী কুমারের জন্য ব্যাকুলা, কুমারও কুমারীতে বিমোহিত, বলিব কি চন্দ্রাননে! হেমে কঠিনতা আছে বলিয়া কুমার, কুমারীরনাম নির্ম্মল নলিনী রক্ষা করিয়াছেন। অদ্য হইতে তোমরা কুমারীকে "**নির্ম্মলনলিনী**" বলিয়া আহ্বান করিও। নলিন নয়না নলিনীর কুমার রক্ষিত নূতন নাম শ্রবণ করিয়া সরলা ও চপলার সুচারু আস্যে হাসি ধরেনা। তাহারা উভয়ে কথোপকথন করিতে লাগিল, কুমার ভিন্ন কুমারীর এমন কোমল নাম কেহ কি রাখিতে পারে? হিমাংশু ব্যতীত অন্যে কুমুদিনীর মর্ম্ম কি বুঝিবে? মণি পরীক্ষক ভিন্ন অপরে কি মণি চিনিতে পারে? যে ব্যক্তি নয়নহীন সে কি কখন স্বর্ণপ্রতিমার গুণ ব্যাখ্যা করিতে পারে। দেখ দেখি কুমার, কুমারীর কেমন সুললিত নাম রক্ষা করিয়াছেন।

বাস্তবিক আমাদের হেমনলিনী নির্ম্মল নলিনীই বটেন। কেমন, হেম পদ্মে আর নির্ম্মল পদ্মে অনেক বিভিন্নতা আছে কি না? কনকপদ্মের গুণের মধ্যে ত কাঠিন্য ও মলিনতা। সেই জন্যই বোধ হয় মকরন্দও সদ্গন্ধ সরোজেই অবস্থিতি করে। যে পদ্মরস বির-হিত ও গোবিন্দ পদারবিন্দ পূজায় বঞ্চিত, সে অতিশয় শোভাশালী ও মহামূল্য হইলেও কি রসরাজ অলিরাজের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে? না মনুজবৃন্দের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। কুমার যে হেম শব্দের পরিবর্ত্তে নির্ম্মল শব্দ প্রয়োগ করি-য়াছেন, ইহাতে আমরা যৎপরোনাস্তি প্রীতিলাভ করিলাম। এখন রাজনন্দিনীর নাম প্রকৃত হইয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে কুমারীর চম্পককুসুমনিভাঙ্গ নিরন্তর নির্ম্মলতা ও কোমলতা পূর্ণ এবং পদ্মগন্ধ সংযুক্ত, নলিনীতে যদি এত গুণ না থাকিত, তাহা হইলে কি তিনি ব্রহ্মদেশাধিপতি ভূপাল কেশরীবীর্য্যের পুত্র বিজয়-কিশোরের চিত্তভবনে প্রবিষ্ট হইয়া চকিতের মধ্যে মন হরণ করিতে পারিতেন?

ক্ষণকাল পরে সখীরা কুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজ-সুত! আর আমরা এ রঙ্গভূমিতে আপনাদের কুরঙ্গনয়নের ঘোরতর রণ দেখিতে পারি না। গুণনিধান! এ যে অতি ভীম রণ, যে রণে রতিপতি সারথি, সে রণে সকলকেই পরাস্ত হইতে হয়। নলিনীনব প্রণয়িন্! আপনারা উভয়েই নয়নবাণ ক্ষেপণে বিশেষ পটু তাহা আমরা বুঝিলাম; রণপণ্ডিত! আমাদের একান্ত বাসনা যে রণ-পণ্ডিতা রাজসুতাকে বামে বসাইয়া সচীসহ সচীপতির ন্যায় কুমারী সহ আপনাকে অবলোকন করিয়া বহুদিনের পরিশুষ্ক মনোরথ মহীরুহ পল্লবিত ও জীবন সার্থক জ্ঞান করি। প্রিয়ব্রতও সেই সময় সখীদের কথায় যোগ দিয়া তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া কহি-লেন, সুন্দরীগণ! তোমাদের কথা শুনিয়া আমি পরম প্রীতিলাভ করিলাম, আমারও একান্ত ইচ্ছা একবার কুমার কুমারীর যুগলমূর্ত্তি

দর্শন করিয়া চিরপিপাসী নয়নচকোরের পিপাসা নিবৃত্ত ও সকল শ্রম সফল বোধ করি। প্রিয়ব্রত ও সখীদের কথা শ্রবণ করিয়া কুমার মৌনাবলম্বন করিলেন।

সখীরা কুমারের মৌনই সম্মতির লক্ষণ বিবেচনা করিয়া কুমারীর কোমল ভুজবল্লী করকমলে ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে কুমার সমীপে লইয়া যাইতে উদ্যতা, লজ্জাবনতমুখী অবগুণ্ঠনবতী রাজকুমারী প্রথমতঃ শরীর সঙ্কোচ প্রভৃতি অঙ্গভঙ্গি দ্বারা অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন কিন্তু সখীরা তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া কুমারবামে লইয়া বসাইল। আহা! কি শোভা, যেন কনকমৃণালে বিশুদ্ধ কনক কমল বিকসিত হইল। কাঞ্চন কাঞ্চনবৃক্ষে যেন কষিত কাঞ্চনলতা জড়িত হইল। বিচ্ছেদ অন্ধকার তিরোহিত হইয়া অবিচ্ছেদ অরুণের অভ্যুদয় হইল। চিরকষ্ট দূরীভূত হইয়া উভয়ের অন্তরে সুখসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। আহা! অদ্য কি সুখের দিন, প্রিয়ব্রত কুমার কুমারীর অনুপম যুগলরূপ দর্শনে বিমোহিত ও আত্মবিস্মৃত পলক পড়িতেছিল কিনা সন্দেহ। অনন্তর সরলা ও চপলা শশব্যস্তে মন্দিরাভ্যন্তর হইতে মল্লিকা কুসুমমালা আনয়ন করত কুমার ও কুমারীর করে অর্পণ করিল। পরে অনেক অনুরোধের পর লজ্জাবনতমুখী রাজনন্দিনী কোনরূপে স্বীয় করস্থ মালা কুমারের কণ্ঠে না প্রদান করায়, সখীরা তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কুমারের গলে মালা প্রদান করাইলেন। কুমারও স্বহস্তে মালা পরিবর্ত্তন করিলেন। এইরূপে সঙ্গোপনে শিবমন্দিরে কুমার কুমারীর শুভ উদ্বাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইল।

যখন বামলোচনা রাজনন্দিনী অবগুণ্ঠনবতী হইয়া কুমারের বামভাগে উপবিষ্টা আছেন এবং রাজনন্দনও স্মিতানন হইয়া সম্মিলনসুখসলিলে সন্তরণ দিতেছেন; এমন সময়ে সরলা সহসা গগণাঙ্গনে নেত্রপাত করিয়া দর্শন করিল। বিভাবরী বিধৌত কৌমুদীবসন পরিধান করিবার উপক্রম করিতেছেন। নীলাম্বর এক একটী করিয়া সমুজ্জ্বল হীরকখণ্ড সদৃশ নক্ষত্রাভরণ অঙ্গে সুসজ্জিত করিতে লাগি-

লেন। পূর্ব্বদিক হইতে চন্দ্রমা মণ্ডলাকার রথোপরি আরূঢ় হইয়া জগজ্জননী ও জীবনিচয়কে সুশীতল করিবার জন্য সিতকর প্রসারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময়ে সরলা শশব্যস্ত হইয়া সুমধুর স্বরে কুমারকে কহিল, গুণাকর! রজনী সমাগতা আর অধিকক্ষণ ত এস্থানে রাজদুহিতার ও আমাদের অবস্থিতি করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না, যেহেতু আমরা সকলের অজ্ঞাতসারে অতি সঙ্গোপনে শিবালয়ে আসিয়াছি। কি জানি যদি রাজমহিষী কোন কারণে উদ্যানে আগমন করেন, তাহা হইলেই ত ঘোর বিপদ। করুণাকর! বিপদ ঘটিতে কতক্ষণ, একারণ নিবেদন করিতেছি, আমাদিগকে বিদায় অনুমতি করুন। আমরা রাজনন্দিনীকে লইয়া উপবনাভিমুখে গমন করি। অবকাশমত আসিয়া আপনার পাদপদ্ম দর্শন করিব। এবং যাহাতে অচিরে প্রকাশ্য পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সচেষ্টিত থাকিব। আপনি ভাবিত হইবেন না। আপনাদের বিবাহবৃক্ষে যখন কুসুমকোরক দেখা দিয়াছে তখন আর তাহা বিকসিত হইতে বিলম্ব কি?

কুমার সহসা সরলার মুখ বিনির্গত অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হৃদয়বিলাসিনীর বিদায় বাক্য শ্রবণে চমকিত হইয়া উঠিলেন। হৃদয় শুষ্ক হইল, তাঁহার আপাততঃ সুস্থ মন পুনর্ব্বার বিচ্ছেদাশঙ্কায় উচাটন হইল। সুপ্রসন্ন মুখমণ্ডল বিষণ্ণ হইল, মনে মনে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হায় আমি কি দুর্ভাগা! অদৃষ্টক্রমে এত দিনের পর প্রণয়িনী নলিনীকে একবার নয়নে দর্শন ও বামে বসাইয়া জীবন মন ও জন্ম সার্থক জ্ঞান করিতেছিলাম; এখন কিনা আবার তাঁহাকে বিদায়দিতে হইবে। হায়! আমি কেমন করিয়া দেহে প্রাণ থাকিতে এরূপ নিদারুণ বাক্য মুখ হইতে নির্গত করিব। বিনোদিনীর বিদায়ে নিশ্চয়ই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে। কত কষ্ট কত যন্ত্রণার পর যদি প্রেয়সীকে অদ্য একবার দর্শন করিলাম, আবার কিনা তাঁহার অদর্শনরূপ শানিত অসির আঘাত শরীরে সহ্য করিতে হইবে। রে কর্ণ! তুই

যদি সরলার মর্ম্মভেদী কঠিন বিদায় প্রার্থনার সময় বধির হইতিস? তাহা হইলে আমাকে পুনর্ব্বার মনস্তাপ পাইতে হইত না। রে পাপ প্রাণ! প্রাণাধিকা প্রেয়সীর বিদায় প্রার্থনারূপ পাষাণে এখন কেন তুই চূর্ণ হইলি না? মনে মনে এইরূপ ক্ষোভ ও আত্মতিরস্কার করিয়া সরলার বিদায় প্রার্থনার কোন উত্তর না দিয়া কুমার অধোবদনে রহিলেন।

অনন্তর সুবিজ্ঞ সচিবসুত সরলার বাক্য সারসঙ্গত করিয়া ভাবিলেন, রাজনন্দিনীর সঙ্গিনী যাহা বলিল সকলই ন্যায়ানুগত। রাজকন্যার রজনীতে শিবালয়ে অধিক্ষণ অবস্থিতি করা সাধুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, পদে পদে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, একে কুমার বিপদগ্রস্ত, ইহার উপর যদি আবার কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার মনোরথ সফল হওয়া কঠিন হইয়া উঠিবে। ইহাঁদের যখন পূর্ব্ব হইতেই মনে মনে মিল হইয়াছে, অদ্য শিবালয়ে একরূপ উদ্বাহও হইয়া গিয়াছে; তখন যে কুমারের সহিত কুমারী মিলিতজীবন হইবেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে হয় শীঘ্র, না হয় কিছু দিন বিলম্বে। শীঘ্র হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। যাহাই হউক, তাহা বলিয়া কখন কুমারীকে আর অধিক্ষণ শিবালয়ে অবস্থিতি করিতে বলা যাইতে পারেনা। কুমার-ও দেহে জীবন থাকিতে জীবনাধিক রাজবালাকে কোন ক্রমেই বিদায় দিতে পারিবেন না। রজনীরও ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। প্রিয়ব্রত মনে মনে এইরূপ তর্কবিতর্ক করিয়া সরলাকে কহিলেন, বুদ্ধিমতে! রাজনন্দন কি প্রাণ থাকিতে প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে বিদায় অনুমতি করিতে পারেন, স্বপ্নাবধি যাঁহাকে অন্তরে অবিরত অবলোকন করিতেছিলেন, অদ্য তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া কি কখন নিদারুণ বিদায় বাক্য অনুমতি করিতে পারেন? সুন্দরি! কুমারের অনুমতি অপেক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। রজনী প্রায় চতুর্থ দণ্ড অতীত হইল, আমি বলিতেছি তোমারা কুমারীকে লইয়া

ত্বরায় গমন কর। তোমাদের অধিক আর আমি কি বলিয়া দিব। কুমারীর অবস্থা ত বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত আছ, কুমারের অবস্থাওত স্বচক্ষে দর্শন করিয়া চলিলে, এক্ষণে যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবে।

সরলা ও চপলা কুমারের অনুমতি প্রতীক্ষা না করিয়া প্রিয়ব্রত বাক্য শিরোধারণ পূর্ব্বক কুমারীকে বলিলেন, কোমলাঙ্গি! যামিনী অধিক হইয়াছে, আর ক্ষণকালও এস্থানে অবস্থিতি করা বিধেয় নহে। হেমাঙ্গি! অতএব শীঘ্র গাত্রোত্থান করুন। মৃদুগমনে উপবনাভিমুখে গমন করা যাউক। শুভানুধ্যায়িনী সঙ্গিনীদের শুভ-করী ভারতী তখন কুমারীকে ভাল লাগিল না। কেমন করিয়াইবা তাঁহাকে ভাল লাগিবে, কুমারী যে তখন গরজে জ্ঞান শূন্যা, সখীদের বাক্য অমৃতময় হইলেও তখন তাঁহাকে বিষবৎ বোধ হইল। কি করিবেন গমনের কথা শুনিয়া মন অতিশয় চঞ্চল হইলেও সখীদের বাক্যে একবার উঠিতে চেষ্টা করিতেছেন; পরক্ষণেই অমনি অনিচ্ছা আসিয়া পথাবরোধ করিতেছে। কখন অজিনাসন হইতে অর্দ্ধাঙ্গ অতি কষ্টে উত্থিত করিতেছেন, তৎক্ষণাৎ আবার স্বস্থানে সমাসীনা। কখন মন কুমারের নিকট, কখন সখীদের বাক্যের অনুবর্ত্তী, কুমারীর এইরূপ রঙ্গ দর্শন করিয়া চপলা বলিল, ওগো রাজনন্দিনি! অঞ্চলস্পর্শে যখন আপনার এই, না জানি অঙ্গস্পর্শে আরও কি হইবে। চল, রাত্রি অনেক হইয়াছে আর বিলম্ব করিওনা। চপলার মুখ নিঃসৃত লজ্জাকর বাক্য শ্রবণে কুলকামিনী নলিনী আর কোন রূপেই একাসনে থাকিতে সমর্থা হইলেন না। তখন তিনি উত্থিত হইয়া বিরসবদনে উপবনাভিমুখে গমন করিলেন। গমনের সময় কুমারের পদকমলে কুমারীর সজল সরোজনয়ন পতিত হওয়ায় বোধ হইল যেন রাজনন্দিনী নয়নভঙ্গি দ্বারা আপনি এ অধিনীর প্রতি যতদিন অনুকূল না হইবেন, ততদিন আপনার পাদ-পদ্ম হৃদয়ে সংস্থাপনপূর্ব্বক নয়ননীরে নিরন্তর অভিষেক ও অনা-

হারিণী হইয়া ধ্যান করিব। এই বলিয়া কুমারের নিকট বিদায় লইলেন।

অনন্তর কুমারী সখীদ্বয় সহ উপবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুমারকে না দেখিয়া ত নিরন্তরই বিরহানলে জ্বলিতে ছিলেন। দর্শনান্ত পুনর্ব্বিচ্ছেদে সে অনল পুনর্ব্বার নবীভূত হইল। অভীপ্সিত বস্তু না দেখিতে পাওয়ায় একরূপ কষ্ট, দর্শন করিয়া তদুপভোগে বঞ্চিত হওয়া আর একরূপ কষ্ট। পিপাসিত ব্যক্তি সম্মুখে জল থাকিলেও কোন কারণ বশতঃ তাহা পান করিতে না পারিয়া যেরূপ কষ্টানুভব করে। কুমার নিকটে থাকিতেও কুমারী তাঁহার সহবাস সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া তাদৃশ ক্লেশানুভব করিতে লাগিলেন। আহা! সেই নলিননয়না বিজয়ললনা অনবরত নয়নসলিলে শরীরকে ভাসাইতে লাগিলেন। যেমন তরল নীলকান্ত মণি যুগল প্রমদার হৃদয়োপরি শোভা পাইয়া থাকে, কুমারীর কুরঙ্গ নয়ন যুগল হইতে সকজ্জল অশ্রুবিন্দু তাঁহার হৃদয়ে পতিত হওয়ায় তিনি তদ্রূপ শোভাশালিনী হইলেন। তখন তাঁহাকে প্রেমরস সরোবরস্থ উৎফুল্ল সরোজ বলিয়া প্রতীতি হইত। তাহা যদি না হইবে, স্মরশরের শিলীমুখ রূপ অলিকুল তাঁহাতে সমাকুলিত হইবে কেন? আহা! সেই বিরহতাপিনী রাজনন্দিনী অসামান্যা ধীশক্তিশালিনী হইয়াও সে সময়ে লুপ্তবুদ্ধি হইয়া ছিলেন। কখন উদ্ভ্রান্তা, কখন রোদনপরায়ণা, কখন বা ধৈর্য্যশূন্যা। যখন চেতনা হইত তখন নানাবিধ বিলাপ করিয়া বক্ষে করাঘাত করিতেন। কখন নয়ন, আমার নয়নরঞ্জন রাজনন্দনের অদর্শনে নিরন্তর নীর ত্যাগ করিয়াও শেষে প্রত্যক্ষ করিয়া কেন তাঁহা হইতে অপসৃত হইল। কখন লজ্জার যদি লজ্জা থাকিত তাহা হইলে সে কখনই পরিত্যক্ত স্থানে পুনর্ব্বার আশ্রয় লইত না। চিত্রপট দর্শন দিবসাবধি সে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল; প্রাণনাথকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিবার সময় কেন আমার অঙ্গে পুনর্ব্বার আসিয়া প্রবেশ করিল। সে যদি তখন

আমাকে গুরুজনের ও কুলের ভয় না দেখাইত। তাহা হইলে কখনই তাঁহার পাদপদ্ম সেবায় ও তাঁহার সহিত সদালাপে বঞ্চিত হইতাম না। এইরূপ নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন; ক্রমে দুই চারি দিবস অতিত হইলে কুমারী এক দিন সখীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সঙ্গিনীগণ তোমরা আমার বিরহানল নির্ব্বাণ করিয়া পুনর্ব্বার কেন তাহা প্রজ্জ্বলিত করিলে? কি জন্যই বা হৃদয়নাথের নিকট লইয়া গমন করিলে? কি কারণেই বা আবার ক্ষণকাল পরে প্রত্যাগমন করিলে? ইহা অপেক্ষা আমাকে তথায় না লইয়া যাওয়াই ভাল ছিল, যাহা হউক সহচরীগণ! এক্ষণে যাহাতে শীঘ্র জীবিতেশ্বরের সহিত সম্মিলিত করিতে পার, তদ্বিষয়ে তোমরা বিশেষ যত্নবতী হও। আর আমি বিচ্ছেদযন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না, এই বলিয়া ধরাসনে পতিতা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখকমল বিবর্ণ শরীর শীর্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল। বিজয়চিন্তায় নিতান্ত নিমগ্ন হইয়া বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কখন ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত ধ্যান করিতেন, কখন কন্দর্পবাণে আহত হইয়া বিচেতনপ্রায় হইতেন, কখন বা তাঁহাকে উন্মত্তের ন্যায় বোধ হইত, শয়নাশন অন্যান্য বিষয়োপভোগে তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। নিদ্রাসহচরী কি দিবা কি বিভাবরী কোন সময়েই সেই কামিনীর নয়নাবলম্বিনী হইত না। তিনি কেবল বাষ্পাকুল লোচনে হা হতাস্মি বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

সরলা ও চপলা পুনর্ব্বার কুমারীর অঙ্গে বিলক্ষণ বিষম বিরহ কুলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া যার পর নাই চিন্তিত হইল। মনোমধ্যে নানাবিধ সংশয় উপস্থিত, তখন চপলা সরলাকে কহিল, সখি! বল দেখি এখন কি করা কর্ত্তব্য? এযে বিষম সঙ্কট দর্শন করি, আশু সম্মিলন ব্যতীতত কুমারীকে কোনরূপেই শান্ত করিবার উপায় দেখিতেছিনা, ভাল, কুমারকে উপবনে আনয়ন করিলে হয় না? সর্ব্বদাই কিছু রাজমহিষী উদ্যানে আইসেন না। আর যদি আসিয়া পড়েন,

সেই সময় সতর্কতার সহিত কার্য্য করিলেই হইবে। তদ্ভিন্নত কুমারীর যন্ত্রণা নিবারণের অন্য উপায়ন্তর দেখিতেছিনা। আর বিবেচনা করিয়া দেখ, আমাদের রাজনন্দিনী কিছু অযোগ্য পাত্রে তাঁহার প্রীতি সমর্পণ করেন নাই। বিজয়কিশোর রাজবংশ সম্ভূত অতুল্য রূপলাবণ্য সম্পন্ন, সুধীর ও সুবিজ্ঞ। যদিই প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহাতেই বা বিশেষ ক্ষতি কি? মনোমত মন্মথ সদৃশ জামাতা সন্দর্শনে রাজার আনন্দ হইবারই সম্ভাবনা, সখি! আমিত বলি এই পথ অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য, নতুবা বিলম্ব হইলে রাজবালার জীবনে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা।

চপলার বাক্য শ্রবণ করিয়া সরলা হাসিতে হাসিতে বলিল, চপলে! তুমি ভাই যে সকল কথা বলিলে, সকলই তোমার নামের সঙ্গে ঐক্য আছে, সখি! তুমি কোন্ সাহসে কুমারকে উপবনে আনয়ন করিতে কহিলে? জাননা, এ রাজোদ্যান এখানে পশুপক্ষী প্রভৃতিও কম্পমান, প্রহরিগণ দিবানিশি কুলালচক্রের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পর্য্যটন করিতেছে। কুমারের সমাগম কি এস্থানে সম্ভব হইতে পারে? কুমারী কুমারের জন্য অধীরা হইয়াছেন সত্য, তাই বলিয়া কি স্ত্রীলোকের সাহসাতীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত? সহচরি! কুমারীত এখন জ্ঞান শূন্যা ও হিতাহিত বিবেচনা রহিত। আমরাত আর উন্মত্তা হইনাই। মনে কর যদি আমরা কুমারীর মনস্তুষ্টি সাধন জন্য কোন কৌশলে কুমারকে উদ্যানে আনয়ন করি, কোন কারণ বশতঃ প্রকাশ হইলে তখন যে কুমারসহ কুমারী ঘোর বিপদে পতিত হইবেন। আমরাও রাজা ও রাজ্ঞীর নিকট চিরজীবনের জন্য অবিশ্বসনীয় হইব এবং মহারাজেরও কীর্ত্তিশরচ্চন্দ্রমা চিরকালের জন্য দুরপণেয় অপবাদকলঙ্কে কলঙ্কিত হইবে। সঙ্গিনি! সেই জন্যই বলিতেছি ভবিষ্যৎ বিবেচনা না করিয়া সহসা কোন কার্য্য করিতে নাই। আর দেখ, কুমারী কুমারের একান্ত অনুরাগিনী এবং তাঁহাকে জীবন মন সমর্পণ করিয়াছেন। এখন যদি কীর্ত্তিবাসসুত

কার্ত্তিকেয় ও দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া পরিণয় প্রার্থনা করেন, রাজনন্দিনী একবার তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষপাতও করিবেনা, সখি! আমি বলি না হয় রাজমহিষীকে এই সকল বিষয় পরিজ্ঞাত করা যাউক, তিনি অবশ্যই কোন না কোন সদুপায় উদ্ভাবন করিবেন।

সখীদ্বয়ের এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময়ে তাহারা দর্শন করিল, রাজমহিষী বিলাসবতী কন্যাদর্শন মানসে বয়স্যাগণে পরিবৃতা হইয়া মরাল গমনে বিলাসোদ্যানের দিকে আগমন করিতেছেন। ক্রমে তিনি তনয়ার ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নলিনী ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ রাজ্ঞীকে সমাগত দেখিয়া সসম্ভ্রমে গললগ্নীকৃত-বসনা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সন্নিধানে দণ্ডায়মানা হইল। বিলাসবতী ক্ষণকাল প্রাণাধিকা তনয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন; দেখিলেন কন্যার সে কমনীয় কান্তি নাই। শরীরও যৎপরোনাস্তি ক্ষীণ, কারণ কি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সরলাকে কহিলেন, সরলে! নলিনীর অদ্য এরূপ ভাব দর্শন করি কেন? বিবর্ণ-বদন, তনুক্ষীণ, কন্যারত আমার কোন অসুখ হয় নাই? জননীর এই বাক্য শ্রবণমাত্র নলিনী লজ্জিতাননে ভবনাভ্যন্তরে গমন করি-লেন। সখীরা রাজ্ঞীকে সাতিশয় চিন্তাকুলা দর্শন করিয়া শঙ্কিত-মনে কাতরবচনে কহিল, দেবি! রাজনন্দিনীর এমন কোন অসুখ হয় নাই, তবে বয়োধর্ম্মে এরূপ দেহ ক্ষীণতা প্রায় সকল রমণীরই হইয়া থাকে। অবিবাহিতা পূর্ণযৌবনা রমণীদের শরীরে এরূপ ভাবান্তর প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। দেবি! আপনার নলিনী উদ্বাহ যোগ্যা হইয়াছেন, এক্ষণে কুমারী যাহাতে মনোমত পতি লাভ করিতে পারেন তাহাই কর্ত্তব্য। আপনার নিকট কুমারী কোনক্রমে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিবেন না। আমরা সমস্তই পরিজ্ঞাত আছি। রাজমহিষীও তনয়ার অঙ্গচিহ্নাদি দর্শনে ও সখীদের বাক্যে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, কুমারী সত্য সত্যই সাত্বিকভাবাক্রান্তা। অনন্তর রাজ্ঞী সরলা ও চপলাকে কহিলেন, তোমরা কুমারীকে সর্ব্বদা সাব-

ধানে রাখিবে ও সান্ত্বনা বাক্যদ্বারা সতত পরিতুষ্ট করিবে। আমি অদ্যই রাজাকে সমস্ত বিষয় অবগত করিয়া কুমারী যাহাতে সত্বর মনোমত পতি লাভ করিতে পারে, নিশ্চয়ই তাহার চেষ্টা করিব। এই বলিয়া রাজ্ঞী বিনম্রবদনে গৃহে গমন করিলেন।

রাজমহিষী রজনীতে শয়নভবনে একাকিনী করকমলে কপোল-দেশ বিন্যাসপূর্ব্বক কুমারী সম্বন্ধে নানা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে মহীপাল বীরসেন তথায় প্রবেশ করিয়া দর্শন করিলেন, মহিষী ম্রিয়মানা হইয়া যেন কি ভাবিতেছেন। মহারাজ অমনি অস্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়তমে! কি কারণে অদ্য বিনম্রবদনে একা-কিনী অবস্থিতি করিতেছ। প্রিয়ে! আমার সমীপে সত্বর মনোভাব প্রকাশ কর, তৎপ্রতিবিধানে বিশেষ যত্নবান হইব। বিলাসবতী রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া সকাতরে বলিলেন, প্রাণনাথ! দুঃখের কথা কি কহিব, আমি অদ্য উপবনে কন্যা দর্শন করিতে গমন করিয়া-ছিলাম। দেখিলাম জীবনাধিক নলিনী আমার সাত্বিক ভাবাক্রান্তা হইয়া ধরাসনে শয়ন করিয়া আছেন। শরীর অস্থিমাত্র সার হইয়াছে, তনয়ার সেই নিদারুণ অবস্থা অবলোকন করিয়া সে সময় আমার হৃদয় যে কেন বিদীর্ণ হইলনা বলিতে পারিনা। আপনি ত কেবল বিষয় বৈভবে মত্ত হইয়া সকলই বিস্মৃত হইয়া আছেন। এদিকে যে কন্যার বিবাহকাল উত্তীর্ণ হইতেছে তাহা একদিনের জন্যও ভাবেন না, নাথ! আর আপনাকে অধিক কি বলিব এক্ষণে প্রাণাধিকা নলিনী যাহাতে পতি লাভ করিতে পারে তদ্বিষয়ে সচেষ্টিত হউন। প্রেয়সীর বাক্যাবসানে রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! সামান্য কারণে তুমি এতদূর কাতর হইয়াছ। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি কল্য হইতে কন্যার স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করিব, অচিরাৎ তনয়া যাহাতে সৎ-পাত্রস্থ হয় তদ্বিষয়ে আমি বিশেষরূপ মনোযোগী থাকিলাম, এইরূপ কথা প্রসঙ্গে সে যামিনী অতিবাহিত হইল।

রজনী প্রভাতা হইলে সুনির্ম্মল সূর্য্যমণ্ডল যেমন উদিত হইয়া

সুমেরুকে উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন তদ্রূপ ভূপাল তৎপরদিন সভা-মণ্ডপে পারিষদবর্গে সমবেত ও নানা রাগরঞ্জিত রত্নসিংহাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া সভা সমুজ্জ্বল করিলেন। সভার শোভা সন্দর্শনে বোধ হইল যেন অমরাবতী সদৃশ উজ্জয়িনী নগরীতে দেবরাজ দেববৃন্দকে লইয়া বিরাজ করিতেছেন। সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়াই মহারাজ প্রধান অমাত্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মন্ত্রিবর! কন্যা উদ্বাহ যোগ্যা হইয়াছে, আর কোনরূপেই কালাতিপাত করা কর্ত্তব্য নহে। অদ্য হইতেই স্বয়ম্বরসভার আয়োজন কর এবং প্রত্যেক রাজ্যে রাজকুমারদিগকে নিমন্ত্রণ পত্র প্রদানের জন্য দূত সকল প্রেরণ কর। জনপদবাসী লোকদিগকে এই শুভ সংবাদ পরিজ্ঞাত করাও; পুরীর শোভা সম্পাদন করিবার জন্য লোকসকল নিযুক্ত করিতে তৎপর হও।' সচিবশ্রেষ্ট! তোমায় আর অধিক কি বলিব যাহাতে অচিরে কার্য্য সম্পন্ন ও কন্যার অভীষ্ট পূর্ণ হয় তাহাই করিবে। দেখিও যেন কোন কার্য্যের ত্রুটি না হয়। মন্ত্রী কৃতাঞ্জলিপুটে রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। মহীপতি মন্ত্রীকে স্বয়ম্বর কার্য্যের সমস্ত ভারার্পণ করিয়া হৃষ্টমনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

মন্ত্রিবর রাজাজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সভাস্থ সমস্ত লোককেই সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিলেন, সভ্য মহোদয়গণ! অদ্যকার সভায় মহীপতি যে আদেশ করিলেন তাহা বোধ হয় সকলেই পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। এক্ষণে অবিলম্বে যাহাতে অবনিপতির অনুজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারা যায় তদ্বিষয়ে বিশেষমনোযোগীহওয়া আবশ্যক, মন্ত্রী মহাশয় সকলের প্রতি এই বাক্য নিয়োগ করিয়া সেই দিবসেই দূত সকলের দ্বারা প্রতি রাজ্যে নিমন্ত্রণ পত্র সকল প্রেরণ করিলেন। পৌরবর্গ পুরীর শোভা সম্পাদন করিতে নিযুক্ত হইল। ভারবাহিসকল ভারে ভারে নানাবিধ রজত কাঞ্চন ভূষণ এবং উত্তম উত্তম উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য সকল আনয়ন পূর্ব্বক ভবন পরিপূর্ণ করিতে লাগিল।

বিপণি সকল পণ্যদ্রব্যে প্রপূর্ণ হইয়া উঠিল। শ্বেত প্রভা বিশিষ্ট শ্বেতাচলের ন্যায় দেবগৃহ অট্টালিকা সকল ক্রমে ক্রমে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। পুরোবর্ত্তিনী পতাকা শ্রেণী নিজাঞ্চলরূপ কর সঞ্চালন দ্বারা যেন আগত প্রায় রাজকুমারদিগকে আহ্বান সঙ্কেত করিতে প্রবৃত্ত হইল। রমণীয় রাজপথ সকল পরিষ্কৃত ও সুবাসিত এবং কুসুমদামে অলঙ্কৃত হইয়া দর্শকগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল। পথের উভয় পার্শ্বে দীপস্তম্ভ সকল সংস্থাপিত হওয়ায় বোধ হইল যেন রাজকুমারদিগের রজনীতে নীরাজন করিবার জন্য দণ্ডায়মান। নগরীর চতুর্দ্দিক তোরণমালায় আবৃত হওয়ায় বোধ হইল যেন উজ্জয়িনী নলিনীর স্বয়ম্বর শ্রবণে আনন্দে অঙ্গে মালা ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। বহির্দ্বারে পয়ঃপূর্ণ হেমময় কুম্ভ সংস্থাপিত, লোকালয় সকল সমৃদ্ধিশালী ও সুদৃশ্য হইয়া উঠিল। অন্তঃপুরস্থ রমণীগণ সকলেই আমোদ প্রমোদে নিমগ্ন, মৃদঙ্গমুরজ প্রভৃতি সুমধুর ধ্বনীতে নগরী প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে নর্ত্তক নর্ত্তকী গায়ক গায়িকাদিগের হৃদয়হারি সঙ্গীত শ্রবণে সকলেই বিমোহিত, আবালবৃদ্ধ বনিতা সকল আহ্লাদে উন্মত্ত হইল, বিদেশীয় লোকে রাজধানী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ দ্রাবিড় প্রভৃতি নানাদেশ হইতে সৎকুলসম্ভূত রাজকুমারগণ হস্ত্যশ্বরথোপরি সমারূঢ় এবং সৈন্য সামন্ত ও সচিব সকলে সমবেত হইয়া স্বয়ম্বরের পূর্ব্বদিনে উজ্জয়িনীনগরীতে আসিয়া সমাগত হইতে লাগিলেন। যাঁহারা সমগ্রবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদিগের শরীরশোভা স্মরশরের শরনিকরের ন্যায় প্রকাশ পাইয়াছিল, যাঁহারা তনুকান্তিদ্বারা অশ্বিনীকুমার ও অনঙ্গদেবকে পরাজয় করিয়াছিলেন, এবম্ভূত রাজনন্দনগণ ক্রমে ক্রমে মালবদেশে সমুপস্থিত হইতে লাগিলেন। স্বয়ম্বর সভায় শুভাগমন করেন নাই এমন কোন সৎকুলজাত রাজপুত্রই ছিলেন না। তৎকালে দিগঙ্গনা সকল পতিবিচ্ছেদে একাকিনী দুঃখিনীর ন্যায় অবস্থিতি করিতেছিল।

রাজকুমারদিগের সমাগমে এবং তাঁহাদিগের বহুল বল দ্বারা রাজমার্গ এরূপ পূর্ণ হইয়াছিল যে তিলকণার অবকাশ ছিলনা। মনুজ সমাগমের বর্ণনা বর্ণ দ্বারা প্রকাশ করা কঠিন। লোকের সংঘর্ষে ও হর্ষে এবং আরবে পর্ব্বকালে প্রবলবেগ সাগরে ঘোর নিনাদের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন সেই অমরাবতী সদৃশ উজ্জয়িনী নগরীর স্বয়ম্বর সভা সন্দর্শনার্থি অভ্যাগত লোকসমূহের কলরবে একান্ত আকুল হইয়া জলজন্তু বিলোড়িত মহাসাগরের ন্যায় শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল। সচিব মহাশয় বিনীত বাক্যে রাজনন্দনদিগের মর্য্যাদা প্রতিপালন পূর্ব্বক রমণীয় রমণীয় ভবনে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

এদিকে রাজকুমারী স্বয়ম্বরা হইবেন, এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া সরলা ও চপলার অন্তরে সহসা দুঃখ ও হর্ষ উদয় হইল। তখন উভয় সখীতে রাজকুমারীর সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, রাজনন্দিনি! ধরাসন হইতে গাত্রোত্থান করুন। কল্য আপনার বিবাহ, নানাদিগ্‌দিগন্ত হইতে সুকুমার রাজকুমার সকল সমাগত হইতেছেন, সুবর্ণ বর্ণে! আহা! কল্য কি সুখের দিনই আপনার সুপ্রভাত হইবে, শরীরস্থ সমস্ত জ্বালা দূরীভূত হইয়া সুশীতল সুখ সলিলে সন্তরণ করিবেন। আমারাও কল্য বাসর গৃহে নয়ন পুরিয়া আপনাদের যুগলরূপ দর্শন করিয়া জন্মসার্থক করিব। আমাদের বহুদিনের মনোভিলাষ সযত্নে বিনা সূত্রের মালা গ্রন্থন করিয়া আপনাদের উভয়ের কণ্ঠে অর্পণ করি। সুন্দরি! সৌভাগ্যক্রমে সে মনোরথ কল্য পূর্ণ হইবে। চারুশীলে! আর কি এখন শোক করা কর্ত্তব্য? এক্ষণে গাত্রোত্থান করুন? আমরা অদ্য হইতে আপনার হেমাঙ্গকে কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত ও চন্দনে চর্চ্চিত এবং কেশপাশ সংযত করিতে প্রবৃত্ত হই। অদ্য হইতে সুগন্ধিজলে আপনার সর্ব্বাঙ্গকে সুমার্জ্জিত করি।

রাজনন্দিনী সঙ্গিনীদের মুখ হইতে বিজয়কিশোর বিরহিত অর্না

বাক্য শ্রবণে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, সঙ্গিনীগণ! এরূপ নিদারুণ কথা কেন আমাকে শ্রবণ করাইলে, সহচরীগণ! এতদিনের পর কি এ অভাগিনীর কপাল ভাঙ্গিল। সখি! এমন কি হবে যে বিজয়চন্দ্রের সুধা শৃগালে ভক্ষণ করিবে। চিরসঙ্গিনি! এখন বল দেখি কিরূপে সেই হৃদয়নাথকে প্রাপ্ত হই। তোমাদের মুখে স্বয়ম্বরের কথা শ্রবণ করিয়া আমার মস্তকে যেন অকস্মাৎ অশনি পতিত হইল, যাহা হউক আমি তোমাদের নিকট নিশ্চয় বলিতেছি, যাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া মনে মনে মনোমালা অর্পণ করিয়াছি এবং তোমাদের সমক্ষে শিবালয়ে তাঁহার কণ্ঠে বরমাল্য ও অর্পণ করিয়াছি। আমার মনও নিরন্তর বলিতেছে যে তাঁহার সহিত তোমার শুভ সমাগম হইবে, সঙ্গিনি! এই সংস্কার যদি আমার হৃদয় মধ্যে প্রবল না থাকিত তাহা হইলে কি আমি এতদিন জীবিত থাকিতাম? প্রিয়সখি! আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, যাহার প্রতি অন্তঃকরণ একবার দৃঢ়রূপে অনুরক্ত হয় উদ্বাহ কার্য্য সম্পাদন না হইলেও কি তিনি পতিরূপে পরিণত হয়েন না? দেখ সাবিত্রী সত্যবানের বর্ষমাত্র পরমায়ু জানিয়াও কেন তাঁহার প্রণয়িনী হইতে সঙ্কুচিতা হয়েন নাই এবং দময়ন্তীই বা কি কারণে ইন্দ্রাদি দেববৃন্দকে পরিত্যাগ করিয়া নিষধরাজের দয়িতা হইয়াছিলেন। ফলতঃ যে রমণী একবার হৃদয়বৃত পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের প্রতি নেত্রপাত করিতে পারে, সখি! বলদেখি, পতি পরিত্যাগকারিণী পতিতা ধর্ম্মবিবর্জ্জিতা বারবনিতার সহিত তাহার বিশেষ কি? আমি তোমাদিগের নিকট এই বলিতেছি; যদি জগদীশ্বরের সমীপে কোন অপরাধে অপরাধিনী না হইয়া থাকি, যদি স্বপ্নেও অন্য পুরুষ চিন্তা মনোমধ্যে উদিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই হৃদয়রঞ্জনের প্রিয়তমা ও প্রাণবল্লভা হইব; তাহার সন্দেহ নাই। প্রিয়সখীগণ! এক্ষণে তোমরা এই সম্বাদ লইয়া সত্বর প্রাণনাথের নিকট গমন কর।

তাহা হইলেই তিনি কোন না কোন উপায় উদ্ভাবন করিবেন।

সরলা ও চপলা কুমারীর কাতরবাক্য শ্রবণে আর উত্তর প্রদান করিতে সমর্থা হইল না। অমনি তাহারা তাঁহার আদেশানুসারে আশুতোষমন্দিরাভিমুখে গমন করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া কুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিল, কুমার! এত দিনের পর বুঝি সিংহের সামগ্রী সামান্য শৃগালে সংহৃত করে। এবং চোরের ধন অন্যে গ্রহণ করে, রাজনন্দন! আপনি কি কিছুই শ্রবণ করেন নাই? কল্য যে মহারাজ আপনার প্রণয়িনী নলিনীর স্বয়ম্বর কার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন, সে কারণ স্বয়ম্বর সভায় নানাস্থান হইতে রাজকুমারগণ সমাগত হইয়াছেন; নলিনীপ্রাণবল্লভ! নলিনী আপনাকে সেই সভাতে যাইতে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছেন, সেই কারণে আমরা আপনাকে সম্বাদ দিতে আসিয়াছি। আসিবার সময় কুমারী ক্রন্দন করিতে করিতে কাতরস্বরে আমাদিগকে বলিলেন, সঙ্গিনীগণ! কুমারকে এই কথা বলিও যদি সেই হৃদয়নাথ সভাতে সমাগত না হয়েন, সে সময় যদি তাঁহার সেই সুচারু চন্দ্রানন অবলোকন করিতে না পারি, তদ্দণ্ডেই জীবন নাশ করিব। নয়নানন্দ দায়ক! নলিনী মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন। আমরা আর অধিকক্ষণ এস্থানে অবস্থিতি করিতে পারিব না, যেহেতু রাজনন্দিনী উপবনে একাকিনী অবস্থিতি করিতেছেন।

কুমার সখীদের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, সুন্দরীগণ! আমি কিরূপে সভায় গমন করি বলদেখি? ছদ্মবেশে এদেশে আসিয়াছি। এ অবস্থায় স্বয়ম্বরসভায় গমন করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? প্রিয়ব্রত তখন সহাস্যবদনে বলিলেন, কুমার! আপনি ইহার জন্য এত ভাবিতেছেন, আপনি না হয় সন্ন্যাসীর বেশেই গমন করিবেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি?

সরলা ও চপলা সচিবসুতের সদুপায় বাক্য শ্রবণে সাতিশয় আনন্দিতা হইয়া বলিল, সূক্ষ্মদর্শিন্! আপনি অতি উত্তম যুক্তি স্থির করিয়াছেন, আমরা ইহাতে পরম প্রীতিলাভ করিলাম। এক্ষণে যাই, কুমারীকে এই শুভ সম্বাদ প্রদান করিয়া সুস্থ করি। আর দেখুন রাজনন্দন! সন্ন্যাসীর বেশেই যদি আপনার সভাতে যাওয়া স্থিরীকৃত হইল, আমাদের একটী প্রার্থনা শুনিতে হইবে, সভার পার্শ্বদেশে এক প্রকাণ্ড বিল্ববৃক্ষ আছে, তাহার মূলদেশে আপনি অজিনাসনে সমাসীন থাকিবেন, তাহা হইলেই কুমারী অনায়াসে আপনাকে বরণ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। এই কথা বলিয়া তাহারা কুমারের নিকট বিদায় গ্রহণান্তে মৃদুগমনে উপবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং রাজনন্দিনীসমীপে সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিল। কুমারী আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিতা হইলেন।

রাত্রি উপস্থিত হইল। অভ্যাগত রাজকুমার সকল "নলিনীকি আমার প্রণয়িনী হইবেন" ইত্যাকার নানাবিধ চিন্তায় যামিনীযাপন করিতে লাগিলেন। নলিনী সকল রাজকুমারেরই চিন্তার কারণ হইয়াছিলেন, কিন্তু নলিনীর হৃদয়ে কেবলমাত্র কুমার বিজয়কিশোর বিরাজিত। সে বিভাবরীতে অনেককে বিভাকরের প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছিল, আমন্ত্রিত রাজপুত্রগণ প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, কুমারী নলিনীর ত কথাই নাই। রাজনন্দিনীর সে রজনী আর কোনরূপেই প্রভাতা হয় না, অতি দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে রজনী প্রভাতা প্রায়। প্রিয়সমাগমে যাপিতযামিনী অনিদ্রিতা বধূনয়নের ন্যায় উষাদেবী পূর্ব্বগগণাঙ্গন হইতে আরক্ত নয়নে জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। আহা! সেই দৃষ্টি কাহার পক্ষে সুদৃষ্টি, কাহার পক্ষে কুদৃষ্টি, কেহবা সুখবিবর্জ্জিত, কেহবা সুখমদে মত্ত, কাহার বা অভীষ্টপূর্ণ, কেহবা বিফলমনোরথ, কাহার মুখে হাস্য প্রকাশমান, কেহবা বিরস, কেহ সম্মানিত, কেহ

অবমানিত, কেহবা ছদ্মবেশে জন্মসার্থক করিতেছে, কেহবা প্রকাশ্য-বেশে জীবন বিফল জ্ঞান করিতেছে। উষা অন্তর্হিত হইলে জগ-জ্জননী ক্রমে শুক্লবাস পরিধান করিতে উদ্যত হইলেন। কমলিনী-কান্ত, কান্তার বিয়োগান্তর করিবার কারণ অরুণ সহ হাস্যবদনে পূর্ব্বদিকে দেখা দিলেন। রাজপুরী কোলাহলময় হইল, অভ্যাগত রাজপুত্রগণ প্রাতঃকৃত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। মন্ত্রীর আদে-শানুযায়ী যে যে কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিল ; প্রভাত হইবামাত্র তাহারা স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইল। মহারাজ প্রভাতকালীন কার্য্যাদি সমাপনান্তে সভামণ্ডপে সমাগত হইয়া সচিবকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন, সচিবশ্রেষ্ঠ! সম্প্রতি তুমি রূপগুণ সম্পন্ন রাজকুমারগণকে স্বয়ম্বর সভায় আনয়ন জন্য শীঘ্র সুবিজ্ঞ সুধীবর্গকে প্রেরণ কর। মন্ত্রী মহোদয় তদ্দণ্ডেই মহীপতির আদেশ প্রতিপালন করিলেন।

ক্রমে রাজপুত্রগণ সভায় সমাগত হইতে লাগিলেন। মহারাজ প্রিয়বাক্যে তাঁহাদের সকলের সম্মান সংরক্ষণপূর্ব্বক পৃথক পৃথক সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। যদ্রূপ সুমেরুশৃঙ্গে অধ্যাসীন অমরবৃন্দ শোভাশালী হইয়া থাকেন, রাজনন্দন সকলও সিংহাসনা-রূঢ় হইয়া তদ্রূপ শোভাশালী হইয়াছিলেন। শোভাদেবী জলদ-জাল মধ্যগত সে দামিনীর ন্যায় কুমারগণের কোমলাঙ্গে বিভক্ত হও-য়ায় তাঁহারা একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন আহা! সে সময় সভা যে কি অনির্ব্বচনীয় শোভাধারণ করিয়াছিল, তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা দুরূহ। মহীপাল স্বয়ম্বরস্থল এরূপ সুদীর্ঘ ও আয়ত এবং বহুবিধ মণিময় পদার্থাদিতে মণ্ডিত করাইয়াছিলেন, যে সেরূপ নয়ন ও মনের তৃপ্তিকর সুসজ্জিত স্বয়ম্বরসভা কোন রাজকন্যার স্বয়ম্বর সময় হইয়াছিল কি না সন্দেহ। অধিক কি, যেমন অগস্ত্য-ঋষি করতলে জলধি ও ভূতভাবন ভগবান নারায়ণের জঠরে চতুর্দ্দশ ভুবন অবিরলরূপে অবস্থিতি করিয়াছিল, তদ্রূপ নিখিল জগন্মণ্ডলের

রাজকুমার মণ্ডল একত্র মিলিত হইয়া মালবদেশাধিপতির সভামণ্ডপে অবিরল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। আহা! সভাগত সেই সকল সৌন্দর্য্যশালী কুমারদিগের সুচারু বহুমূল্য অঙ্গভূষণপ্রভায় তত্রস্থ নভোবিভাগ চিত্র বিচিত্রিত হইয়াছিল। সভামণ্ডপে মুনিঋষি যোগিগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দিব্যাসনে উপবিষ্ট, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ মধ্যস্থলে সমাসীন হইয়া ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানাবিধ আলোচনা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে নলিনীর চিরপ্রণয়ী বেঙ্কটিদেশাধিপতি রাজা কেশরীবীর্য্যের পুত্র কুমার বিজয়কিশোর সন্ন্যাসীবেশে সভাপার্শ্ববর্ত্তী পূর্ব্ব নিরূপিত শ্রীফলতরুমূলে কুরঙ্গচর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া মহারাজের সভার অত্যাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে যারপর নাই প্রীতিলাভ করিলেন। তৎকালে ভস্মপ্রলেপিত তরুমূলস্থ নবীন কপট সন্ন্যাসী, স্বীয় শরীরের অনুপম সৌন্দর্য্যপ্রভাবে মহামূল্য সিংহাসনোপবিষ্ট সমুজ্জ্বল বেশধারী রাজনন্দনদিগের অঙ্গসৌন্দর্য্য গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন। পাদপসমূহমধ্যগত পারিজাতের ন্যায় নবীন সন্ন্যাসী নিজ অঙ্গপ্রভাবে সকলকে পরাজয় করিলেন। অলিকুল যেমন সুগন্ধি পুষ্পপাদপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মদস্রাবি বন্য গজগণ্ডে নিপতিত হইয়া থাকে তদ্রূপ সভাস্থ সকলের নয়নাবলী সেই ভুবনমোহনমূর্ত্তি সন্ন্যাসীর প্রতি নিক্ষিপ্ত হইল। রাজবংশবেত্তা বন্দিপাঠকেরা সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় ভূপালগণের স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। অগুরুসমুৎপন্ন ধূপধূম পতাকা উত্থিত হইতে লাগিল। শঙ্খধ্বনি ও মাঙ্গলিক তূর্য্যনিনাদে দিগন্ত পরিপূর্ণ হইয়া গেল। রাজভবন সন্নিহিত শিখিকুল সেই শঙ্খরব শ্রবণ করিয়া নীরদধ্বনি বোধে মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

অনন্তর মহীপাল শুভক্ষণে কুমারীকে সভাস্থলে আনয়ন জন্য আদেশ করিলেন। যাঁহার লাবণ্যতরঙ্গ জলধিতরঙ্গকেও অতিক্রম করিয়াছে। যিনি দশনপ্রভা দ্বারা নক্ষত্রমণ্ডল, বদনপ্রভা দ্বারা সুধাকর, ও কেশপাশ দ্বারা আকাশমণ্ডল পরাভব করিয়াছেন। শিবিকা

রোহিণী জগম্মনোমোহিনী সেই মালবদেশ রাজনন্দিনী হেমনলিনী বিবাহযোগ্যবেশে ক্রমে সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলে, বিবাহার্থি রাজনন্দনদিগের শত শত নেত্র সেই কন্যারত্নের প্রতি পতিত হইল। অনন্তর কাদম্বিনী মধ্যগত সৌদামিনীর ন্যায় কুমারী শিবিকা মধ্য হইতে বহির্গত হইলে, তাঁহাকে দর্শন করিয়া সভাস্থলে এমন কোন রাজকুমারই ছিলেন না, যে তাঁহার অভূতপূর্ব্ব লাবণ্য অবলোকন করত কুসুমশরের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া কণ্টকিত কলেবর হয়েন নাই, তখন তাঁহারা মনে মনে বলিতে লাগিলেন, সুধাকর বুঝি নিজ সুধাসমুদ্ভুত নবনীত দ্বারা এই অঙ্গনার অঙ্গ সৃজন করিয়াছেন এবং নিজ পূর্ণ কলেবরের অনুকরণ করিয়া এই রমণীরত্নের বদনমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। ক্রমে স্বয়ম্বর সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। সমাগত রাজপুত্রগণের কুলশীলজ্ঞ বহুদর্শী জনৈক ভট্ট কুমারীর অগ্রে অগ্রে তাঁহাদিগের পরিচয় প্রদান করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। রাজনন্দিনীর পশ্চাদ্ভাগে সরলা ও চপলা সচন্দনবরমাল্যসজ্জিতহেমময়পাত্র হস্তে গমন করিতে লাগিল। যেমন মুকুলিত কমল মধ্যে চন্দ্রকিরণ স্থান লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ কুলজ্ঞভট্ট মহোদয়ের রাজকুমারগণের পরিচয় বাক্য নলিনীর অন্তরে স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইল না যদ্রূপ রজনীতে সৌধ মধ্যগত দীপশিখা স্থানান্তরিত হইলে, সে স্থান তিমিরাবগুণ্ঠিত হয় তদ্রূপ রাজনন্দিনী নলিনী যে যে রাজপুত্রগণকে অতিক্রম করিতে লাগিলেন, তাঁহারা অমনি বিষাদে বিবর্ণভাব প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমে কুমারী মহাকুলসম্ভূত কুলপ্রদীপ তাঁহার হৃদয়তস্কর বিজয়কিশোর যে বিল্ববৃক্ষমূলেউপবিষ্ট তথায় সমুপস্থিত হইয়া লজ্জাসঙ্কোচ করত সাক্ষাৎ বরমাল্যের ন্যায় চিত্তপ্রসাদ নিবন্ধন প্রসন্নদৃষ্টি দ্বারা সন্ন্যাসীকে প্রতিগ্রহ করিলেন। তখন লজ্জা ও ভয়ে কিছুমাত্র অনুরাগপ্রকাশ করিতে পারিলেন না, কিন্তু তাহা রোমাঞ্চচ্ছলে তাঁহার অঙ্গযষ্টি ভেদ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। করভোরু বামনয়না রাজকন্যা মূর্ত্তিমান অনুরা-

গের ন্যায় সহচরীর নিকট হইতে বরমাল্য গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসীবেশ-ধারী কুমার বিজয়কিশোরের সুচারুকণ্ঠে সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন। উষাকালে একদিকে কমল সকল প্রফুল্লিত, অন্য দিকে কুমুদদল মুকুলিত হইলে সরোবরের যেরূপ শোভা হয়, সন্ন্যাসীগলে মালা প্রদত্ত হইলে স্বয়ম্বরসভা তাদৃশ শোভা ধারণ করিল। একদিকে সমাগত রাজকুমারদিগের বিষাদ, অন্যদিকে সখীগণ পরিবৃতা হেমনলিনী ও সন্ন্যাসীর আনন্দ, রাজপুত্রগণ সেই দণ্ডেই বিষাদ ও লজ্জাকে সঙ্গে করিয়া স্ব স্ব দেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সেতু ভঙ্গ হইলে জলরাশি যেরূপ কমলকুলকে বিষাদে বিবর্ণ করিয়া অনায়াসে প্রস্থান করে; মদমত্ত করিণী যেমন মৃণাল ভোজনার্থ লোচনানন্দকর পদ্মবনে প্রবিষ্ট হইয়া পদ দ্বারা শতদল সহস্রদলকে দলিত ও শ্রীভ্রষ্ট করিয়া থাকে; তদ্রূপ কোমলাঙ্গী কন্যারত্ন কুমারতুল্য রাজকুমারদিগকে বিষাদবারিধিতে নিমগ্ন করিয়া অজ্ঞাত-কুলশীল সামান্য এক সন্ন্যাসীর অযোগ্য কণ্ঠদেশে শুভসূচক বরমাল্য প্রদান করিল দর্শন করিয়া মহীপতি বীরসেন ক্রোধে নিদাঘকালের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন; এবং তাঁহার শরীর প্রবল প্রভঞ্জনহিল্লোলে প্রকম্পিত পঙ্কজের ন্যায় কম্পমান হইতে লাগিল। কিঞ্চিৎপূর্ব্বে যে কমলানন আনন্দে সমুজ্জ্বল ছিল, সে বদন প্রাণাধিকা কন্যার গর্হিত ব্যবহারে সায়ংকালের কমলের ন্যায় শ্রীধারণ কবিল, তখন মহারাজ বীরসেন লোকলজ্জা ও জনাপবাদ ভয়ে একান্ত ভীত ও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অধোবদনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কোনরূপেই আর তাঁহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসরণ হইল না। কেবল নয়নযুগল হইতে দরদরিত জলধারা বিগলিত হইয়া ধরাকে সিক্ত করিতে লাগিল। আহা! সে সময়ে বোধ হইল যেন মহীপতি কুলকলঙ্ক-ভয়ে ক্রন্দন করিতে করিতে মনে মনে মনস্তাপের কথা বসুমতির নিকট ব্যক্ত করিতেছেন।

অনন্তর অবনিপতি কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক মনোমধ্যে দুহিতার অসম্ভবনীয় দুর্ঘটনার বিষয় বহু বিবেচনার পর স্থির করিলেন যে কন্যা শৈশবাবধি সুশীলা, তাহাতে আবার নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নির্ম্মল জ্ঞান লাভ করিয়াছে; সে সুমতি তনয়া সহসা নীতি বিগর্হিত সভাস্থিত সদ্গুণমণ্ডিত সমুদয় রাজকুমারদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সামান্য সন্ন্যাসীর কণ্ঠে মালা সমর্পণ করিবে, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। আমার বোধ হয় ঐ সন্ন্যাসী মায়াবী মোহিনীমায়াবলেই মনোমোহিনী কন্যার মন হরণ করিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে ধৈর্য্যগুণ তিরোহিত হইয়া অন্তরে পুনর্ব্বার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। আর কোন ক্রমেই নিস্তব্ধ হইয়া থাকিতে পারিলেন না, তখন ভূপতি ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন, যে সন্ন্যাসীকে শীঘ্র বন্ধন করিয়া আমার সন্নিধানে আনয়ন কর। রাজাজ্ঞায় তাহারা তদ্দণ্ডেই সেই নবীন সন্ন্যাসীকে উৎপীড়ন সহ বন্ধন করিতে উদ্যত হইল। আহা কি দুঃখের বিষয়! যে রাজনন্দন নলিনী লাভার্থ অশেষবিধ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র অপমান ও বন্ধন অবশিষ্ট ছিল, প্রাণাধিকা নলিনীর জন্য অদৃষ্টক্রমে অদ্য স্বয়ম্বর সভায় তাহাও ঘটিল। ভৃত্যেরা যখন সন্ন্যাসীকে রাজসমীপে লইয়া যাইয়া বহুতর তিরস্কার ও প্রহার করিতে লাগিল। এমন সময় হটাৎ তাঁহার কাল্পনিক জটাভারও শ্মশ্রুরাজি উন্মোচন হওয়ায় সন্ন্যাসীভাব তিরোহিত হইল; তখন তিনি স্বয়ম্বরসভায় রাহুমুখ বিনির্গত শারদীয় পূর্ণশশধরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুরুষরত্নের স্নিগ্ধশরীরজ্যোতিতে সভা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে সভাস্থ সকলেই বিমুগ্ধ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

পরিণয়সভায় বিক্রমসেন নামে জনৈক সওদাগর উপবিষ্ট ছিলেন। বাণিজ্যার্থ ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই তাঁহার গমনা-

গমন ছিল। একারণ তিনি ব্রহ্মদিদেশাধিপতি মহারাজ কেশরী-বীর্য্যের নিকট পরিচিত থাকায়, কুমার বিজয়কিশোরকে বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত ছিলেন। তিনি দেখিবামাত্র অনায়াসেই জানিতে পারিলেন, যে ঐ নবীন পুরুষ ব্রহ্মদিদেশাধিপতির পুত্র, সওদাগর অমনি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কুমার সমীপে উপস্থিত হইয়া সবিনয়ে ও কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, কুমার! আপনি ব্রহ্মদিদেশাধিপতির পুত্র হইয়া সামান্য সন্ন্যাসীরবেশে সভায় সমাগত হইয়াছেন? কি আশ্চর্য্য! এই বলিয়া সওদাগর বিজয়কিশোরের বন্ধন বিমোচন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।

মহারাজ বীরসেন যখন দর্শন করিলেন, সওদাগর সবিনয়ে কপট নবীন সন্ন্যাসীকে ব্রহ্মদিদেশাধিপতির পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেছে, তখন তাঁহার বিমর্ষ বদন কথঞ্চিৎ হর্ষযুক্ত হইল এবং মনোমধ্যে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ঐ নবীন সন্ন্যাসী প্রকৃত সন্ন্যাসী নহে। যদ্যপি যথার্থ সন্ন্যাসী হইত, তাহা হইলে ভৃত্যদিগের উৎপীড়নে জটাভার ও শ্মশ্রুরাজি উন্মুক্ত হইত না। আমার বোধ হয় রাজপুত্র, তাহা না হইলে সওদাগর সহসা রাজনন্দন বলিয়া সম্বোধন করিবে কেন? বিশেষতঃ উহার যেরূপ অঙ্গসৌন্দর্য্য ও সুচিহ্নাদি দর্শন করিতেছি, ইহাতে সামান্য বংশসম্ভূত বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, আর আমার নিশ্চিন্ত থাকা কোনরূপে যুক্তিযুক্ত হইতেছেনা। সওদাগরকে জিজ্ঞাসা করিলেই উহার প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারিব। মহীপতি মনোমধ্যে এইরূপ স্থির করিয়া সওদাগরকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, বাণিজ্যোপজীবিন্! তুমি যখন ঐ নবীনযুবাকে রাজনন্দন বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছ, তখন উহার বিষয় অবশ্যই বিদিত আছ। যাহা হউক, উহার প্রকৃত পরিচয় প্রদানে আমাকে সত্বর সন্তুষ্ট কর। নতুবা তোমার সমক্ষে এই দণ্ডেই দুষ্টের শিরশ্ছেদন করিব।

এই বাক্য শ্রবণমাত্র বণিক কম্পিত কলেবরে ও গললগ্নীকৃত-

বাসে নিবেদন করিলেন, রাজন! আমি অতি সামান্য ব্যক্তি, আমার বাক্য যে আপনার বিশ্বাসযোগ্য হইবে, ইহা অতি অসম্ভব, অতএব হে ভূপতে! আমি ধর্ম্মস্বরূপ ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ধরণীপতির পুত্রের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিতেছি শ্রবণ করুন। বসুধাধিপতে! বাণিজ্যার্থ আমার সকল রাজ্যেই গমনাগমন আছে, একারণ ইহাঁকে আমি বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত আছি। ইনি ব্রহ্মর্ষিদেশাধিপতির একমাত্র পুত্র, ইহাঁর নাম বিজয়কিশোর, কি কারণে যে সন্ন্যাসীর বেশে সভাতে সমাগত হইয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। আমার বোধ হয় কোন না কোন বিশেষ কারণ বশতঃ সন্ন্যাসী হইয়া থাকিবেন, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ধরণীপতে! যদ্যপি এই সামান্য নরের বাক্য বিশ্বাসযোগ্য না হয়, তাহা হইলে বিলাসভবনস্থ রাজকুমারদিগের প্রতিমূর্ত্তি সকল আনয়ন করিয়া দর্শন করিলেই আপনার প্রতীতি হইতে পারিবে। মনুজেশ্বর! ইতিপূর্ব্বে আমি এই রাজনন্দনের প্রতিমূর্ত্তি আনয়ন করিয়া আপনার চক্রবর্ত্তীচিহ্নিত পদপঙ্কজে সমর্পণ করিয়াছিলাম; এক্ষণে বোধ হয় তাহা বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন, এই বাক্য বলিয়া সওদাগর নিস্তব্ধ হইলেন।

ভূপতি সওদাগরের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভৃত্যগণকে বিলাসভবন হইতে রাজকুমারদিগের প্রতিমূর্ত্তি সকল শীঘ্র আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। আদেশমাত্র তাহারা নানাদেশীয় নরপতিনন্দনদিগের প্রতিকৃতি লইয়া ভূপতির সন্নিধানে প্রদান করিল। ভূপতি প্রত্যেক প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিলেন, অনন্তর যখন রাজাবীরসেন বিজয়কিশোর নামাঙ্কিত অতি আশ্চর্য্য প্রতিমূর্ত্তি হস্তে লইয়া অবলোকন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার ভুনয়নের নিমেষ পতিত হইতে ছিল কি না সন্দেহ। বসুধাপতি বহুকষ্টে প্রতিকৃতি হইতে নয়নোত্তলন করিয়া মধ্যে মধ্যে কুমারের মোহিনীমূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিলেন। যখন কুমারের মূর্ত্তি চিত্রপটের সহিত সম্মিলিত হইল, তখন তাঁহার বিমর্ষবদনকমল হর্ষা-

ক্ষণে বিকসিত হইল, বিষাদক্লিষ্টকরণ আনন্দে পুলকিত হইল। মহীপতি কুমারের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া এবং কুমারের মূর্ত্তি প্রতিমূর্ত্তির সহিত মিলিত হইল দর্শন করিয়া যারপরনাই প্রীত হইলেন। তখন তিনি লজ্জিতাননে রাজনন্দনকে অঙ্কে গ্রহণপূর্ব্বক বারম্বার চন্দ্রানন চুম্বন ও মস্তকাঘ্রাণ করিতে লাগিলেন, এবং দুর্লভ কুমাররত্নকে রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইয়া বিনম্রবদনে বলিলেন, কুমার! আমি না জানিয়া আপনার প্রতি অতি গর্হিত ব্যবহার করিয়াছি, আপনি ব্রহ্মর্ষিদেশাধিপতির তনয় হইয়া সামান্য সন্ন্যাসীর বেশে সভায় সমাগত হইবেন, ইহা স্বপ্নের অগোচর, অতএব রাজনন্দন! ইহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিয়া আমার বিচলিত চিত্তকে সুস্থ করুন। ভবাদৃশ মহাকুল সম্ভূত সুদুর্লভ পুরুষরত্নের শুভাগমনে অদ্য আমার জন্ম, কর্ম্ম, সকলই সফল বোধ হইল। আমি পূর্ব্ব জন্মে না জানি কতই পুণ্য ও তপস্যা করিয়া ছিলাম; সেই হেতুই, আপনি আমার জামাতা হইয়া মদীয় মুখ ও বংশ সমুজ্জ্বল করিলেন। তদ্ভিন্ন ভবাদৃশ বিমলবংশ সমুৎপন্ন সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুরুষরত্ন মাদৃশ মনুজেশ্বরের ভাগ্যে কখনই ঘটিত না। কুমার! অধিক আর আপনাকে কি বলিব, প্রাণাধিকা হেমনলিনীও আমার প্রাক্তন জন্মে বহুতর সুকৃতি করিয়া ছিল, সেইহেতু ভবদীয় মহাপুরুষের পদপঙ্কজপরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। পুরুষশ্রেষ্ঠ! নলিনী যে শৈশবাবধি মনোমত পতি লাভার্থ একাগ্রমনে মহাদেবের আরাধনা করিয়া ছিল; অদ্য বুঝি শঙ্কর সদয় হইয়া তাহার চিরমনোরথ পূর্ণ করিলেন। এক্ষণে আমি জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি যে, তোমরা উভয়ে দাম্পত্যরূপ বিশুদ্ধ রত্নশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া চিরজীবন পরম সুখে অতিবাহিত কর।

রাজা এই সকল সুমিষ্ট বাক্যে কুমারকে সন্তুষ্ট করিয়া সভাস্থ সকলকে সাদর সম্ভাষণ পুরঃসর বলিলেন, কেশরীবীর্য্যের পুত্র বিজয়কিশোরের সহিত কল্য কন্যার প্রকাশ্য পরিণয়কার্য্য সুসম্পন্ন

হইবে; অতএব মহাশয়েরা কল্য সভায় সমাগত হইয়া শুভকার্য্য সম্পাদন করিবেন। এই বাক্যাবসানে সভা ভঙ্গহইল। অনন্তর ভূপাল কুমারের করকমল ধারণপূর্ব্বক বিলাসভবনে উপস্থিত হইলেন, এবং রাজনন্দনের ভস্মাচ্ছাদিত কোমলকলেবর স্বহস্তে পরিমার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। বহুমূল্য রাজপরিচ্ছদে অঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়া রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। রাজনন্দনও রাজার যত্নে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়া মনোমধ্যে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এতদিনের পর হৃদয়বিলাসিনী নলিনীর প্রাণবল্লভ হইলাম, অতএব আমাপেক্ষা সে ভাগ্যশালী ধরণীমণ্ডলে আর কে আছে। প্রফুল্লিতান্তঃকরণে এই রূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় ভূপতি স্নেহপূর্ণ বাক্যে কুমারকে সম্বোধন করিয়া পুনর্ব্বার সন্ন্যাসী হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রাজনন্দন লজ্জাবনতবদনে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নৃপতিসন্নিধানে প্রকাশ করিলেন। তচ্ছ্রবণে তিনি সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে রাজসুতের প্রাণাধিক সুহৃদশ্রেষ্ঠ সচিবসুত প্রিয়ব্রতকে মহাসমারোহে শিবালয় হইতে আনয়ন করাইয়া বিলাসভবনে বিজয়কিশোর ও প্রিয়ব্রতের সহিত নানা কথাপ্রসঙ্গে সে রজনী তথায় যাপন করিলেন।

পরদিবস নৃপতির নিদেশানুসারে কেশরী যেমন অচল মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করে, তদ্রূপ কুমার কুমারবিনিন্দিত কলেবরে বিবিধ রত্নাভরণ ধারণপূর্ব্বক কনকস্তম্ভ সংযুক্ত তোরণরাজি বিরাজিত রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়া বিশুদ্ধ বিচিত্র রত্নাসনে সমাসীন হইলে, নভোমণ্ডলে চন্দ্রমণ্ডল যদ্রূপ শোভমান হয়, তদ্রূপ তাঁহার সেই মণিকুণ্ডলালঙ্কৃত সুচিক্কণ চিকুরনিচয়চুম্বিত সুচারু সমুজ্জ্বল বদনমণ্ডল শোভা পাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সভাস্থ সকলের মনোমধ্যে এই ভ্রম উপস্থিত হইল যে, ঐ পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজকুমার, কি কুমার, কি অশ্বিনীকুমার, কি অনঙ্গদেব, তাহারা তখন কিছুই স্থির করিতে পারে নাই।

এমন সময়ে মহীপতি বীরসেন সানন্দিতমনে সহাস্যবদনে সালঙ্কৃতা সাক্ষাৎ বিদ্যুল্লতা দুহিতাকে রাজকুমারের হস্তে সমর্পণ করিয়া জীবন সার্থক জ্ঞান করিলেন। মরীচিমালীর মরীচিমালায় নিকষস্থ কনকরেখা যেমন সম দীপ্তিমান হয়, মহারাজ কুমারীকে কুমারের হস্তে প্রদান করায়, তাঁহারা তদ্রূপ শোভমান হইয়া উঠিলেন। ক্ষণকাল পরে সভা ভঙ্গ হইল। রাজাজ্ঞায় বাহকেরা কন্যাসহ কুমারকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণ রাজকুমারকে প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ আমোদ প্রমোদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহারাজও সেই দিবস হইতে বিজয়কিশোর ও প্রিয়ব্রতের বিলাসার্থ এক অতি রমণীয় বিলাসভবন নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিলেন।

আহা! এতদিনের পর বিজয় নলিনীর বিবাহরূপ বিমলনলিনী বিকসিত হইল। সুখরূপ সৌরভে রাজ্যস্থ প্রাণিমাত্রই অপার প্রীতিলাভ করিল। সকল গৃহেই নৃত্য, গীত, বাদ্য আরম্ভ হইল। যে যাহা প্রার্থনা করিল, মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাহাকে তদ্দ্রব্য প্রদানে সন্তুষ্ট করিলেন। এইরূপ ঘোর সমারোহে পরিণয়কার্য্য সম্পাদিত হইল। ভূপাল যোগ্যপাত্রে কন্যা সমর্পণ করিয়া যারপরনাই সুখানুভব করিতে লাগিলেন। যাহার পরিশ্রমে যত্নে ও ঐকান্তিকতায় কুমার নলিনীলাভ করিলেন; অতুলগুণসম্পন্ন অতিশয় অধ্যবসায়ী অকপটহৃদয় প্রকৃত প্রণয়ের একমাত্র উদাহরণস্থল সচিবতনয় প্রিয়ব্রতের এতদিনের পর সকল আশা পূর্ণ হইল। কোমল কুসুমশয্যার নিশায় নবদম্পতীর হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত ও লজ্জা লজ্জা প্রাপ্ত হইয়া স্থানান্তরিত হইল। উভয়ে উভয়ের মনোগতভাব প্রকাশ করিলেন। নিশিথিনীতে নিশানাথ যেমন প্রণয়িনী কুমুদিনীর মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ কুমার বিজয়কিশোর বিভাবরীতে স্মিতপূর্ব্বাভিভাষিণী প্রণয়িনী নলিনীসহ অভিন্নহৃদয় হইয়া নিত্য নিত্য নব নব সুখানুভব করিতে লাগিলেন।

এইরূপে একমাস দ্বিতীয় মাস করিয়া ক্রমে চতুর্থমাস অতিবাহিত হইল।

একদিবস রাজনন্দন শৌর্য্যশালী সুহৃদশ্রেষ্ঠ প্রিয়ব্রতের সহিত বিলাসভবনে উপবিষ্ট হইয়া নানাবিষয়িণী বাণীপ্রসঙ্গে কালাতিপাত করিতেছেন। এমন সময় তাঁহার জনক জননীর কথা সহসা স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়ায় সহাস্যবদন ক্রমে মলিন হইয়া আসিল। সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। দরদরিত বাষ্পবারি বক্ষঃস্থল অভিষেক করত পরিধেয় বসন আর্দ্র করিয়া তুলিল। উন্নত নাসারন্ধ্র হইতে সুদীর্ঘনিশ্বাস নির্গত হইতে লাগিল। পরিতাপবেগে উপবিষ্ট থাকিতে না পারিয়া অবসন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। শোকানল সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া আর্ত্তস্বরে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন; হায় আমি কি নরাধম! কি কুলাঙ্গার! কি পাষণ্ড! যে জনক জননী হইতে এই ভূমণ্ডল দর্শন করিলাম; যে জননী আমার জন্য দশমাস দশদিন নিদারুণ গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। আমি সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুরুজন জননীকে বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছি। হায়! আমি কি পামর! হা মাতঃ! হা তাত! আপনারা কি আমার বিরহে অদ্যাপি জীবিত আছেন। ক্ষণকালমাত্র আমি চক্ষুর অন্তরাল হইলে চতুর্দ্দিক শূন্যময় দর্শন করিতেন; হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া ক্রন্দন করিতেন। আমি কোথায় কৃত জ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিয়া আপনাদের পদপঙ্কজ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিব, তাহা দূরে থাকুক, একবার আপনাদের কথা মনেও ভাবিলাম না। কেবল সামান্য প্রেমের অধীন হইয়া পরমসুখে কাল হরণ করিতেছি, হায় আমি কি কৃতঘ্ন! তাহা না হইলে জনক জননীকে শোকাক্রান্তে ভাসাইয়া স্বয়ং সুখাভিলাষী হইব কেন? ইত্যাকার হৃদয়ভেদী বাক্য বারম্বার উচ্চারণ করত করুণস্বরে বাষ্পাকুললোচনে রোদন করিতে করিতে আপনাকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন। প্রিয়ব্রতও কুমারের সহিত অজস্র অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

আহা! এতদিনের পর রাজকুমারের বিগর্হিত কার্য্যসমূহের পশ্চাৎতাপ আরম্ভ হইল। বিগর্হিত কার্য্য করিলেই পশ্চাৎতাপ করিতে হইবে, ইহা বিধাতৃ বিহিত, শাস্ত্রেও কথিত আছে যে "বিধাতৃ বিহিতং মার্গং নকশ্চি দতিবর্ত্ততে," অর্থাৎ বিধাতা যাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নহে; অদ্যই হউক, বা কল্যই হউক, বা দশদিবস পরেই হউক, ঈদৃশ কার্য্যের অনুতাপ নিশ্চয়ই করিতে হইবে। পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের অজ্ঞাতসারে এবং তাঁহাদিগকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া রাজকুমার ও সচিবতনয় যে বিদেশগামী হইয়াছিলেন। অদ্য তাহার অনুতাপ আরম্ভ হইল। উভয়েই শোকে অতিশয় অধীর হইয়া নানাবিধ খেদসূচক বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মন্ত্রিপুত্র উদ্ভূত শোকাবেগ কিয়ৎ পরিমাণে সম্বরণ করিয়া কুমারকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। রাজনন্দন প্রিয়ব্রত বাক্যে শান্ত হইয়া উভয়ে স্থির করিলেন যে, অচিরাৎ রাজাজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মর্ষিরাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিবেন।

সে দিবাভাগ বিলাপ ও পরিতাপেই অতিবাহিত হইল। রজনীযোগে রাজনন্দন কুসুমকোমলশয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক কঠিন মৃত্তিকাসনে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিরুপম নয়নযুগল হইতে অবিরত শোকাশ্রু বিগলিত হওয়ায়, দুনয়ন জবাকুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। যে বিজয় বিভাবরীতে হৃদয়বিলাসিনী নলিনীর সহিত সুখসেব্যশয়নে শয়ন করিয়া কতই সুখানুভব করিতেন, অদ্য তিনি জনক জননীশোকে অতিশয় কাতর হইয়া সে সুখশয্যা কণ্টকশয্যা বোধে ধরাশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। এমন সময়ে বিজয়বিনোদিনী নলিনী আসিয়া দর্শন করিলেন যে, প্রাণনাথ পর্য্যঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীশয্যায় পতিত হইয়া রহিয়াছেন, এবং তাঁহার আকর্ণনয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রুজল বিগলিত হইতেছে। তদ্দর্শনে কুমারীর

কলেবর কম্পিত ও মস্তক ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে বিজয়বিলাসিনী প্রাণবল্লভের ভাবান্তরের কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার চিত্ত অতিশয় চঞ্চল হইল, তখন তিনি বাষ্পাকুললোচনে কাতরবচনে জীবিতনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, জীবিতেশ্বর! সহসা আপনার শরীরমধ্যে এমন কি শোক প্রবিষ্ট হইল যে, ধবলসুখশয়ন পরিত্যাগপূর্ব্বক ধরাসনে শয়ন করিয়া সুচারু সরোজনয়ন যুগল হইতে শোকাশ্রু ত্যাগ করিতেছেন? প্রিয়তম! বহুতর ক্লেশ ও যন্ত্রণার পর আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব নাথ! আর এ অধিনীকে মনস্তাপ প্রদান করিবেন না, শীঘ্র শোকের কারণ ব্যক্ত করুন, এই বলিয়া রাজনন্দিনী রাজনন্দনের পাদপঙ্কজ ধারণপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

কুমার কুমারীর কাতরবাক্যে ও বিলাপে কথঞ্চিৎ শোক সম্বরণ করিয়া সজলনয়নে গদ্গদবচনে মধুরভাষিণী প্রণয়িনী নলিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রাণাধিকে! শোকের কথা আর তোমার নিকট কি বলিব, অদ্য আমার অন্তরে যে শোকানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, সে হুতাশন পরমগুরু পিতা মাতার পাদপদ্ম দর্শন ব্যতীত কিছুতেই নির্ব্বাণ হইবে না! প্রিয়তমে! আমি কি কঠিন হৃদয়! কি নির্ম্মম মনুজাধম দেখ দেখি! যে অনিত্য সুখের জন্য অনায়াসে জনক জননীকে বিস্মৃত হইয়া এতাবৎকাল পরম সুখে কাল হরণ করিতেছি। তাঁহারা হয়ত পুত্রশোকে জীবন ত্যাগ করিয়া থাকিবেন। অতএব প্রিয়ে! আমি অবিলম্বেই স্বদেশাভিমুখে প্রতিগমন করিব। আমার চিত্ত অতিশয় অস্থির হইয়াছে; এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

অকপটহৃদয়া পতিব্রতা নলিনী প্রাণনাথের শোকপ্রসবিনী বাণী ও রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিনম্রবদনে সজলনয়নে মৃদুমধুরস্বরে শোকার্ত্ত জীবিতনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, নাথ! আপনি যখন একদিবসের মধ্যেই এতদূর কাতর হইয়াছেন; তখন

অচিরকালমধ্যে রাজ্যাভিমুখে প্রতিগমন করা কর্ত্তব্য। কান্ত! আপনিত একান্তই যাইতে উৎসুক হইয়াছেন, অনুমতি করিলে এ অধিনীও আপনার অনুগামিনী হয়। হৃদয়েশ! চন্দ্রিকা কি চন্দ্রমাকে ক্ষণকাল পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে? প্রাণেশ! আমারও পরম সৌভাগ্য যে, আপনার সহিত গমন করিয়া শ্বশুর এবং শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীর শ্রীচরণকমল সন্দর্শন করিব। নলিনী নাকি একান্ত পতিগতপ্রাণা তজ্জন্যই মনোগত ভাব গোপন না করিয়া অকপট-হৃদয়ে স্বামি সন্নিধানে প্রকাশ করিলেন। রাজনন্দন প্রাণ থাকিতে প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে মুহূর্ত্তকাল পরিত্যাগ করিয়া কি থাকিতে পারেন? "প্রিয়ে! তোমাকে আমার সঙ্গিনী হইতে হইবে," একথা তাঁহাকেই উচ্চারণ করিতে হইত। যাহা হউক ব্রহ্মবিদেশগমন রাজাজ্ঞামাত্র অবশিষ্ট রহিল। পরদিন প্রিয়ব্রত নৃপতি সন্নিধানে অতীত দিবসের যাবতীয় বিষয় উল্লেখ করিয়া স্বদেশগমনাভিলাষ প্রকাশ করিলে, মহারাজ অতিশয় দুঃখিত হইয়া মনোমধ্যে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন; যে কুমার আমার একমাত্র জামাতা, নলিনী আমার একমাত্র কন্যা, আমার দ্বিতীয় পুত্র অথবা কন্যা নাই, যে তাহাকে লইয়া সুখে কাল হরণ করিব। বিজয় নলিনীর বিমল বিধুবদন দর্শন না করিলে, ক্ষণকালমাত্র নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না, অধিক কি, নিদারুণ গমনবার্ত্তা শ্রবণে আমার হৃদয় দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে। আমি প্রাণ থাকিতে এরূপ পাষাণ সম অতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করিতেত কখনই পারিব না। মনোমধ্যে এইরূপ নানাবিধ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কোনরূপেই ব্রহ্মবিদেশ গমনে অনুমতি প্রদান করিতে সক্ষম হইলেন না। অনন্তর অবনিপতি রাজকুমার ও প্রিয়ব্রতকে অতিশয় শোকার্ত্ত ও স্বদেশগমনে একান্ত উৎসুক অবলোকন করিয়া অনুমতি প্রদান না করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, অগত্যাই কুমার ও প্রিয়ব্রতকে স্বদেশগমনের অনুমতি প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণ ক্রমে এই

কথা নৃপতিজায়ার কর্ণগোচর করিল। রাজ্ঞী অমনি চমকিত হইয়া উঠিলেন, রাজমহিষী নাকি একমাত্র কন্যাধন হেমনলিনীকে লইয়াই পরমসুখে কাল যাপন করিতে ছিলেন। সেই প্রাণাধিকা কন্যা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া শ্বশুরভবনে গমন করিবেন, এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণে বিলাসবতী বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। ক্ষণকাল পরে পরিচারিকা-দিগের দ্বারা জামাতাকে স্বদেশ গমনে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; কিন্তু কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কি করিবেন, অগত্যা মনকে প্রবোধ দিয়া কন্যাকে শ্বশুরভবন প্রেরণার্থ যাবতীয় আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজাজ্ঞায় দেশ বিদেশ হইতে বহুবিধ মহার্ঘ ও মনোহর সামগ্রী সকল আনীত হইল। সুশিক্ষিত অশ্ব উৎকৃষ্ট হস্তী ও দিব্যরথ সলক সুসজ্জিত হইতে আরম্ভ হইল। এদিকে অন্তঃপুরস্থ নর নারী সকলেই শোকসাগরে নিমগ্ন। নলিনী নাকি যাবতীয় নারীগুণে অলঙ্কৃতা ছিলেন; তাঁহার মধুরতাময় বাক্য শ্রবণ করিলে শোকসন্তপ্ত ব্যক্তিরও শ্রুতিযুগল সুশীতল হইত। তিনি এরূপ বুদ্ধিমতি ও নম্র-প্রকৃতি ছিলেন যে, তাঁহাকে সমস্ত নারীগুণের আধার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঈদৃশী অতুলগুণসম্পন্না অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী একান্ত পতিপরায়ণা হেমনলিনীর স্বদেশ ত্যাগবার্ত্তা শ্রবণে নিতান্ত পাষণ্ডের পাষাণহৃদয়ও দ্রবীভূত হয়, তখন যে অপর মনুষ্যের চিত্ত অধীর হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

ক্রমে ব্রহ্মর্ষিরাজ্যগমনের নির্দ্দিষ্ট দিবস উপস্থিত হইল। রাজপথ সৈন্যময় ও কোলাহলে পূর্ণ হইল। গন্ধবহ নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্যের গন্ধসংযোগে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিল। রাজনন্দন শ্বশুর ও শ্বশ্রূঠাকুরাণীর চরণকমলে প্রণতি-পূর্ব্বক প্রিয়বয়স্য প্রিয়ব্রত সহ সুসজ্জিত দিব্যরথে আরূঢ় হইলেন। রাজনন্দিনী হেমনলিনীও জনক জননীর পদারবিন্দে প্রণিপাত, তৎপরে অন্যান্য গুরুজনদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক

প্রিয়বয়স্যা সরলা ও চপলা দ্বয় সমভিব্যাহারে সজল মৃগ-শাবলোচনে অপর এক সজ্জিত স্যন্দনোপরি সমারূঢ়া হইলে, বোধ হইল যেন সোমসিংহনন্দিনী শ্বশুরভবনে গমন করিবার কারণ বিমর্ষবদনে বিমানোপরি আরোহণ করিলেন। অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত অসংখ্য বীরপুরুষসকল প্রতিপদবিক্ষেপে পৃথিবী কম্পিত করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। ক্ষণ-কালমধ্যে তাঁহারা সৈন্যসামন্তের সহিত রাজভবন অতিক্রম করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে সকলে হতাশ হইয়া বিষাদন্তঃকরণে নিজ নিজ গৃহ প্রতিগমন করিল। এইরূপ ঘোর সমারোহের সহিত মালবদেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজকুমার প্রথমতঃ ভূপালরাজ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন। আহা দৈবের কি আশ্চর্য্য ঘটনা! মহারাজ কেশরীবীর্য্যের আদেশানুসারে কুমার বিজয়কিশোরের অনুসন্ধানার্থ ব্রহ্মর্ষিদেশ হইতে যে সকল সৈন্যসামন্ত বহিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহারাও সেই সময় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কুমার সহসা সমাগত সৈন্য সকল অবলোকন করিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারি-লেন, যে ইহারা নিশ্চই ব্রহ্মর্ষিরাজ্যের বলিষ্ঠ বল, বোধ হয় আমার অনুসন্ধানার্থ মহারাজ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া থাকিবে। মনোমধ্যে এইরূপ স্থির করিয়া তিনি তাহাদিগকে পিতা মাতা ও রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মর্ষি-রাজ্যের আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলে, তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধীর হইয়া উঠিলেন। পরে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে তথাকার মহীপতি চন্দ্র-শেখরের কন্যার সহিত প্রাণাধিক প্রিয়ব্রতের সহিত পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন করিয়া কতিপয় দিবস সেস্থানে অবস্থিতি করিলেন। অন-ন্তর রাজনন্দিনী হিরণ্ময়ীকে সঙ্গে করিয়া সকলে মহারাজ প্রতাপা-দিত্যের রাজ্য প্রতাপগড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য রাজকুমার বিজয়কিশোরের সহিত মন্ত্রিপুত্র প্রিয়ব্রত আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া অসীম আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর অবনিপতি বহু সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে এক অপূর্ব্ব আবাসে লইয়া যাইয়া রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। বসুধাধিপতি বহুদিবসের পর প্রিয়ব্রত ও রাজনন্দনের বিমল বদনচন্দ্রমা অবলোকনে অপার প্রীতিলাভ করিয়া সহাস্যবদনে সস্নেহসম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের কার্য্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, কুমার সমস্ত বিষয় নৃপতি নিকটে প্রকাশ করিলেন। ভূপতি মহাসমারোহের সহিত প্রাণাধিকা প্রভাবতীকে প্রিয়ব্রতের হস্তে সমর্পণ করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন।

এদিকে পতিবিরহে ক্ষীণা মলিনা পঙ্কজিনী প্রাতঃকালে প্রাণনাথ প্রভাকরকে দর্শন করিয়া যেরূপ আনন্দিতা হয়; প্রভাবতীও তদ্রূপ বহুদিবসের পর প্রাণাধিক প্রিয়ব্রতকে প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। তাঁহার পরিশুষ্ক প্রণয়তরু প্রিয়ব্রত প্রাপ্তিরূপ সলিলে মুঞ্জরিত হইল। শুষ্ক সুখসিন্ধু সচিবসুতের শশিমুখাবলোকনে উচ্ছলিত হইয়া আনন্দরূপ বেলা অতিক্রম করিল। প্রিয়ব্রত প্রভাবতীকে লইয়া রাজা প্রতাপাদিত্যভবনে সুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন। একদিন মন্ত্রিপুত্র রজনীযোগে শয়নভবনে প্রেয়সীর সহিত প্রেমালাপ করিতে করিতে প্রভাবতীকে প্রিয়সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! প্রাণাধিক রাজনন্দনকে প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে প্রমুক্ত করিবার কারণ তোমার অজ্ঞাতসারে আমাকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে হইয়াছে। প্রিয়তমে! আমি কুমারের একান্ত অনুগত তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ রাখা আমার কখনই কর্ত্তব্য নহে? চন্দ্রাননে! যদিচ তোমার অনভিমতে আমি অনভিজ্ঞের ন্যায় কার্য্য করিয়াছি সত্য? কিন্তু সে কেবল জীবনাধিক রাজনন্দনের বাক্য প্রতিপালন ব্যতীত অন্য অভিসন্ধি নাই, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিবে। এই কথা বলিয়া মন্ত্রিসুত লজ্জিত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

প্রভাবতী প্রাণনাথকে অতিশয় লজ্জিত ভাবাপন্ন দর্শন করিয়া স্মিতাননে সাদরসম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিলেন, নাথ! সামান্য কারণে এ অধিনীর নিকট এতদূর লজ্জিত হওয়া কি, আপনার উচিত? ভবাদৃশ বুদ্ধিজীবী বিবেচক ব্যক্তি, বহুবিবাহ করিলেই কি, অবলা জাতির প্রতি অনাদর করিয়া থাকেন? প্রিয়তম! দেখুন দেখি, নিশানাথ কি চিরপ্রণয়িনী রোহিণী ও কুমুদিনীর প্রতি সমান স্নেহ ও সমান আনন্দ প্রকাশ করেন না? অতএব কান্ত! ভ্রান্তবুদ্ধিলোকের ন্যায় আপনার ভাবনা করা অনুচিত। প্রাণেশ! আমরা উভয় সপত্নীতে সম্মিলিত হইয়া আপনার যুগল পদপঙ্কজ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিব। জীবিতেশ্বর! তজ্জন্য এ দাসীর নিকটে লজ্জিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই; এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে যামিনীযাপন করিলেন।

এদিকে রাজপুত্র দেখিলেন যে প্রতাপগড়ে পঞ্চদশদিবস অতীত হইয়া গেল; অতএব আর এস্থানে অবস্থিতি করা ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না, এই বিবেচনা করিয়া প্রিয়ব্রতকে একদিবস বলিলেন, সুহৃদশ্রেষ্ঠ! এস্থানে আর দিবসাতিবাহিত করা উচিত হইতেছে না; অতএব প্রিয়তম! অদ্যই তুমি মহারাজের অনুমতি গ্রহণ করিবে কল্য প্রত্যুষেই স্বদেশাভিমুখে গমন করিব। মন্ত্রিপুত্র রাজনন্দনের অনুমত্যনুসারে সেই দিবসই ভূপতি প্রতাপাদিত্যের আদেশ গ্রহণ করিলেন এবং উভয়েই প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে প্রমুক্ত হইয়া যারপরনাই প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন। পরদিন রাজনন্দন হেমনলিনী, হিরণ্ময়ী ও প্রভাবতী এবং প্রিয়বয়স্য প্রিয়ব্রত সহ পিতৃ রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পথিমধ্যে প্রায় পঞ্চমমাস অতীত হইয়া গেল। পরে কুমার বিজয়কিশোর বহুজন সমভিব্যাহারে অসংখ্য গজাশ্বরথসহ ব্রহ্মর্ষি রাজ্যোপান্তে উপস্থিত হইয়াই দূতদ্বারা স্বীয় আগমন সমাচার নরপতি সমীপে প্রেরণ করিলেন। রাজা দূতমুখে সুতাগমন-

বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। অজস্র অশ্রু-বর্ষণে যে নয়নযুগল নিমীলিত ছিল, তাহা এক্ষণে উন্মীলিত হইল। শয্যাগতা মৃতপ্রায়া রাজমহিষী জীবনাধিক নয়নমনোতৃপ্তিকর হৃদয়ের ধন বিজয়ধনের শুভাগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যে কি অনুপম সুখানুভব করিয়াছিলেন, তাহা তিনি ভিন্ন কে বলিতে পারে? রাজসিমন্তিনীর কি এরূপ আশা ছিল, যে পুনর্ব্বার পুত্রের মুখচন্দ্রমা অবলোকন করিতে পারিবেন! আহা! সেই বিজয়ধন অদ্য গৃহে আগমন করিবে, নৃপজায়া আর কি ক্ষণমাত্র নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন! কতক্ষণে পুত্রের মুখাবলোকন করিবেন, কতক্ষণে তাঁহাকে অঙ্কে লইয়া মুখচুম্বন করিবেন, কতক্ষণে বিজয়রত্ন জননী বলিয়া অঙ্কারোহণপূর্ব্বক অঙ্ক সুশীতল করিবে, এই চিন্তায় ব্যাকুলা। বহুদিবসের পর রাজমহিষীর শোকঘনাচ্ছাদিত হৃদয়াকাশে অদ্য আনন্দরূপ অংশুমালী সমুদিত হইল। রাজভবন আনন্দকোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। মন্ত্রি ও মন্ত্রিপত্নীর দুঃখস্রোত অপনীত হইয়া আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। রাজ্যের সর্ব্বত্রই আনন্দচিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল। রাজবাটী লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সকলেই কুমারের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রিমহোদয় রাজকুমারের অভ্যর্থনার্থ কিয়দ্দূর অগ্রবর্ত্তী হইলেন। কুমার ও প্রিয়ব্রত অনতিদূর হইতে তাঁহাকে আগমন করিতে দর্শন করিয়া উভয়ে অমনি রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর নিকটবর্ত্তী হইয়া উভয়ে তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। মন্ত্রীমহোদয়ও যথাবিহিত আলিঙ্গনান্তে বদনে বারম্বার চুম্বন ও মস্তকাঘ্রাণ করিয়া তৎপরে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বিতীয়রথে কে সমারূঢ়? এই বাক্য শ্রবণে উভয়ে অতিশয় লজ্জিত হইয়া প্রথমতঃ কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। মন্ত্রীমহাশয় যখন পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন কুমার আর প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অগত্যাই তিনি সলজ্জকৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, মান্যবর!

আপনাদিগের অজ্ঞাতসারে আমরা অতি অনভিজ্ঞের ন্যায় কার্য্য করিয়াছি, অতএব মহাশয়! এবিষয়ের সমস্ত অপরাধ পরিমার্জ্জনা করিবেন। মান্যস্পদ! বিধাতার লিখনানুসারে মালবদেশরাজনন্দিনীর সহিত আমার এবং প্রতাপগড় ও ভূপালদেশ রাজকন্যাদ্বয়ের সহিত প্রাণাধিক প্রিয়ব্রতের পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। সেই বিবাহিতা বধূত্রয় দ্বিতীয়রথে সমারূঢ়া। এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া কুমার পূর্ব্বাপেক্ষা আরও লজ্জিত হইলেন। পরম প্রীতিপ্রদ বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রীমহাশয়ের আর আনন্দের সীমা রহিল না, তৎক্ষণাৎ নববধূদিগকে রথাবরোহণ করাইয়া শিবিকারোহণে পৃথক পথে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। পরে তিনি কুমার ও প্রিয়ব্রতের সহিত নৃপতি সন্নিধানে গমন করিতে লাগিলেন। কুমারাবলোকনে আনন্দাশ্রুতে সকলেরই বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। যাহার দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহারই নয়ন যুগল হইতে অজস্র আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতেছিল। ক্রমে কুমার ও প্রিয়ব্রত রাজসমীপে উপনীত হইয়া প্রথমতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান তদনন্তর সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। পুত্রশোকে নিতান্ত জীর্ণকায় ও কঙ্কালাবশিষ্ট দেহ হইলেও, রাজা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ধরাতল হইতে উত্তোলন করিয়া গলদশ্রুলোচনে আনন্দবিকম্পিতবদনে উভয়ের চন্দ্রানন পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিলেন। তৎপরে সিংহাসনপার্শ্বে উপবেশন করাইয়া অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কুমার এবং প্রিয়ব্রতও তাঁহার সঙ্গে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরেই সকলেরই নেত্র নীরশূন্য হইল। নরপতি, কুমার ও প্রিয়ব্রত সহ নানা দুঃখালাপ করিতেছেন, এমন সময়ে মন্ত্রিমহোদয় কহিলেন, মহারাজ! রাজকুমার নববধূ সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছেন। সচিবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজার হর্ষবেগ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। রাজনন্দন রাজার হৃদয়নিহিত বিষম শোকশেল উন্মোচন করিয়া প্রিয়ব্রতের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

বহুদিনান্তে রাজমহিষী বিলাসবতী দূর হইতে প্রাণাধিক প্রিয়পুত্রের বদনসুধাকর দর্শন করিয়া সংজ্ঞাশূন্যদেহে ধরণীতলে নিপতিত হইলেন। লোচনযুগল হইতে অবিরত বাষ্পবারি বিগলিত হইয়া হতচেতনা নৃপজায়ার বিষণ্ণবদন আর্দ্র করিয়া তুলিল। আগুল্‌ফলম্বিত আলুলায়িত কৃষ্ণবর্ণ চিকুরজাল ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। কুমার দর্শনমাত্র জননীর সমীপবর্ত্তী হইয়া চরণযুগল ধারণপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, মাতঃ! আমি আপনার চরণে বহুতর অপরাধ করিয়াছি। আমার মত পাপমতি ও কুপুত্র এই মহীমণ্ডলে আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু জননি! নির্ব্বোধ পুত্র অপরাধী হইলেও আপনাকে তাহা ক্ষমা করিতে হইবে। হায়! আমা হইতেই এই অকলঙ্ক রাজবংশ কলঙ্কিত হইল। আমি কুলের কুলাঙ্গার হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। জননি! এই জীবাধম পাপাত্মাকে গর্ভে ধারণ করিয়া আপনাকে যে কত কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে; তাহা বলিতে পারি না। মাতঃ! আপনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা না করিলে, আমি কখনই এ পাপজীবন রাখিব না। পুত্রের ঈদৃশ পাষাণভেদী অতি নিদারুণ রোদনধ্বনি, অচৈতন্যা বিলাসবতীর শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তিনি সংজ্ঞালাভ করিয়া দর্শন করিলেন, বিজয়কিশোর চরণতলে পতিত হইয়া কাতরস্বরে মা মা বলিয়া ক্রন্দন করিতেছে। রাজ্ঞী অঞ্চলের নিধি হৃদয়ের ধন পুত্রের মুখাবলোকন করিয়া এককালীন সমস্ত দুঃখই বিস্মৃত হইলেন। বাষ্পাকুললোচনে গদ্গদবচনে কুমারকে ক্রোড়ে বসাইয়া বারম্বার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। বহুদিবসের পর বিজয়ের বিষণ্ণ বিধুবদন অবলোকনে দেহস্থ সমস্ত শোক একবারে দূরীভূত হইল। মন্ত্রী, মন্ত্রিপত্নীও প্রিয়ব্রতকে প্রাপ্ত হইয়া যেন আকাশের চন্দ্র হস্তে প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে কুমার ও প্রিয়ব্রত অন্তঃপুরস্থ সকলকে যথাবিহিত মর্য্যাদা পুরঃসর বহির্ব্বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর রাজাদেশে প্রিয়ব্রত